জাতির উত্থান পতন

আব্দুল হামীদ মাদানী

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

আরবে বাস করি। ফিলিস্তীনের করুণ অবস্থা দেখে প্রাণ কাঁদে। ইয়াহুদীদের অত্যাচার মুসলিম শিশুদের প্রতিও রহম করে না। তারা যেন কোন্ পুরনো প্রতিশোধ নিতে অমানুষিক নির্যাতনের স্টিম-রুলার চালিয়ে যাচ্ছে! অমানুষ অত্যাচারী নয়, অমানুষ যেন অত্যাচারিত মুসলিমরা। তাই নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার সাথে তাদের ঘর-বাড়ি দখল ক'রে নেওয়ার পরেও বিশ্বজনমতে তারা 'ভদ্র' ও 'সভ্য' জাতিরূপে পরিচিত আছে।

আরো বহু দেশে মুসলিমরা অনেকভাবে বঞ্চিত-লাঞ্ছিত। কিন্তু তার কারণ কী? কারণ নির্ণয় করতে আলেম-উলামাগণ বিভিন্ন বই-পুস্তক লেখালিখি করেছেন। আমার এই বইটি তাঁদেরই লেখার সারনির্যাস বলা যেতে পারে।

মানুষ যখন নিরাশ হয়, তখনই সে মরিয়া হয়ে ওঠে। তাই সর্বহারা হয়ে অনেক মুসলিম 'সন্ত্রাসী' হয়ে উঠেছে। কিন্তু তারা যদি তাদের স্বাধিকার ফিরে পায়, তাহলে কেন যাবে সন্ত্রাসী হতে?

নিরাশ মনের ঐ মুসলিমরা বুঝতে পারে না যে, সে পথ সঠিক পথ নয়। তাই হক্কানী উলামাগণ সে বিষয়ে সতর্ক করেন। জয়-পরাজয়ের নানা কারণ ব্যাখ্যা করেন। হয়তো-বা জাতির সুমতি হবে। অবশ্যই একদিন ফিরে আসবে হারানো সেই গৌরব।

'তওফিক দাও খোদা ইসলামে
মুসলিম-জাহাঁ পুনঃ হোক আবাদ।
দাও সে হারানো সুলতানাত,
দাও সেই বাহু, সেই দিল আজাদ।।'

কবির সুরে সুর মিলিয়ে সেই কামনাই করি। সারা জাহানে ইসলামের বিকৃত ভাবমূর্তি সুন্দর হোক। নিরাশভরা মনের যুবকরা আশা ফিরে পাক। ফিরে আসুক সঠিক পথে, কৌশল ও হিকমতের পথে।

বিনীত---
আব্দুল হামীদ মাদানী
আল-মাজমাআহ
সঊদী আরব
তাং ২৯/৫/১১ইং

(প্রথম অধ্যায়)

বিজয়ের কারণসমূহ

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করা

জাতির বিজয়ের জন্য জরুরী বিজয়দাতা আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়া। যেহেতু যাবতীয় সাফল্য ও বিজয় তাঁরই নিকট থেকে আসে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ] (١٢٦) سورة آل عمران، الأنفال ١٠

অর্থাৎ, সাহায্য শুধু পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট থেকেই আসে। *(আলে ইমরানঃ ১২৬, আনফালঃ ১০)*

সুতরাং বিজয় লাভের আশা করার আগে তার যে শর্তাবলী আছে, তার মধ্যে একটি হল আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া, আল্লাহর নিকট যাবতীয় পাপাচরণ থেকে তওবা করা, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করা, শির্ক ও বিদআত বর্জন করা, হারাম খাদ্য ভক্ষণ না করা, তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ] (٧) سورة محمد

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন, এবং তোমাদের পা দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। *(মুহাম্মাদঃ ৭)*

[وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ] (٤٠) سورة الحج

অর্থাৎ, আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে (তাঁর ধর্মকে) সাহায্য করে। আল্লাহ নিশ্চয়ই মহাশক্তিমান, চরম পরাক্রমশালী। *(হজ্জঃ ৪০)*

আল্লাহর সাহায্য করার অর্থ, আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করা। কারণ, তিনি উপায়-উপকরণ অনুযায়ী তাঁর দ্বীনের সাহায্য তাঁর মু'মিন বান্দাদের দ্বারাই করেন। এই মু'মিন বান্দারা আল্লাহর দ্বীনের সংরক্ষণ ও তার দাওয়াত-তবলীগের কাজ করেন তাই তিনি তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। অর্থাৎ, তাঁদেরকে কাফেরদের উপর জয়যুক্ত করেন। যেমন, সাহাবায়ে কিরাম ﷺ ও প্রাথমিক শতাব্দীগুলির মুসলিমদের উজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে; তাঁরা দ্বীনের (খাদেম) হয়ে গিয়েছিলেন, ফলে আল্লাহও তাঁদের (সহায়) হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা দ্বীনকে বিজয়ী করলে, আল্লাহও তাঁদেরকে পৃথিবীতে জয়যুক্ত করেছিলেন। *(আহসানুল বায়ান)*

যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য সংগ্রাম করে, তারা আল্লাহর সেনা। যারা আল্লাহর জন্য কাজ করে, তারা আল্লাহর পার্টি, আল্লাহর দল। আর আল্লাহর সেনা ও দল কোনদিন পরাজিত হয় না। ---এ ওয়াদা আল্লাহর,

[وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ] (١٧٣) سورة الصافات

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে। *(স্বাফফাত ঃ ১৭৩)*

[وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ] (٥٦) سورة المائدة

অর্থাৎ, যে কেউ আল্লাহ তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, (সে হবে আল্লাহর দলভুক্ত।) নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে। *(মাইদাহ ঃ ৫৬)*

[لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ] (٢٢) سورة المجادلة

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না, যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে; হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জাতি-গোত্র। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ হতে রূহ (জ্যোতি ও বিজয়) দ্বারা। তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রেখো যে, আল্লাহর দলই সফলকাম। *(মুজাদালাহ ঃ ২২)*

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হলে জাতির প্রতাপ বিনষ্ট হয়। পাপীকে কে ভালবাসে? অপরাধীকে কে সম্মানী দেখতে চায়? দুষ্কৃতীকে কে শ্রদ্ধা করে? আর আনুগত্য করলে সৃষ্টি তাকে ভালবাসে। মানুষ তাকে সম্মানী দেখতে চায়। বিশ্ববাসী তাকে শ্রদ্ধা করে। মহান আল্লাহ তার জন্য পরকালের শান্তির নিবাস প্রস্তুত রাখেন। আর ইহকালেও সম্মানজনক রুযী দান করেন। তিনি বলেছেন,

[وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ] (٩٦) سورة الأعراف

অর্থাৎ, যদি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ বিশ্বাস করত ও সাবধান হত, তাহলে তাদের জন্য আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ-দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা মনে করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। *(আ'রাফ ঃ ৯৬)*

[وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ] (٦٦) سورة المائدة

অর্থাৎ, যদি তারা তওরাত, ইঞ্জীল ও যা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তাহলে তারা তাদের উপর দিক (আকাশ) ও পায়ের নিচের দিক (পৃথিবী) হতে খাদ্য লাভ করত। তাদের মধ্যে এক দল রয়েছে যারা মধ্যপন্থী, কিন্তু তাদের অধিকাংশ যা করে, তা নিকৃষ্ট! *(মাইদাহ ঃ ৬৬)*

জাতি যদি ধৈর্য অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ তার সাথে আছেন, *(বাক্বারাহ ঃ ১৫৩, আনফাল ঃ ৪৬)* সে বিজয়ী হবে।

জাতি যদি পরহেযগার হয়, তাহলে আল্লাহ তার সাথে আছেন, *(বাক্বারাহ ঃ ১৯৪, তাওবাহ ঃ ৩৬, ১২৩)* সে বিজয়ী হবে।

জাতি যদি মু'মিন হয়, তাহলে আল্লাহ তার সাথে আছেন, *(আনফাল ঃ ১৯)* সে বিজয়ী হবে।

জাতি যদি সদাচারী ও আল্লাহর জন্য আন্তরিক হয়, তাহলে আল্লাহ তার সাথে আছেন, *(নাহল ঃ ১২৮, আনকাবূত ৬৯)* সে বিজয়ী হবে।

আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর দল অবশ্যই বিজয়ী হবে। যদি দলের নেতা শর্তানুযায়ী নেতৃত্ব প্রদান করে তবে। তিনি বলেন,

[الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ] (٤١) سورة الحج

অর্থাৎ, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে (রাজ)ক্ষমতা দান করলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎকার্য হতে নিষেধ করে। আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর আয়ত্তে। *(হাজ্জ ঃ ৪১)*

কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ

আক্বীদা, আহকাম ও দাওয়াত-পদ্ধতিতে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অনুসরণ করলে জাতি মহাসাফল্যের স্বপ্ন দেখতে পারে। যেহেতু এই মঙ্গলময় অনুসরণেই রয়েছে জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও জাতির গৌরবময় বিজয়।

জাতির ব্যক্তি-জীবনে, পরিবার-জীবনে, সমাজ-জীবনে ও রাষ্ট্রীয়-জীবনে কিতাব ও সহীহ সুন্নাহর দিগ্‌দর্শনই পারে শুভ উত্থানের সন্ধান দিতে।

মহান আল্লাহ বলেন,

[وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرسُولَ لَعَلَكُم تُرحَمُون] (آل عمرآن:١٣٢)

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা কৃপালাভ করতে পার। *(আলে ইমরান ঃ ১৩২)*

[قُل إِنْ كُنتُم تُحِبُّون اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحبِبكُمُ اللهُ وَيَغفِرْ لَكُم ذُنُوبَكُم وَاللهُ غفُورٌ رَحِيم]

অর্থাৎ, বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' *(ঐ ঃ ৩১)*

[قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ] (٥٤) سورة النـور

অর্থাৎ, বল, 'আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর।' অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে। আর রসূলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া। *(নূর ঃ ৫৪)*

ইবনে আব্বাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, বিদায়ী হজ্জে আল্লাহর রসূল ﷺ লোকেদের মাঝে খোতবা (ভাষণ) দিলেন। তাতে তিনি বললেন, "শয়তান এ বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে যে, তোমাদের এই মাটিতে তার উপাসনা হবে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত তোমরা যে সমস্ত কর্মসমূহকে অবজ্ঞা কর তাতে তার আনুগত্য করা হবে- এ নিয়ে সে সন্তুষ্ট। সুতরাং তোমরা সতর্ক থেকো! অবশ্যই আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি; যদি তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে থাকো, তবে কখনই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না;

আর তা হল, আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ (কুরআন ও হাদীস)" *(হাকেম, সহীহ তারগীব ৩৬নং)*

জাতি কুরআন ও সুন্নাহর আলোক থেকে বহু দূরে সরে গিয়ে শির্ক ও বিদআতের আবর্জনায় অবস্থান করছে। আর আবর্জনায় থেকে কোনদিন উন্নত পরিবেশ গড়া যায় না। নোংরা আবর্জনায় বাস ক'রে কখনো বাগানের ফুল ফোটানো যায় না।

উলামার সাহচর্য

মুসলিম জাতির মেরুদন্ড তার উলামা সম্প্রদায়; যদিও কাফেররা তাদেরকে 'মোল্লা' বলে জানে। অবশ্য সমাজে 'কাঠমোল্লা'ও যে আছে তা কেউ অস্বীকার করে না।

সুতরাং উলামা বলতে উদ্দেশ্য হক্কানী বা রব্বানী উলামা, যাঁদের আনুগত্য করা জাতির উপর ফরয। তাঁরা এবং মুসলিম রাষ্ট্রনেতারাই আল-কুরআনে উল্লিখিত 'উলুল আম্‌র'। মহান আল্লাহ বলেন,

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (ও উলামা)দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। *(নিসা ঃ ৫৯)*

সুতরাং রাষ্ট্রনেতা ও উলামা উভয়ই উম্মাহর অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক। জাতির আমানত গচ্ছিত আছে তাঁদেরই হাতে। জাতির গতিশীল গাড়ির নিয়ন্ত্রণভার আছে তাঁদের হাতে।

রব্বানী উলামার উচিত, সেই গুরুভার বহন করার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ] (١٨٧) آل عمران

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, আল্লাহ তাদের নিকট প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তোমরা তা (কিতাব) স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। *(আলে ইমরান ঃ ১৮৭)*

আর জাতির উচিত, তাঁদের সেই নিয়ন্ত্রণ মান্য ক'রে চলা। যেহেতু মহান আল্লাহ তাঁর ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের পর তাঁদের আনুগত্য করা ফরয করেছেন।

জাতির যে কোন কাজে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করা রাজা-প্রজা সকলের ক্ষেত্রে জরুরী। যেমন সাধারণ প্রজার জন্য জরুরী রাষ্ট্রনেতা ও উলামার দিক-নির্দেশনার বাইরে কোন কাজ না করা। রব্বানী উলামা ছেড়ে বেআমল উলামার চক্রান্তে পড়ে রাজনৈতিক কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়া। যে কোনও বিষয় তাঁদের প্রতি রুজু না ক'রে নিজেদের মধ্যে তা প্রচার না করা এবং সাধারণ মানুষের মনে উৎসাহ বা উত্তেজনা সৃষ্টি না করা। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً] (٨٣) سورة النساء

অর্থাৎ, আর যখন শান্তি অথবা ভয়ের কোন সংবাদ তাদের নিকট আসে, তখন তারা তা রটিয়ে বেড়ায়। কিন্তু যদি তারা তা রসূল কিংবা তাদের মধ্যে দায়িত্বশীলদের গোচরে আনত, তাহলে তাদের মধ্যে তত্ত্বানুসন্ধানীগণ তার যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারত। আর তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তাহলে তোমাদের কিছু লোক ছাড়া সকলে শয়তানের অনুসরণ করত। *(নিসা ঃ ৮৩)*

এটা হল কিছু দুর্বল ও দ্রুততাপ্রিয় মুসলিমের স্বভাব। তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। শান্তির খবর বলতে মুসলিমদের সফলতা এবং শত্রু-ধ্বংসের ও পরাজয়ের খবরকে বুঝানো হয়েছে। (যা শুনে শান্তি ও স্বস্তির ঝড় বয়ে যায় এবং যার ফলে প্রয়োজনাতীত স্বনির্ভরশীলতার সৃষ্টি হয় ;যা ক্ষতির কারণও হতে পারে।) আর ভয়ের সংবাদ বলতে মুসলিমদের পরাজয় এবং তাদের হত্যা ও ধ্বংসের খবরকে বুঝানো হয়েছে। (যাতে মুসলিমদের মাঝে দুঃখ, বেদনা ও আফসোস ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের মনোবল দমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।) তাই তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, এই ধরনের খবর শুনে; তাতে তা শান্তির (জয়ের) হোক অথবা ভয়ের (পরাজয়ের) হোক তা সাধারণের মাঝে প্রচার না ক'রে রসূল ﷺ-এর নিকট পৌছে দাও কিংবা জ্ঞানী ও তত্ত্বানুসন্ধানীদের কাছে পৌছে দাও; যাতে তাঁরা দেখেন যে খবর সঠিক, না বেঠিক? যদি সঠিক হয়, তাহলে তখন এ খবর মুসলিমদের জানা লাভদায়ক, নাকি না জানা আরো বেশী লাভদায়ক? এই নীতি সাধারণ

অবস্থাতেও বড় গুরুত্বপূর্ণ এবং অতীব লাভদায়ক, বিশেষ ক'রে যুদ্ধের সময় এর গুরুত্ব ও উপকারিতা আরো বেশী। *(আহসানুল বায়ান)*

রব্বানী উলামাগণ যা ফায়সালা দেন, তাতে তাঁদের ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও তাঁরা সওয়াব থেকে বঞ্চিত নন। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "বিচারক যদি সুবিচারের প্রয়াস রেখে বিচার করে অতঃপর তা সঠিক হয়, তবে তার জন্য রয়েছে দুটি সওয়াব। আর সুবিচারের প্রয়াস রেখে যদি বিচারে ভুল করেও বসে, তবে তার জন্যও রয়েছে একটি সওয়াব।" *(বুখারী ৭৩৫২ নং, মুসলিম ১৭১৬ নং)*

কিন্তু বড় দুঃখের হলেও সত্য কথা যে, অনেক উলামা আছেন, যাঁদের অনুসরণ উম্মাহকে ভ্রষ্ট ক'রে ছাড়ে। যাঁরা মুফতী বনে ফতোয়া দেন অথবা মুফতীর ফতোয়ার মুকাবেলা করার জন্য মুফতী সেজে উল্টা ফতোয়া দেন এবং খুঁড়িয়ে বড় হয়ে অপরকে অপবাদ দিয়ে ছোট করেন অথবা যাঁরা নিজ বুযুর্গদের ফতোয়া নকল ক'রে ফায়সালা দেন এবং সহীহ হাদীসের তোয়াক্কা করেন না অথবা সহীহ-যয়ীফের তমীয করেন না অথবা যাঁরা আদর্শচ্যুত উলামা হয়েও রাজনৈতিক পদের প্রভাবে অথবা তথাকথিত 'রূহানী' মর্যাদার প্রভাবে বিনা ইল্‌মে ফতোয়া জারী করেন, তাঁদের ফতোয়া মানতে গিয়ে জাতি ফিতনার শিকার হয়। সুতরাং আল্লাহই উম্মাহর হিফাযত করুন।

মুদ্দাকথা, যে জাতির নেতা আদর্শ নয় অথবা উলামা আদর্শ নয় অথবা যে জাতি মুসলিম নেতৃত্ব মানে না অথবা রব্বানী উলামার কদর জানে না, সে জাতির পতন কি অতি সহজ নয়?

ইস্তিগফার ও দুআ

জয়-পরাজয় যখন আল্লাহর হাতে, তখন তাঁর কাছে নিজেদের ত্রুটির কথা স্বীকার ক'রে পরাজয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা চাওয়া আমাদের কর্তব্য। দুআ বলতে শুধু দুআ চাওয়াই নয়; বরং কাকুতি-মিনতি সহকারে চাওয়া, নাছোড়বান্দা হয়ে চাওয়া, সকাতরে প্রার্থনা করা। যেহেতু পতন ও পরাজয় এক প্রকার আযাব, সুতরাং তা রোধ করতে অতিরিক্ত মিনতির সাথে আবেদন পেশ করতে হবে। যেমন ইউনুস عليه السلام-এর সম্প্রদায় করেছিল। মহান আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেছেন,

[فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِزْيِ فِي الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ] (٩٨) سورة يونس

অর্থাৎ, সুতরাং কোন জনপদ বিশ্বাস করল না কেন, যাদের বিশ্বাস উপকারী হতো; ইউনুসের সম্প্রদায়ের ব্যাপারটি স্বতন্ত্র, যখন তারা বিশ্বাস করল, তখন আমি তাদের থেকে পার্থিব জীবনে অপমানজনক শাস্তি বিদূরিত করে দিলাম এবং এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত তাদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করলাম। *(ইউনুসঃ ৯৮)*

অর্থাৎ আমি যে জনপদগুলিকে ধ্বংস করেছি, তার মধ্য থেকে কোন একটি জনপদবাসীও কেনই বা এমন হলো না যে, এমন সময়ে ঈমান নিয়ে আসত, যে সময়ে ঈমান আনলে তাদের জন্য ফলপ্রসূ হত! তবে ইউনুস عليه السلام-এর সম্প্রদায়ের ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। যখন তারা ঈমান আনল, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের উপর থেকে আযাব রহিত ক'রে দিলেন। সংক্ষিপ্ত ঘটনা হল এই যে, যখন ইউনুস عليه السلام দেখলেন যে, তাঁর দাওয়াত ও তবলীগে তাঁর সম্প্রদায় প্রভাবিত হচ্ছে না, তখন তিনি নিজ সম্প্রদায়কে জানিয়ে দিলেন যে, অমুক দিন তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব আসবে এবং তিনি নিজে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। যখন মেঘের মত তাদের উপর আযাবের লক্ষণাদি দেখা দিল, তখন তারা শিশু, নারী এমনকি জীবজন্তু সমেত এক মাঠে সমবেত হল এবং আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতির সাথে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে আরম্ভ করল। আল্লাহ তাআলা তাদের তওবা কবুল ক'রে তাদের উপর থেকে আযাব রহিত ক'রে দিলেন। *(আহসানুল বায়ান)*

বলা বাহুল্য, কাকুতি-মিনতি বড় উপকারী জিনিস। আর তার জন্যই বিপদকালে কুনূত বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। কুনূতে নাযেলায় পাঁচ-ওয়াক্তের নামাযের শেষ রাকআতে রুকূ থেকে উঠার পর দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে মুসলিমদের জন্য দুআ ও শত্রুদের জন্য বদ্দুআ করতে হয়।

আল্লাহর আযাব যখন আসে, তখন কাকুতি-মিনতির সাথে প্রার্থনা ক'রে তা দূর করতে হয়। কোন এক আযাবের সময় হাসান বাসরী (রঃ) বললেন, 'হে ইরাকবাসী! আল্লাহর আযাবকে তোমরা তোমাদের হাত-পা দ্বারা দূর করো না। বরং আল্লাহর কাছে তওবা দ্বারা দূর কর। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

[فَلَوْلاَ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ] (٤٣) سورة الأنعام

অর্থাৎ, সুতরাং আমার শাস্তি যখন তাদের উপর আপতিত হল, তখন তারা বিনীত হয়ে প্রার্থনা করল না কেন? *(আনআমঃ ৪৩)*

সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিকট বিনীত হয়ে প্রার্থনা কর এবং তওবা কর, তাহলে তিনি তোমাদের আযাব দূর ক'রে দেবেন এবং অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবেন। *(আসবাবু ইনহিয়ারিল উমাম ১৭পৃঃ)*

জাতির যা দুরবস্থা, তাতে পতন তার ভাগ্য হওয়ারই কথা। নিজের অবস্থার পরিবর্তন না ঘটিয়ে আল্লাহর কাছে পরিবর্তন চাওয়া বড় লজ্জার ব্যাপার। পরন্তু মহান আল্লাহ বলেছেন,

[إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ] (١١) سورة الرعد

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না; যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। আর কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন, তাহলে তা রদ করবার কেউ নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই। *(রা'দঃ ১১)*

জাতির যা দুরবস্থা, তাতে রহম পাওয়ার যোগ্য নয়। একদা বাসরাবাসীরা বৃষ্টি প্রার্থনা করল। অতঃপর ফিরে এসে বলতে লাগল, 'আশ্চর্য আল্লাহর কসম! বৃষ্টি প্রার্থনা করলাম অথচ বৃষ্টি হল না!' তা শুনে মালেক বিন দীনার বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! তোমরা বৃষ্টি হওয়াতে দেরি হচ্ছে ভাবছ। আমি তো আকাশ থেকে পাথর বর্ষণে দেরি হচ্ছে ভাবছি!' *(ঐ, আল-ইক্বদুল ফারীদ ২/১২)*

তাও এ তো মালেক বিন দীনারের যুগের কথা। আমাদের আধুনিক বিশ্বের কথা কী? অনাবৃষ্টির সময় যদিও অনেকে হাত তুলে বৃষ্টি প্রার্থনা করে, বৃষ্টি নামলে মাথায় ছাতা দিয়ে বৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করে, কিন্তু বাড়ির ছাদে ছাদে যে ছাতা লাগানো আছে, সে ছাতায় বৃষ্টি নামতে বারণ করারই কথা। যে ডিস দিয়ে সারা বিশ্বের বিষকে বেডরুমে বসে পান করা হয়, সে বিষে নীল হওয়া দেহ যে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে, তার নিশ্চয়তা কোথায়?

বৃষ্টি না হলেও চাষীরা ক্যানেলের পানি দিয়ে চাষ করতে পারে, ফসল ফলাতে পারে। কিন্তু শত শত চ্যানেলের মাধ্যমে যে পানি মুসলিমদের মন ও মগজের জমিকে সিঞ্চিত করছে, তাতে কোন্ ফসল ফলবে; বিজয়ের, না পরাজয়ের?

তবুও আমরা ইস্তিগফার করতে থাকব। ইন শাআল্লাহ বিজয় আসবে এবং পরাজয় দূর হবে। পতন-গহ্বর থেকে উত্থান লাভ করব। মহান আল্লাহর ওয়াদা,

﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ এরূপ নন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং তিনি এরূপ নন যে, তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা অবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। *(আনফাল ঃ ৩৩)*

[وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ] (٥٢) سورة هود

অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (তোমাদের পাপের জন্য) তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন কর; তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তি আরো বৃদ্ধি করবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।' *(হূদ ঃ ৫২)*

আর মূসা ﷺ-এর মতো বলব,

[رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاء وَتَهْدِي مَن تَشَاء أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ] (١٥٥) سورة الأعراف

অর্থাৎ, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করলে পূর্বেই তো এদেরকে এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতে। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ তাদের কর্মদোষে কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? এতো শুধু তোমার পরীক্ষা, যা দিয়ে তুমি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী কর এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত কর। তুমিই তো আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর এবং তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল। *(আ'রাফ ঃ ১৫৫)*

আশাবাদিতা ও আল্লাহর প্রতি আস্থা

জাতির নিরাশ মনে আশার আলো সঞ্চারিত করতে না পারলে পরাজয় এমনিতেই এসে যাবে। মুসলিমকে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে,

মহান আল্লাহ জাতির সাথে আছেন।

জয়-পরাজয় তাঁরই হাতে আছে।

[وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاء] (١٣) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। *(আলে ইমরান ঃ ১৩)*

[وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ] (١٠) سورة الأنفال

অর্থাৎ, সাহায্য (বিজয়) তো শুধু আল্লাহর নিকট হতেই আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। *(আনফাল ঃ ১০)*

[بَلِ اللّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ] (١٥٠) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। *(আলে ইমরান ঃ ১৫০)*

[إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ] (١٦٠) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করলে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর তিনি তোমাদের সাহায্য না করলে তিনি ছাড়া আর কে আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? এবং বিশ্বাসিগণের উচিত, কেবল আল্লাহরই উপর নির্ভর করা। *(ঐ ঃ ১৬০)*

তাঁরই উপর ভরসা রাখতে হবে, তাঁরই কাছে অনুনয়-বিনয় সহকারে বিজয় ও উত্থান প্রার্থনা করতে হবে।

তিনি মহাশক্তিশালী, মহাপরাক্রমশালী বাদশা।

[فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ] (١٥) سورة فصلت

অর্থাৎ, আ'দ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, ওরা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করত এবং বলত, 'আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী কে আছে?' ওরা কি তবে লক্ষ্য করেনি যে, আল্লাহ যিনি ওদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি

ওদের অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী? আর ওরা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত। *(হা-মীম সাজদাহ ঃ ১৫)*

তাঁর আছে আমাদের অজানা বহু সৈন্য।

﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ (المدثر:٣١)

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। *(মুদ্দাস্‌সির ঃ ৩১)*

[إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ] (٤٠)

অর্থাৎ, যদি তোমরা তাকে (রাসূলুল্লাহকে) সাহায্য না কর, তাহলে আল্লাহই (তাকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি) তাকে সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে, যখন অবিশ্বাসীরা তাকে (মক্কা হতে) বহিষ্কার ক'রে দিয়েছিল, যখন সে ছিল দু'জনের মধ্যে একজন; যখন উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল। সে তখন স্বীয় সঙ্গী (আবু বাক্‌র)কে বলেছিল, 'তুমি বিষণ্ণ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।' অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা অবতীর্ণ করলেন এবং এমন সেনাদল দ্বারা তাকে শক্তিশালী করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি অবিশ্বাসীদের বাক্য নীচু ক'রে দিলেন, আর আল্লাহর বাণীই সমুচ্চ রইলো। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(তাওবাহ ঃ ৪০)*

[ثُمَّ أَنزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ] (٢٦) سورة التوبة

অর্থাৎ, তারপর আল্লাহ তাঁর নিকট হতে তাঁর রসূল ও বিশ্বাসীদের উপর সান্ত্বনা বর্ষণ করলেন; যাতে তাদের চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করলেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি প্রদান করলেন। আর এটিই অবিশ্বাসীদের কর্মফল। *(ঐ ঃ ২৬)*

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا] (٩) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং

আমি ওদের বিরুদ্ধে ঝড় এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার দ্রষ্টা। *(আহযাব ঃ ৯)*

আর তাঁর সৈন্যই হবে সর্ববিজয়ী, অপরাজেয়।

[وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ] (١٧٣) سورة الصافات

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে। (স্বাফ্‌ফাত ঃ ১৭৩)

[أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ]

অর্থাৎ, পরম দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে কি, যারা তোমাদের সাহায্য করবে? অবিশ্বাসীরা তো ধোঁকায় রয়েছে। *(মুলক ঃ ২০)*

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ইসলামের। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾

অর্থাৎ, আমি (যবূর) কিতাবে উপদেশের পর লিখে দিয়েছি যে, 'নিশ্চয় আমার সৎকর্মশীল বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে।' *(আম্বিয়া ঃ ১০৫)*

সারা পৃথিবীর মানুষ ইসলামকে শ্রদ্ধা করবে, ইসলামকে স্বাগত জানাবে, ইসলামকে গ্রহণ করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (٣٣) سورة التوبة، الصف ٩

অর্থাৎ, তিনিই পথনির্দেশ (কুরআন) এবং সত্য ধর্ম সহ নিজ রসূল প্রেরণ করেছেন, যাতে তাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও অংশীবাদীরা অপ্রীতিকর মনে করে। *(তাওবাহ ঃ ৩৩, স্বাফ ঃ ৯)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "অবশ্য অবশ্যই (ইসলামের) এই বিষয় ততদূর পর্যন্ত পৌঁছবে, যতদূর পর্যন্ত রাত-দিন পৌঁছেছে। আল্লাহ কোন মাটির অথবা লোমের (শহর বা মরুর) ঘরে এই দ্বীন প্রবিষ্ট না ক'রে ছাড়বেন না, সম্মানীর সম্মানের সাথে অথবা অসম্মানীর অসম্মানের সাথে। আল্লাহ সম্মানীর ইসলাম দ্বারা ইসলাম ও মুসলিমদেরকে সম্মানিত করবেন এবং অসম্মানীর অসম্মান দ্বারা কুফরীকে লাঞ্ছিত করবেন।" *(আহমাদ, ইবনে হিব্বান, সিঃ সহীহাহ ৩নং)*

মহান আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, তিনি ইসলামের বিজয়-পতাকা উড্ডয়ন করবেন।

[إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ] (غافر:٥١)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি আমার রসূলদেরকে ও বিশ্বাসীদেরকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষিগণের দন্ডায়মান (কিয়ামত) দিনে সাহায্য করব। *(মু'মিনঃ ৫১)*

[وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٤٠) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ]

অর্থাৎ, আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে (তাঁর ধর্মকে) সাহায্য করে। আল্লাহ নিশ্চয়ই মহাশক্তিমান, চরম পরাক্রমশালী। আমি তাদেরকে পৃথিবীতে (রাজ)ক্ষমতা দান করলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎকার্য হতে নিষেধ করে। আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর আয়ত্তে। *(হাজ্জঃ ৪০-৪১)*

সাময়িক পতন তো ঘটতেই পারে। সাময়িক পরাজয় আসতেই পারে। শেষ পরাজয় ইসলাম-বিরোধীদের। বিশ্ববিজয়ী হবে ইসলাম। ইসলামের শান্তিতে শান্তিময় হবে বিশ্ব।

জাতির ইতিহাসের পাতায় বহু উত্থান-পতনের ঘটনাঘটন লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবুও ইসলাম মিটে যায়নি।

'ইসলাম কী ফিতরত মেঁ কুদরত নে লচক দী হ্যায়,
উতনা হী উভরেগা জিতনা কে দাবাওগে।'

প্রত্যেক কারবালার পরেও ইসলাম জীবিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। উত্থান-পতনের রশি ধরে ধরে শেষ পরিণাম হবে মুসলিমদের। মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ] (٥٥) سورة النور

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে অবশ্যই প্রতিনিধিত্ব দান করবেন; যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের ধর্মকে -- যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন -- সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয় ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার উপাসনা করবে, আমার কোন অংশী করবে না। অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ (বা অবিশ্বাসী) হবে, তারাই সত্যত্যাগী। *(নূরঃ ৫৫)*

আর পরাজয় হবে মুসলিম-শত্রুদের।

[فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ]

অর্থাৎ, অনন্তর যারা অবিশ্বাস করেছে আমি তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে কঠোর শাস্তি প্রদান করব। আর তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। *(আলে ইমরানঃ ৫৬)*

[قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ] (١٢) آل عمران

অর্থাৎ, যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে বল, তোমরা শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং তোমাদেরকে দোযখে একত্রিত করা হবে। আর তা অতি মন্দ শয়নাগার। *(ঐঃ ১২)*

[أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ (٤٤) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ] (٤٥) القمر

অর্থাৎ, অথবা তারা বলে যে, 'আমরা সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল।' এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। *(ক্বামারঃ ৪৪-৪৫)*

সাময়িক বিজয় ও উন্নয়ন নিয়ে কাফেরদল খোশ হতে পারে। কিন্তু একদিন না একদিন তাদের পরাজয় হবেই। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دَارِهِمْ]

অর্থাৎ, যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের কর্মফলের জন্য তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে অথবা বিপর্যয় তাদের আশে পাশে আপতিত হতেই থাকবে। *(রা'দঃ ৩১)*

তবুও প্রশ্ন জাগে, মুসলিমদের এ অবস্থা কেন? কবি তার জবাব দিয়েছেন,

'খোদায় পাইয়া বিশ্ববিজয়ী হল একদিন যারা।
খোদায় ভুলিয়া ভীত পরাজিত আজ দুনিয়ায় তারা।।
খোদার নামের আশ্রয় ছেড়ে
ভিখারীর বেশে দেশে দেশে ফেরে
ভোগ-বিলাসের মোহে ভুলে হায় নিল বন্ধন কারা।।
খোদার সঙ্গে যুক্ত সদাই ছিল যাহাদের মন,
দুখে-রোগে-শোকে অটল যাহারা রহিত সর্বক্ষণ---
এসে শয়তান ভোগ-বিলাসের
কাড়িয়া লয়েছে ঈমান তাদের
খোদায় হারায়ে মুসলিম আজ হয়েছে সর্বহারা।।'

❁❁❁

বিজয় লাভের প্রস্তুতি

বিজয় আল্লাহর নিকট থেকে আসে। কিন্তু জাতিকে বিজয় লাভের উপায়-উপকরণ প্রয়োগ করতে হয়। ফসল আল্লাহই দেন, কিন্তু বান্দাকে জমি প্রস্তুত করতে হয়, বীজ-রোপন করতে হয়, সেচ দিতে হয়। ইত্যাদি।

যে কোন সংগ্রামে জয়লাভ করতে হলে প্রধানতঃ দু'টি শক্তির একান্ত প্রয়োজন।

প্রথমতঃ ঈমানী শক্তি। আর তা হল শির্কহীন আক্বীদাহ এবং বিশেষতঃ এই বিশ্বাস যে, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ আমাদেরকে বিজয়ী করবেনই।

[كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ] (٢١) سورة المجادلة

অর্থাৎ, আল্লাহ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। *(মুজাদালাহঃ ২১)*

[إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ] (غافر:٥١)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি আমার রসূলদেরকে ও বিশ্বাসীদেরকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষিগণের দন্ডায়মান (কিয়ামত) দিনে সাহায্য করব। *(মু'মিনঃ ৫১)*

[وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ] (١٧٣) سورة الصافات

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে। *(স্বাফ্‌ফাতঃ ১৭৩)*

দ্বিতীয়তঃ বস্তুগত শক্তি। প্রচুর অর্থ চাই। আর তার জন্য যাকাত খরচের একটি খাতই রাখা হয়েছে আল্লাহর পথে সংগ্রামের। সেই অর্থ দিয়ে বিজয়লাভের এমন সাজ-সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র ও যোদ্ধা প্রস্তুত করতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করা সম্ভব। অযথেষ্ট শক্তি নিয়ে সংগ্রামে নামা যায় না। যেমন সামান্য শক্তি দিয়ে সন্ত্রাস ক'রে বিজয় লাভ হয় না।

দুটোর মধ্যে কেবল একটি শক্তির উপর নির্ভর ক'রে বিজয় আসে না, তবে আল্লাহ চাইলে তাঁর 'কুন' শব্দে বিনা যুদ্ধে বিজয় আসতে পারে, সে কথা ভিন্ন।

মহানবী ﷺ-এর কাছে যত ঈমানী শক্তি ছিল, তাঁর তুলনায় আর কারো ছিল না। তাঁর সাহাবাবর্গেরও সে শক্তি অন্যান্য মানুষের তুলনায় বিশাল ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা বস্তুগত শক্তি প্রয়োগ করেছেন। অস্ত্রশস্ত্র সাথে নিয়েছেন, লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করেছেন। আর আল্লাহ বলেছেন,

[وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ] (٦٠) سورة الأنفال

অর্থাৎ, তোমরা তাদের (মুকাবিলার) জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সুসজ্জিত অশ্ব প্রস্তুত রাখ, এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু তথা তোমাদের শত্রুকে সন্ত্রস্ত করবে এবং এ ছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ জানেন। আর আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে, তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি অত্যাচার করা হবে না। *(আনফালঃ ৬০)*

আবার কেবল বস্তুগত শক্তির উপরেও নির্ভর করলে বিজয় আসবে না। আত্মনির্ভর বা শক্তিমত্তায় অহংকারী হয়ে উঠলে মহান আল্লাহ বিজয়ের পালা বদলে দেন।

[لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ] (٢٥) سورة التوبة

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে তো বহুক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন এবং হুনাইনের যুদ্ধের দিনেও; যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তা তোমাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন ক'রে পলায়ন করেছিলে। *(তাওবাহঃ ২৫)*

মক্কা ও তায়েফের মধ্যস্থলে একটি উপত্যকার নাম হুনাইন। এখানে হাওয়াযিন এবং সাক্বীফ নামক দুই গোত্র বসবাস করত। এই উভয় গোত্রের লোকেরা তীর নিক্ষেপ কাজে বড় পটু বলে প্রসিদ্ধি ছিল। এরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সে কথা রসূল ﷺ জানতে পারলে ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে সেই গোত্র দু'টির সাথে লড়াই করার উদ্দেশ্যে 'হুনাইন' উপত্যকায় উপস্থিত হলেন। এই যুদ্ধ মক্কা বিজয়ের ১৮/১৯ দিন পর শওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। উল্লিখিত উভয় গোত্রের লোকেরা পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুতি নিয়েই ছিল। তারা বিভিন্ন ঘাঁটিতে তীরন্দাজদেরকে মোতায়েন ক'রে দিল। এদিকে মুসলিমদের মাঝে আত্মগর্ব সৃষ্টি হল যে, আজ আমরা কমসে কম সংখ্যা স্বল্পতার কারণে পরাজিত হব না। অর্থাৎ, আল্লাহর মদদ বিস্মৃত হয়ে তাঁরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যের উপর ভরসা ক'রে বসলেন। আল্লাহর নিকট এই গর্ব পছন্দ

ছিল না। পরিণামস্বরূপ যখন হাওয়াযিনের সুদক্ষ তীরন্দাজরা বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে মুসলিম বাহিনীর উপর ধারণাতীতভাবে একই সাথে তীর বর্ষণ করতে শুরু করল, তখন মুসলিম বাহিনী বিচলিত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পলায়ন শুরু করল। যুদ্ধ-ময়দানে কেবল নবী ﷺ ১০০ জনের মতো সৈন্য নিয়ে অবিচলিত থাকলেন। তিনি মুসলিমদেরকে ডাক দিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা আমার কাছে এসো। আমি হলাম আল্লাহর রসূল।' সেই সাথে তিনি এই যুদ্ধ-কবিতা পড়তে লাগলেন,

أنا النبي لا كذب ..... أنا ابن عبد المطلب

অর্থাৎ, 'আমি হলাম নবী, এটা মিথ্যা নয়। আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান।' পুনরায় তিনি আব্বাস ؓ-কে (যাঁর গলার আওয়াজ বড় উঁচু ছিল) আদেশ করলেন যে, 'মুসলিমদেরকে একত্রিত করার জন্য ডাক দাও।' অতএব তাঁর আওয়াজ শুনে মুসলিমরা লজ্জিত হলেন এবং পুনরায় ময়দানে একত্রিত হলেন। অতঃপর এমন দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করলেন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে জয়ী ক'রে দিলেন। আল্লাহর মদদ এমনভাবে এল যে, তিনি তাঁদের উপর সান্ত্বনা অবতীর্ণ করলেন; যার ফলে তাঁদের অন্তর থেকে কাফেরদের ভয় দূর হয়ে গেল। আর সেই সাথে ফিরিশ্তাদলও প্রেরণ করলেন। *(আহসানুল বায়ান)*

সংগ্রাম ক'রে বাঁচার মধ্যে জাতির প্রাণ রয়েছে। তাই আল্লাহ বলেছেন,

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ] (٢٤) سورة الأنفال

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! রসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহবান করে, যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রসূলের আহবানে সাড়া দাও এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় হন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। *(আনফাল ঃ ২৪)*

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ] (٣٥) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁর পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। *(মাইদাহ ঃ ৩৫)*

[وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ] (٦٩) العنكبوت

অর্থাৎ, যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহে পরিচালিত করব। আর আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গেই থাকেন। *(আনকাবূত ঃ ৬৯)*

'যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ,
কেহ কভু তাহাদের করেনি সম্মান।'

শত্রু-চক্রান্ত সম্বন্ধে সতর্ক থাকা

শত্রুর শত্রুতা যদি গোপনে বাড়তে থাকে এবং মুসলমান তার খবরও না রাখে, তাহলে অবশ্যই তা এমন বৃদ্ধি পাবে যে, তার বিরুদ্ধে তারা আর মাথাও তুলতে সক্ষম হবে না। শত্রু ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে যাচ্ছে, দুশমন মুসলিম-নিধনের পরিকল্পনা অব্যাহত রাখছে, ফাঁদ পেতে শিকার ক'রে কাবু করতে চাচ্ছে, আর মুসলিমরা 'আভী দিল্লী বহুত দূর হ্যায়' বলে যদি নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই অতর্কিতে হামলা ক'রে তাদেরকে পরাভূত করবে।

সজাগ জাতি বিজয় লাভে সক্ষম হয়। জিন ও মনুষ্য-শয়তানের নানা কুচক্রী দল থেকে পূর্ব থেকে সাবধান থাকলে পরাজয় আসে না। মহান আল্লাহ জাতিকে সজাগ হতে বলেন,

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعًا] (٧١) النساء

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর, অতঃপর হয় দলেদলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও অথবা এক সঙ্গে সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হও। *(নিসা ঃ ৭১)*

তিনি জাতিকে সতর্ক হতে বলেন,

[وَأَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ] (٩٢) سورة المائدة

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর অনুসরণ কর ও রসূলের অনুসরণ কর এবং সতর্ক হও। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখ যে, স্পষ্ট প্রচারই আমার রসূলের কর্তব্য। *(মাইদাহ ঃ ৯২)*

যদিও মু'মিন সরল-সহজ হয়, তবুও সময়ে তাকে কঠোর হতে হয়। তা না হলে শত্রু তার নাম-নিশানা মিটিয়ে দিতে কোন কসুর করবে না।

মু'মিন সতর্ক থাকে, সুতরাং সে একই গর্তে দ্বিতীয়বার দংশিত হয় না।
মু'মিন সতর্ক থাকে, সুতরাং তার কানার লাঠি বারবার হারায় না।
মু'মিন সতর্ক থাকে, সুতরাং সে দুধ-কলা দিয়ে কাল-সাপ পোষে না।

মু'মিন সতর্ক থাকে, সুতরাং তার ঘরের চেরাগ ঘরে আগুন লাগায় না।

মু'মিন সতর্ক থাকে, সুতরাং তার ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়ে তারই ছেলে ধরে খায় না।

মু'মিন সতর্ক থাকে, সুতরাং 'ঘরের ভাত দিয়ে শকুনি পোষে, গোয়ালের গরু টেঁকে বসে'---এমন হয় না।

মু'মিন সতর্ক থাকে, সুতরাং সে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারে না।

মু'মিন সতর্ক থাকে, সুতরাং সে খাল কেটে কুমীর আনে না।

মু'মিন সতর্ক থাকে, সুতরাং সে হ্যাঁপায় পড়ে স্রোতে ভাসে না।

মু'মিন সতর্ক থাকে, সুতরাং সে হাতির মতো দকে পড়লে বকেও ঠোকর মারে না।

মু'মিন সতর্ক থাকে, সুতরাং তার সম্মুখ দিয়ে ছুঁচ গলে না, পিছন দিয়েও হাতি গলে না।

মু'মিন সতর্ক থাকে, সুতরাং পচা শামুকে তার পা কাটে না।

মু'মিন সতর্ক থাকে, সুতরাং তাকে গাছে তুলে কেউ মই কেড়ে নিতে পারে না।

মু'মিন সতর্ক থাকে, সুতরাং তার ঘাড়ে বন্দুক রেখে কেউ শিকার করতে পারে না।

মু'মিন সতর্ক থাকে, সুতরাং সে নেচে মরে, আর বেদেয় ঝুলি ভরে না।

শত্রুর দুরভিসন্ধির ব্যাপারে সদা সজাগ থাকলে, শত্রুর গতিবিধি সর্বদা নজরায়ত্তে রাখলে পরাজয় বরণ করতে হয় না।

ধৈর্যশীলতা

সবুরে মেওয়া ফলে, সবুরে বিজয় আনে। জাতির জীবনে বহু দুঃখ-কষ্ট এসেছে। বিজাতি বহু কষ্ট দিয়েছে ও দিচ্ছে। গৃহদ্বন্দ্বেও জাতি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রয়েছে। এ সব কিছুতে ধৈর্যের প্রয়োজন আছে।

বিপদগ্রস্ত বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে তাতে সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়ার দু'টি পথ আছে, ধৈর্য এবং নামায। মহানবী ﷺ যখন কোন কঠিন বিপদে বা সমস্যায় পড়তেন, তখন নামায পড়তেন। *(আহমাদ ১/২০৬, আবূ দাঊদ ১৩১৯, নাসাঈ, মিঃশকাত ১৩২৫নং)*

আর মহান আল্লাহ জাতিকে বলেছেন,

[وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ] (٤٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এ কঠিন। *(বাক্বারাহ ঃ ৪৫)*

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ] (١٥٣) البقرة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন। *(ঐ ঃ ১৫৩)*

পরাজয় ও অসাফল্য দিয়ে মহান আল্লাহ জাতির পরীক্ষা নিতে পারেন। আর সেই পরীক্ষায় পাশ করতে প্রয়োজন আছে ধৈর্যের।

মহান আল্লাহ বলেন,

[وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ] (١٥٧)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধনপ্রাণ এবং ফলের (ফসলের) নোকসান দ্বারা পরীক্ষা করব; আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও। যারা তাদের উপর কোন বিপদ এলে বলে, 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহর এবং নিশ্চিতভাবে তারই দিকে ফিরে যাব।' এই সকল লোকের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা ও করুণা বর্ষিত হয়, আর এরাই হল সুপথগামী। *(ঐ ঃ ১৫৫-১৫৭)*

জান্নাতের পথ ততটা সহজ নয়, যতটা অনেকে ধারণা ক'রে থাকে। জান্নাতের পথ কন্টকাকীর্ণ, বিপদসঙ্কুল, মরু-কান্তার, অতি দুর্গম, বড় বন্ধুর। আর সেই পথ অতিক্রম ক'রেই জান্নাতে যেতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

[أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ] (٢١٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে; যদিও পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের অবস্থা এখনো তোমরা প্রাপ্ত হওনি? দুঃখ-দারিদ্র্য ও রোগ-বালা তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল, তারা এতদূর বিচলিত হয়েছিল যে, রসূল ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?' জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। *(বাক্বারাহ ঃ ২১৪)*

[أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ]

অর্থাৎ, তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা না জানছেন! *(আলে ইমরান ঃ ১৪২)*

[أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ] (٣) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি' এ কথা বললেই ওদেরকে পরীক্ষা না ক'রে ছেড়ে দেওয়া হবে? আমি অবশ্যই এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। *(আনকাবূত ঃ ২-৩)*

ঈমানের সাথে জিহাদ এবং তাতে ধৈর্যের বলেই লাভ হবে ইহ-পরকালের বিজয়। মহান আল্লাহ বলেন,

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١١) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ](١٣) سورة الصف

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান বলে দেব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে রক্ষা করবে? (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ তোমাদের পাপরাশিকে ক্ষমা ক'রে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত এবং (প্রবেশ করাবেন) স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহা সাফল্য। আর তিনি তোমাদেরকে দান করবেন বাঞ্ছিত আরো একটি অনুগ্রহ; আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। আর বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দাও। *(স্বাফ ঃ ১০-১৩)*

মহান আল্লাহর আদেশ পালনে ধৈর্য, তাঁর নিষেধ পালনে ধৈর্য এবং তাঁর লিখিত তকদীরের বালা-মসীবতের উপর ধৈর্য না ধরলে মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহান আল্লাহ এমন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ সম্বন্ধে বলেন,

[وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ] (١١) سورة الحج

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধার সাথে; তার কোন মঙ্গল হলে তাতে সে প্রশান্তি লাভ করে এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়; সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইহকালে ও পরকালে; এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি। *(হাজ্জ ঃ ১১)*

ধৈর্যশীলতা মহান আল্লাহর একটি মহাদান। যে ধৈর্যশীলতার তরবারি দ্বারা বিপদ ও অসাফল্যের মুন্ডু কেটে ফেলা যায়। ধৈর্য ধারণ করলে সৌভাগ্য ও সুখ লাভ হয়। মহানবী ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, যাকে ফিতনা থেকে দূরে রাখা হল, সে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, যাকে ফিতনা থেকে দূরে রাখা হল। আর সে ব্যক্তিও সৌভাগ্যবান, যাকে ফিতনায় ফেলা হল, কিন্তু তাতে সে ধৈর্যধারণ করল।" *(আবূ দাঊদ)*

রাজার অত্যাচারে ধৈর্যধারণও জাতির বৃহত্তর সুখ বজায় থাকার উপায়। নচেৎ রাজদ্রোহিতায় আছে চরম অসাফল্য ও দুঃখ। আর সে জন্যই শরীয়তের বিধানে প্রকাশ্য কুফরী না দেখা পর্যন্ত এবং প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয় না হওয়া পর্যন্ত বিদ্রোহ করা বৈধ নয়।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার নেতাকে কোন অপছন্দনীয় কর্মে লিপ্ত দেখবে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে।" *(আস-সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম ১১০১ নং)*

উবাদাহ বিন স্বামেত কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তোমার কষ্ট ও আনন্দের সময়, পছন্দ ও অপছন্দের সময়, (রাজা) তোমার উপর আর কাউকে অগ্রাধিকার দিলে, তোমার ধন-সম্পদ হরণ করে নিলে এবং তোমার পিঠে চাবুক মারলেও তুমি তাঁর কথা মেনে চল এবং আনুগত্য কর।" *(আস্ সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম ১০২৬ নং)*

উবাদাহ বিন স্বামেত আরো বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট থেকে আমাদের খুশী ও কষ্টের বিষয়ে, স্বস্তি ও অস্বস্তির বিষয়ে এবং আমাদের অগ্রাধিকার নষ্ট হলেও আনুগত্য ও আদেশ পালনের উপর এবং ক্ষমতাসীন শাসকের বিদ্রোহ না করার উপর বায়আত (প্রতিশ্রুতি) গ্রহণ করেছেন। বলেছেন, "তবে হ্যাঁ, যদি তোমরা প্রকাশ্য কুফরী হতে দেখ, যাতে তোমাদের নিকট আল্লাহর তরফ থেকে কোন দলীল বর্তমান থাকে (তাহলে বিদ্রোহ করতে পার)।" *(বুখারী + মুসলিম)*

একদা আম্র বিন আস ﷛-এর সামনে মুস্তাওরিদ কুরাশী বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "কিয়ামত সংঘটিত হবার সময় রোমান (ইউরোপীয়)দের সংখ্যা বেশী হবে।" হযরত আম্র ﷛ মুস্তাওরিদকে বললেন, 'কী বলছেন খেয়াল ক'রে দেখুন!' তিনি বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ যা বলেছেন, তা বলতে আমার বাধা কিসের?'

তখন আম্র ﷛ বললেন, 'যদি তা সত্য হয়, তাহলে তা রোমানদের ৪টি স্বভাব-গুণের কারণে হবে। প্রথমতঃ ফিতনার সময়ে সকল মানুষের চেয়ে ওরাই বেশী সহ্যশীল। দ্বিতীয়তঃ বিপদের পর ওরাই অধিক শীঘ্র নিজেদেরকে সামলে নিতে পারে। আর এইভাবে ৪টি স্বভাব তিনি উল্লেখ করলেন এবং আরো একটি অধিক বললেন। *(মুসলিম ২৮৯৮-নং)*

উলামাগণ বলেন, আম্র বিন আসের উক্ত কথার উদ্দেশ্য কাফের নাসারা রোমানদের প্রশংসা করা নয়। বরং তাঁর উদ্দেশ্য মুসলিমদেরকে এই কথা জানানো যে, কিয়ামত অবধি তারা অবশিষ্ট থাকবে এবং তারাই সংখ্যাগুরু হবে। আর তার কারণ, তারা ফিতনার সময় সকলের চেয়ে অধিক সহ্য ক'রে থাকে। সহনশীলতার সাথে পরিস্থিতির গতিবিধি লক্ষ্য করে এবং অনুকূল ও প্রতিকূল নির্ণয় করে অনুকূলের পক্ষ অবলম্বন করে। যাতে তাদের জান-মালের কোন ক্ষতি না হয়।

বিজয়ের জন্য কেবল বলই নয়, কলেরও প্রয়োজন। সাফল্যের জন্য কেবল জোশই নয়, হুঁশেরও প্রয়োজন। আর এ সবে চাই ধৈর্যশীলতা, সহনশীলতা, ধীরতা, স্থিরতা ও গম্ভীরতা। দুশমনদের ষড়যন্ত্রের মুকাবিলায় চাই তাক্বওয়া ও ধৈর্য।

মহান আল্লাহ বলেন,

[إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ] (١٢٠) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যদি তোমাদের কোন মঙ্গল হয়, তাহলে তারা নাখোশ হয়, আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা খোশ হয়। যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং সাবধান হয়ে চল, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে, নিশ্চয় তা আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে। *(আলে ইমরান ঃ ১২০)*

অর্থ-সম্পদের সদ্ব্যবহার

মুসলিমদের পরাজয়ের কারণ অর্থাভাব নয়। কারণ এ উম্মাহর কাছে অর্থের ভান্ডার আছে। যে জিনিসের অভাব আছে, তা হল সঠিকভাবে সেই অর্থকে কাজে লাগাবার কৌশল।

মুসলিমদের বিজয়ের জন্য ভরসা পার্থিব কোন উপায়-উপকরণ নয়। তবে তারও প্রয়োজন আছে। তকদীর ও তদবীর উভয়ই এক সাথে কাজ করলে তবেই জাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতার গগনে বিজয়ের সূর্য উদিত হয়।

জাতির লোকেরা যদি নিজ নিজ ধন-মালে ঠিকমতো আল্লাহর হক আদায় করত, তাহলে তাদের কেউ দুর্বল ও দরিদ্র থাকত না। তাদের কেউ খাদ্যের অভাবে নিজের স্বভাব নষ্ট করত না। ভাতের জন্য জাত পরিবর্তন করত না। যে ঘরে 'অভাব' থাকে, সে ঘরে 'ভাব' থাকে না। অভাব থাকলে ভাবনায় ঘেরে। আর ভাবনাগ্রস্তদের পরাজয় সুনিশ্চিত।

সুতরাং জাতি যদি নিজেদের অভাব মোচন ক'রে স্বভাব সংশোধন করতে পারত, যথাস্থানে ধন-ব্যয় ক'রে নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারত, তাহলে সাফল্য ও বিজয়ের চাঁদমুখ দর্শন করত।

যাদের মালে যাকাত ফরয, তারা যাকাত আদায় করে না।

যাদের ফসলে ওশর ফরয, তারা ওশর আদায় করে না।

অনেকে সূদ খেয়ে বড়লোক হলেও অধিকাংশ মানুষ সূদ দিয়ে দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে।

এমতাবস্থায় জাতি তার ভাঙ্গা মেরুদন্ড নিয়ে কীভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে?

অর্থলোভে বিকিয়ে যাচ্ছে জাতির বড় বড় মাথা।

অর্থাভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে জাতির বড় বড় প্রতিভা।

যাদেরকে নিয়ে জাতির ভবিষ্যৎ তারা চলে যাচ্ছে বিজাতির ছত্রছায়ায়। তারা সেখানে অর্থ পাচ্ছে, মর্যাদা পাচ্ছে।

অনেক চিন্তাবিদ, দার্শনিক, বিজ্ঞানী দূরে সরে যাচ্ছে দ্বীন থেকে বেদ্বীন হয়ে, তারাও আশ্রয় পাচ্ছে বিজাতির কাছে।

জাতির নেতৃত্বে অর্থের যথাযোগ্য প্রয়োগ নেই। জাতির সম্পদের যথার্থ হিফাযত নেই।

যেখানে খরচ করা প্রয়োজন, সেখানে কার্পণ্য। আর যেখানে খরচ করা নিষ্প্রয়োজন, সেখানে অপব্যয় ও অপচয়।

এই যদি জাতির অবস্থা হয়, তাহলে কি সাফল্য ও বিজয়ের প্রভাত তার রাজ্যে উদয় হবে?

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বান্দার পা সরবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, তার আয়ু কী কাজে ব্যয় করেছে, তার ইল্ম দ্বারা কী আমল করেছে, তার সম্পদ কোথা হতে অর্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে, তার দেহ কোথায় ধ্বংস করেছে?---এসব সম্পর্কে। *(তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৭৩০০নং)*

ইতিহাস অধ্যয়ন

জাতির উচিত, ইতিহাস অধ্যয়ন করা। কারণ, 'ইতিহাস সব কিছুর শিক্ষা দেয়, এমন কি ভবিষ্যতেরও।' 'যে জাতির ইতিহাস নেই, সে জাতি মৃত।'

ইতিহাসের গুরুত্ব আছে বলেই মহান আল্লাহ কত জাতির ইতিহাস বর্ণনা করেছেন কুরআনে। ইতিহাসের সেই কাহিনী বর্ণনা করতেও বলেছেন তিনি।

[فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ] (١٧٦) سورة الأعراف

অর্থাৎ, তুমি কাহিনী বিবৃত কর, যাতে তারা চিন্তা করে। *(আ'রাফঃ ১৭৬)*

আর তার উপকারিতা বর্ণনা ক'রে তিনি বলেছেন,

[لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ] (١١١) يوسف

অর্থাৎ, তাদের কাহিনীতে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা। *(ইউসুফঃ ১১১)*

সুতরাং আমাদের উচিত, ইতিহাস মন্থন ক'রে শিক্ষা ও উপদেশের মণি-মুক্তা উদ্ধার করা।

বিশেষ ক'রে ইসলামী ইতিহাস পড়লে হিম্মত উঁচু হয়, উৎসাহ বৃদ্ধি পায়, হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার স্পৃহা জাগরিত হয়, বিজয়ের ইতিহাস পড়ে বিজয়ের আশা মনে প্রবল হয়।

ইতিহাস পঠনে দুর্বল মন সবল হয়, শত্রুর নানা চক্রান্ত সম্বন্ধে ওয়াকেফ-হাল হওয়া যায়। কত অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

'হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে,
মুখর দিনের চপলতা-মাঝে স্থির হয়ে তুমি রও।
হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে কথা কও, কথা কও।'

(দ্বিতীয় অধ্যায়)

পরাজয়ের কারণসমূহ

ঈমানী দুর্বলতা

ঈমানী দুর্বলতা জাতির পরাজয়ের সবচেয়ে বড় কারণ।

যেহেতু ঈমানী দুর্বলতা থাকলে আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা থাকবে না। আল্লাহর প্রতি আশা ও নির্ভরশীলতা থাকবে না। নিরাশা ও হতাশার অন্ধকারে পথ খুঁজে বেড়াবে। আর তখন সে হিম্মত হেরে যাবে। উৎসাহ ও সাহস হারিয়ে ফেলবে। বিপদে অধৈর্য হবে। কাকের ডাক শুনে কাজে পিছপা হবে। ভাঙা হাঁড়ি দেখে কাজে অগ্রসর হতে বাধা পাবে!

ঈমান দুর্বল হলে অন্যায়ে প্রতিবাদ করতে পারবে না। সৎ কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দিতে পারবে না। ব্যক্তিত্ব দুর্বল হয়ে পড়বে। সুতরাং নিজের কাছেই সে হেরে যাবে।

যে জাতির মনে পরকালের বিশ্বাস দুর্বল আছে, যে জাতির সন্দেহ আছে যে, তার কবর ও কিয়ামতে হিসাব হবে, সে জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে যতই উন্নত হোক, সে জাতি আসল বিজয় লাভ করতে পারবে না। এমন জাতি সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

[يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ] (٧) سورة الروم

অর্থাৎ, ওরা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, অথচ পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে ওরা উদাসীন। *(রূমঃ ৭)*

[بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ] (٦٦)

অর্থাৎ, বরং পরলোক সম্পর্কে তো ওদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়েছে; বরং ওরা তো এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ, বরং এ বিষয়ে ওরা অন্ধ। *(নামলঃ ৬৬)*

আর এমন লোকেরা কোনদিন সফল নয়। প্রকৃত সফল জাতি সেই জাতি, যে ইহ-পরকালে সফল।

আল্লাহর আইন অবজ্ঞা করা

জাতির বহু সদস্য ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আল্লাহর আইনকে অবজ্ঞা করে, এ যুগে অচল ভাবে, যুগোপযোগী নয় ধারণা করে। ধারণা করে, বর্তমান আধুনিক সমাজে মানুষের মনগড়া আইন বেশী ভাল। ফলে সে চিরন্তন আইনকে না নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করে, না সামাজিক জীবনে, আর না

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। নিজেদের ঈমানী দুর্বলতার ফলে আল্লাহর আইনের উপর আস্থা রাখতে পারে না। ফলে সে আইনকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেয় না। অথবা কোন কোন অংশে চালু থাকলেও সবার উপরে তা বলবৎ করে না।

অনেকে মূর্খতাবশতঃ ধারণা করে যে, ইসলামী আইনে নারীর অধিকার রক্ষা করা হয়নি।

অনেকে অজ্ঞানতাবশতঃ মনে করে যে, ইসলামী আইনে অমুসলিমদের অধিকার রক্ষা করা হয়নি।

অনেকে ভুল ধারণাবশতঃ মনে করে যে, ইসলামী আইনে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য ন্যায়পরায়ণতা নেই।

অনেকে না জেনে মন্তব্য করে যে, ইসলামী আইনে মানবাধিকার লংঘন হয়।

অথচ তারা জানে না যে, মানবের সৃষ্টিকর্তাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক (আহকামুল হাকেমীন)। মহান আল্লাহ বলেন,

[أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ] (٥٠) المائدة

অর্থাৎ, তবে কি তারা প্রাগ-ইসলামী (জাহেলী) যুগের বিচার-ব্যবস্থা পেতে চায়? খাঁটি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর? *(মাইদাহঃ ৫০)*

সুতরাং মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য এ ঈমান জরুরী যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের চাইতে বেশী ন্যায়পরায়ণ আর অন্য কেউ হতে পারে না। যে আল্লাহ বলেন,

[إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ] (النحل:٩٠)

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন। *(নাহলঃ ৯০)*

[إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ] (النساء:٥٨)

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার-কার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। *(নিসাঃ ৫৮)*

যে রসূল ﷺ বলেন,

وَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ.

অর্থাৎ, যদি আমি ইনসাফ না করি, তাহলে আর কে ইনসাফ করবে? *(বুখারী, মুসলিম ২৫০৫নং)*

সে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ-এর বিধানে অন্যায় ও অবিচার থাকতে পারে? এ বিচারে ইনসাফ না থাকলে, দুনিয়ার অন্য কোন বিচারে ইনসাফ নেই। এ বিধানে মানবাধিকার সুরক্ষিত না হলে, বিশ্বের অন্য কোন বিধানে মানবাধিকার সুরক্ষিত নয়।

আসলে যে নেতারা নিজেদের জীবনেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে না, তারা তাদের রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করতে তো ভয় করবেই। অপরাধী কোনদিন পুলিশ পছন্দ করে না। নিজেরা অপরাধী বলেই ইসলামী-শাসনকে তাদের ভয় লাগে। যারা দুর্নীতি ও নৈরাজ্যে দেশকে জ্বালিয়ে রাখে, তারা আল্লাহর আইন চাইবে কেন?

তাছাড়া নেতা তো জনগণ বানায়। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যেমন হবে, আইন তেমন হবে। আধুনিক বিশ্বে সেই মতোই চলতে হবে। নচেৎ কুরসীর পায়া ভেঙ্গে যাবে। গণতন্ত্রের আধুনিক মন্ত্রে সৃষ্টিকর্তার আইনের স্থান নেই। আর স্থান করতে গেলে গদিতে নিজের স্থান হারিয়ে যাবে। সুতরাং 'জয় হোক গণতন্ত্রের, অক্ষয় হোক আমার গদি। রাজনীতিতে ধর্মের স্থান নেই।'

যে মানবেরা নিজেদের মানবতা রক্ষা করে না, তারা আবার মানবাধিকার দাবী করে! কোন মানবকে যদি তার অমানবতার শাস্তি দেওয়া হয়, তাতেও কি মানবাধিকার লংঘন হয়? অবশ্য তাতে যদি সীমালংঘন হয়, তাহলে অধিকার লংঘন হতে পারে। কিন্তু ইলাহী বিধানে কোন সীমালংঘন নেই।

পক্ষান্তরে শাসন ইসলামী হলেও বিচারে আমীর-গরীবে পার্থক্য করলে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, চুরির অপরাধে অপরাধিণী মাখযূম গোত্রের একজন মহিলার ব্যাপার কুরাইশ বংশের লোকেদের খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। সাহাবীগণ বললেন, 'ওর ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গে কে কথা বলতে পারবে?' তাঁরা বললেন, 'রসূল ﷺ-এর প্রিয়পাত্র উসামা ইবনে যায়েদ ছাড়া কেউ এ সাহস পাবে না।' সুতরাং উসামা রসূল ﷺ-এর সঙ্গে কথা বললেন। তিনি বলে উঠলেন, "তুমি আল্লাহর এক দণ্ডবিধান (প্রয়োগ না করার) ব্যাপারে সুপারিশ করছ?" পরক্ষণেই তিনি দাঁড়িয়ে খুৎবাহ দিলেন এবং বললেন, "(হে লোক সকল!) নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের লোকেরা এ জন্য ধ্বংস হয়েছিল যে, যখন তাদের কোন সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন তাদের কোন দুর্বল লোক চুরি করত, তখন তার উপর শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ করত।

আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাতও কেটে দিতাম।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

তাগূতী বিধান দ্বারা মুসলিমরা দেশ শাসন করলে তাদের মাঝে গৃহদ্বন্দ্ব লেগে থাকবে। আর গৃহদ্বন্দ্বের ফিতনা ধ্বংস ছাড়া আর কী?

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "হে মুহাজিরদল! পাঁচটি কর্ম এমন রয়েছে যাতে তোমরা লিপ্ত হয়ে পড়লে (উপযুক্ত শাস্তি তোমাদেরকে গ্রাস করবে)। আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই, যাতে তোমরা তা প্রত্যক্ষ না কর।

(১) যখনই কোন জাতির মধ্যে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ্যভাবে ব্যাপক হবে, তখনই সেই জাতির মধ্যে প্লেগ এবং এমন মহামারী ব্যাপক হবে যা তাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে ছিল না।

(২) যে জাতিই মাপ ও ওজনে কম দেবে, সে জাতিই দুর্ভিক্ষ, কঠিন খাদ্য-সংকট এবং শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের শিকার হবে।

(৩) যে জাতিই তার মালের যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে, সে জাতির জন্যই আকাশ হতে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যদি অন্যান্য প্রাণীকুল না থাকত, তাহলে তাদের জন্য আদৌ বৃষ্টি হত না।

(৪) যে জাতি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, সে জাতির উপরেই তাদের বিজাতীয় শত্রুদলকে ক্ষমতাসীন করা হবে; যারা তাদের মালিকানা-ভুক্ত বহু ধন-সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করবে।

(৫) যে জাতির শাসকগোষ্ঠী যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর কিতাব (বিধান) অনুযায়ী দেশ শাসন করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের মাঝে গৃহদ্বন্দ্ব অবস্থায়ী রাখবেন।" *(বাইহাকী, ইবনে মাজাহ ৪০১৯নং, সহীহ তারগীব ৭৫৯নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি কী কী?' তিনি বললেন, "(১) যে জাতিই (আল্লাহর) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, সেই জাতির উপরেই তাদের শত্রুকে ক্ষমতাসীন করা হবে।

(২) যে জাতিই আল্লাহর অবতীর্ণকৃত সংবিধান ছাড়া অন্য দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, সেই জাতির মাঝেই দরিদ্রতা ব্যাপক হবে।

(৩) যে জাতির মাঝে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ পাবে, সে জাতির মাঝেই মৃত্যু ব্যাপক হবে।

(৪) যে জাতিই যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে, সেই জাতির জন্যই বৃষ্টি বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে।

(৫) যে জাতি দাঁড়ি-মারা শুরু করবে, সে জাতি ফসল থেকে বঞ্চিত হবে এবং দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৭৬০নং)*

ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা-কল্পে নয়, বরং তাগূতী আইন চালু করার জন্য আজ মুসলমান নিজেদের জান-মাল বিলিয়ে দিচ্ছে। যে জাতির জীবন আল্লাহর দেওয়া, যার জীবন ছিল কেবল আল্লাহরই জন্য, তাতে কেউ শরীক ছিল না। আল্লাহ বলেন,

[قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ] (١٦٣) سورة الأنعام

অর্থাৎ, বল, 'নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার উপাসনা (কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মরণ, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোন অংশী নেই এবং আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি। আর আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের মধ্যে আমিই প্রথম।' *(আনআম ঃ ১৬২-১৬৩)*

সে জাতি নিজের জীবন তাগূতের জন্য উৎসর্গ করছে। যে জাতিকে বিজাতির সাথে অন্তরঙ্গতা করতে নিষেধ করা হয়েছিল, সেই জাতিই অপরকে গদ্দিনশীন করার জন্য নিজেদের যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিচ্ছে। সুতরাং জাতির পরাজয়ই কি অনিবার্য ভাগ্য নয়?

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা

আমভাবে বলা যায় যে, বিভিন্ন জাতির একমাত্র ধ্বংসের কারণ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ। আমরা যদি প্রত্যেক ধ্বংসগ্রস্ত জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রে দেখি, তাহলে সেটাই দেখতে পাব।

[كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (١٢) وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ (١٣) وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ] (١٤) ق

অর্থাৎ, তাদের পূর্বেও মিথ্যাজ্ঞান করেছিল নূহ এর সম্প্রদায়, রাস্‌ ও সামূদ সম্প্রদায়, আ'দ, ফিরআউন ও লূত সম্প্রদায় এবং আয়কার অধিবাসী ও তুব্বা' সম্প্রদায়, তারা সবাই রসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, ফলে তাদের উপর আমার শাস্তির প্রতিশ্রুতি সত্য হয়েছে। *(ক্বাফ ঃ ১২-১৪)*

যেমন নূহ ﷺ-এর জাতির ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

"অবশ্যই আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম এবং সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (কেবল) আল্লাহর উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন (সত্যিকার) উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করছি।' তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলেছিল, 'আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে দেখছি।' সে

বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন বিভ্রান্তি নেই, আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের (প্রেরিত) একজন রসূল। আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি এবং তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি। আর তোমরা যা জান না, আমি তা আল্লাহর নিকট হতে জানি। তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে এবং যাতে তোমরা সাবধান হও ও অনুকম্পা লাভ করতে পার?' অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে। ফলে তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল, আমি তাদেরকে উদ্ধার করি। আর যারা আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাদেরকে (তুফানে) নিমজ্জিত করি। নিশ্চয় তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়।" *(আ'রাফ ঃ ৫৯-৬৪)*

হূদ ﷺ-এর জাতি আ'দের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

"আ'দ জাতির নিকট ওদের ভ্রাতা হূদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (কেবল) আল্লাহর উপাসনা কর। তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্যিকার) উপাস্য নেই, তোমরা কি সাবধান হবে না?' তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ যারা অবিশ্বাস করেছিল, তারা বলেছিল, 'আমরা তো দেখছি তুমি একজন নির্বোধ এবং তোমাকে আমরা তো একজন মিথ্যাবাদী মনে করি।' সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নই আমি তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের (প্রেরিত) একজন রসূল। আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টা (বা হিতাকাঙ্ক্ষী)। তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে? স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে নূহের সম্প্রদায়ের পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে অবয়ব ও শক্তিতে (অন্য লোক অপেক্ষা অধিকতর) সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।' তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এ উদ্দেশ্যে এসেছে যে, আমরা যেন শুধু আল্লাহর উপাসনা করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যার উপাসনা করত, তা বর্জন করি? সুতরাং তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে (আযাবের) ভয় দেখাচ্ছ, তা আনয়ন কর।' হূদ বলল, 'তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদের উপর নির্ধারিত হয়েই আছে, তবে কি তোমরা আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও এমন কতকগুলি

নাম সম্বন্ধে, যার নামকরণ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষেরা করেছে এবং সে সম্বন্ধে আল্লাহ কোন সনদ পাঠাননি? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।' অতঃপর তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে আমার দয়াতে উদ্ধার করেছিলাম এবং আমার নিদর্শনসমূহকে যারা মিথ্যা মনে করেছিল এবং যারা অবিশ্বাসী ছিল, তাদেরকে নির্মূল করেছিলাম।" *(ঐঃ ৬৫-৭২)*

স্বালেহ ﷺ-এর জাতি সামূদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

"সামূদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা স্বালেহকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (কেবল) আল্লাহর উপাসনা কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন (সত্যিকার) উপাস্য নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালক হতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে। এটি আল্লাহর উটনী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। এটিকে আল্লাহর জমিতে চরে খেতে দাও এবং এটিকে কোন ক্লেশ দিও না; দিলে তোমাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হবে। স্মরণ কর, আ'দ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা নম্র ভূমিতে প্রাসাদ এবং পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছ। সুতরাং আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিও না।' তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানেরা দুর্বল বিশ্বাসীদেরকে বলল, 'তোমরা কি জান যে, স্বালেহ আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত?' তারা বলল, 'তার প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে, আমরা তাতে বিশ্বাসী।' দাম্ভিকেরা বলল, 'তোমরা যা বিশ্বাস কর, আমরা তা অবিশ্বাস করি।' অতঃপর তারা সেই উটনীকে বধ করল এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করল এবং বলল, 'হে স্বালেহ! তুমি রসূল হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ, তা আনয়ন কর।' অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল, ফলে তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় ধ্বংস হয়ে গেল। তারপর সে তাদের নিকট হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা তো (হিতাকাঙ্ক্ষী) উপদেষ্টাদেরকে পছন্দ কর না।" *(ঐঃ ৭৩-৭৯)*

লূত ﷺ-এর জাতির ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

"আমি লূতকেও পাঠিয়েছিলাম, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা এমন কুকর্ম করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি। তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের নিকট গমন কর, তোমরা তো

সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।' উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, 'এদের (লূত এবং তার সঙ্গীদের)কে জনপদ হতে বহিষ্কৃত কর। এরা তো এমন লোক যারা পবিত্র থাকতে চায়।' অতঃপর তার স্ত্রী ব্যতীত তাকে ও তার পরিজনবর্গকে রক্ষা করেছিলাম। তার স্ত্রী ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূত। তাদের উপর মুষলধারে পাথর-বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা লক্ষ্য কর।" *(ঐঃ ৮০-৮৪)*

শুআইব ﷺ-এর জাতি মাদ্য়ানবাসীদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

"মাদ্য়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শুআইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (কেবল) আল্লাহর উপাসনা কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন (সত্যিকার) উপাস্য নেই। অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালক হতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন সঠিকভাবে দাও; লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে শান্তি-স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটিও না। তোমরা বিশ্বাসী হলে তোমাদের জন্য এটিই কল্যাণকর। আর তোমরা এই উদ্দেশ্যে পথে পথে বসে থেকো না যে, তোমরা বিশ্বাসিগণকে ভীতি প্রদর্শন করবে, আল্লাহর পথে তাদেরকে বাধা দেবে এবং ওতে বক্রতা (দোষ-ত্রুটি) অনুসন্ধান করবে। স্মরণ কর, তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। আর বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কিরূপ ছিল তা লক্ষ্য কর। আমি যা দিয়ে (আল্লাহর পক্ষ হতে) প্রেরিত হয়েছি, তাতে যদি তোমাদের একটি দল বিশ্বাস করে এবং একটি দল বিশ্বাস না করে, তাহলে তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে ফায়সালা ক'রে দেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী।' তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানগণ বলল, 'আমাদের ধর্মে তোমাদেরকে ধর্মান্তরিত হতেই হবে। অন্যথা হে শুআইব! তোমাকে ও তোমার সাথে যারা বিশ্বাস করেছে, তাদেরকে অবশ্যই আমাদের জনপদ হতে বহিষ্কৃত করব।' সে বলল, 'আমরা অনিচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও কি? তোমাদের ধর্মাদর্শ হতে আল্লাহ আমাদেরকে উদ্ধার করার পর যদি আমরা ওতে ফিরে যাই, তাহলে তো আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করব। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা না করলে আর তাতে ফিরে যাওয়া আমাদের কাজ নয়। সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত। আমরা আল্লাহর প্রতি নির্ভর করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে ফায়সালা করে দাও এবং তুমিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী।'

আর তার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী (নেতা)গণ বলল, 'তোমরা যদি শুআইবকে অনুসরণ কর, তাহলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল, ফলে তারা নিজগৃহে উপুড় অবস্থায় ধ্বংস হয়ে গেল। মনে হল শুআইবকে যারা মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, তারা যেন কখনো সেখানে বসবাসই করেনি। শুআইবকে যারা মিথ্যা ভেবেছিল, তারাই ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। সে তাদের হতে মুখ ফিরাল এবং বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার প্রতিপালকের সমাচার তো আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছি। সুতরাং আমি এক অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য কী ক'রে আক্ষেপ করি?'' *(ঐ ঃ ৮৫-৯৩)*

আর মূসা ﵇-এর ইতিহাস তো বড় লম্বা। তাঁর জাতির কথাই কুরআনে বেশি উল্লেখ করা হয়েছে। এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ مِنْ الْكَاذِبِينَ (٣٨) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لاَيُرْجَعُونَ (٣٩) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ (٤٠) القصص

অর্থাৎ, ফিরআউন বলল, 'হে পারিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য আছে বলে জানি না! হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং এক সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর; হয়তো আমি এতে মূসার উপাস্যকে উঁকি মেরে দেখতে পারি। তবে আমি অবশ্যই মনে করি সে মিথ্যাবাদী।' ফিরআউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল এবং ওরা মনে করেছিল যে, ওরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না। অতএব আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও ক'রে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। সুতরাং দেখ, সীমালংঘনকারীদের পরিণাম কী ছিল! *(ক্বাস্বাস ঃ ৩৮-৪০)*

আমভাবে মহান আল্লাহ বলেন,

"আমি কোন জনপদে নবী পাঠালে ওর অধিবাসীবৃন্দকে দুঃখ ও ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করি, যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে। অতঃপর আমি (তাদের) অকল্যাণকে কল্যাণ দ্বারা পরিবর্তিত করি, অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে, 'আমাদের পূর্বপুরুষগণও তো (অনুরূপ) সুখ-দুঃখ ভোগ করেছে।' ফলে তাদেরকে আমি এমন অতর্কিতভাবে পাকড়াও করি যে, তারা টের পর্যন্ত পেল না। আর যদি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ বিশ্বাস করত ও সাবধান হত, তাহলে তাদের জন্য আমি

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ-দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা মনে করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তবে কি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে রাত্রিকালে, যখন তারা থাকবে ঘুমে মগ্ন ? অথবা জনপদের অধিবাসীবৃন্দ কি ভয় করে না যে, আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে দিনের প্রথম ভাগে, যখন তারা থাকবে খেলায় মত্ত? তারা কি আল্লাহর চক্রান্তের ভয় রাখে না? বস্তুতঃ ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহর চক্রান্ত হতে নিরাপদ বোধ করে না। কোন দেশের অধিবাসীর ধ্বংসের পর যারা ওর উত্তরাধিকারী হয়েছে, তাদের নিকট এটা কি প্রতীয়মান হয়নি যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদের পাপের দরুন তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি এবং তাদের হৃদয় মোহর ক'রে দিতে পারি; ফলে তারা শুনবে না। এই জনপদের কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বিবৃত করছি ঃ তাদের রসূলগণ তো তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিল; কিন্তু যা তারা পূর্বে মিথ্যা মনে করেছিল, তাতে তারা আর বিশ্বাস করবার ছিল না। এভাবে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের হৃদয়ে সীল মেরে দেন।'' *(আ'রাফ ঃ ৯৪-১০১)*

যে সকল জাতিকে মহান আল্লাহ ধ্বংস করেছেন, তাদের ধ্বংসের কারণ বর্ণনা ক'রে জ্ঞানীদেরকে সাবধান করেন এবং তার দ্বারা উপদেশ গ্রহণ ক'রে সতর্ক হতে বলেন,

[وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُكْراً (٨) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً (٩) أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا اللهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً] (١٠) الطلاق

অর্থাৎ, কত জনপদ দম্ভভরে তাদের প্রতিপালকের ও তাঁর রসূলদের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, ফলে আমি তাদের নিকট হতে কঠোর হিসাব নিয়েছিলাম এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম কঠিন শাস্তি। অতঃপর তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করল, আর ক্ষতিই ছিল তাদের কর্মের পরিণাম। আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, হে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন উপদেশ। *(ত্বালাক্ব ঃ ৮-১০)*

তারা দুর্ধর্ষ ও দোর্দন্ডপ্রতাপ থাকা সত্ত্বেও মহাপরাক্রমশালী প্রতিপালক তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। সে কথা তিনি সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর নবী ﷺ-কে বলেছেন,

﴿أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِي (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٢) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ (١٤)

অর্থাৎ, তুমি কি দেখ নি, তোমার প্রতিপালক আ'দ জাতির সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন; সুদীর্ঘ দেহের অধিকারী ইরাম গোত্রের সাথে? যার সমতুল্য জাতি অন্য কোন দেশে সৃষ্টি হয়নি এবং সামূদ জাতির সাথে? যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল? এবং বহু সৈন্য শিবিরের অধিপতি ফিরাউনের সাথে? যারা দেশের মধ্যে উদ্ধত আচরণ করেছিল। অনন্তর সেখানে তারা বিপর্যয় বৃদ্ধি করেছিল। ফলে তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির চাবুক হানলেন। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সময়ের প্রতীক্ষায় থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। *(ফাজ্র ঃ ৬-১৪)*

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিভিন্ন প্রকার বিরুদ্ধাচরণের ফলে জাতির জীবনে বিভিন্ন প্রকার অভিশাপ ও আযাব নামে, সে কথা হাদীসে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "হে মুহাজিরদল! পাঁচটি কর্ম এমন রয়েছে যাতে তোমরা লিপ্ত হয়ে পড়লে (উপযুক্ত শাস্তি তোমাদেরকে গ্রাস করবে)। আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই, যাতে তোমরা তা প্রত্যক্ষ না কর।

যখনই কোন জাতির মধ্যে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ্যভাবে ব্যাপক হবে, তখনই সেই জাতির মধ্যে প্লেগ এবং এমন মহামারী ব্যাপক হবে---যা তাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে ছিল না।

যে জাতিই মাপ ও ওজনে কম দেবে, সে জাতিই দুর্ভিক্ষ, কঠিন খাদ্য-সংকট এবং শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের শিকার হবে।

যে জাতিই তার মালের যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে, সে জাতির জন্যই আকাশ হতে বৃষ্টি বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে। যদি অন্যান্য প্রাণীকুল না থাকত, তাহলে তাদের জন্য আদৌ বৃষ্টি হত না।

যে জাতি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, সে জাতির উপরেই তাদের বিজাতীয় শত্রুদলকে ক্ষমতাসীন করা হবে; যারা তাদের মালিকানা-ভুক্ত বহু ধন-সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করবে।

আর যে জাতির শাসকগোষ্ঠী যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর কিতাব (বিধান) অনুযায়ী দেশ শাসন করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের মাঝে গৃহদ্বন্দ্ব অবস্থায়ী রাখবেন।" *(বাইহাকী, ইবনে মাজাহ ৪০১৯নং, সহীহ তারগীব ৭৫৯নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি কী কী?' তিনি বললেন, "যে জাতিই (আল্লাহর) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, সেই জাতির উপরেই তাদের শত্রুকে ক্ষমতাসীন করা হবে। যে জাতিই আল্লাহর অবতীর্ণকৃত সংবিধান ছাড়া অন্য দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, সেই জাতির মাঝেই দরিদ্রতা ব্যাপক হবে। যে জাতির মাঝে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ পাবে, সে জাতির মাঝেই মৃত্যু ব্যাপক হবে। যে জাতিই যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে, সেই জাতির জন্যই বৃষ্টি বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে। যে জাতি দাঁড়ি-মারা শুরু করবে, সে জাতি ফসল থেকে বঞ্চিত হবে এবং দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৭৬০নং)*

যাকাত না দেওয়া

যাকাত ইসলামের দ্বিতীয় রুক্ন। মুসলিম জাতির অর্থ-সামাজিক অবস্থা এই যাকাতের সাথে সম্পৃক্ত। গরীব, দুঃখী, এতীম, বিধবা প্রভৃতি মানুষের অন্ন-সংস্থান হয় এই যাকাত থেকে। ইসলামের জিহাদ চলে মুসলিমদের যাকাতের মাল দিয়ে। সেই যাকাত যদি বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়, তাহলে ফসলে পানি বন্ধ ক'রে দেওয়ার মতোই অবস্থা হয়। গরীব মানুষরা অসহায় হয়ে পড়ে, অনেকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক'রে জীবন-ধারণ করে, অনেক মহিলা পেটের দায়ে বেশ্যাবৃত্তির পথ বেছে নেয়। অনেকে অপরাধের পথ বেছে নিয়ে সমাজের মানুষের উপর অত্যাচার চালায়। সমাজের অনেক নিরীহ মানুষের হালাল উপায়ে উপার্জিত হাতের লোকমা কেড়ে খায়।

যাকাত বন্ধ করলে জিহাদ বন্ধ হয়ে যায়। বাঁচার তাকীদে শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে।

তাই যাকাত বন্ধ করলে মহান সৃষ্টিকর্তাও জাতিকে শাস্তি দেন। অনাবৃষ্টি এসে জাতিকে গ্রাস করে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, ".....যে জাতিই তার মালের যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে, সে জাতির জন্যই আকাশ হতে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যদি অন্যান্য প্রাণীকুল না থাকত, তাহলে তাদের জন্য আদৌ বৃষ্টি হত না।" *(বাইহাকী, ইবনে মাজাহ ৪০১৯নং, সহীহ তারগীব ৭৫৯নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে জাতিই যাকাত প্রদানে বিরত থেকেছে, সে জাতিকেই আল্লাহ দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত করেছেন।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব, হাকেম, বাইহাকীও অনুরূপ, সহীহ তারগীব ৭৫৮নং)*

আর পরকালের শাস্তি তো আছেই। মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-মাল দান করেছেন কিন্তু সে ব্যক্তি তার সেই ধন-মালের যাকাত আদায় করে না কিয়ামতের দিন তা (আযাবের) জন্য তার সমস্ত ধন-মালকে একটি মাথায় টাক পড়া (অতি বিষাক্ত) সাপের আকৃতি দান করা হবে; যার চোখের উপর দু'টি কালো দাগ থাকবে। সেই সাপকে বেড়ির মত তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সে তার উভয় কশে ধারণ (দংশন) করে বলবে, 'আমি তোমার মাল, আমি তোমার সেই সঞ্চিত ধনভান্ডার।' এরপর নবী ﷺ এই আয়াত পাঠ করলেন,

﴿وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ آل عمران

অর্থাৎ, আল্লাহর দানকৃত অনুগ্রহে (ধন-মালে) যারা কৃপণতা করে, সে কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে বেড়ি বানিয়ে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় পরানো হবে। *(আ-লে ইমরান ঃ ১৮০) (বুখারী ১৪০৩নং, নাসাঈ)*

অবাধ্যাচরণ ও পাপাচার

জাতির ধ্বংসের একটি প্রধান কারণ পাপাচার। মহান আল্লাহর এক নাম 'আল-হালীম' এবং আরো এক নাম 'আস-স্বাবূর' যার অর্থ চরম সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল। তিনি অহরহ বান্দার পাপাচরণ দেখেও সহ্য ক'রে নেন। যেহেতু তিনি হিসাব ও শাস্তি দেওয়ার নির্দিষ্ট একটা দিন রেখেছেন। তিনি বলেছেন,

[وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا] (٥٨) سورة الكهف

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান। তাদের কৃতকর্মের জন্য তিনি তাদেরকে পাকড়াও করলে তিনি তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন; কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত; যা হতে তাদের কোন আশ্রয়স্থল নেই। *(কাহফ ঃ ৫৮)*

তিনি আরো বলেছেন,

[وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ] (٦١) سورة النحل

অর্থাৎ, আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের সীমালংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন, তাহলে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন; অতঃপর যখন তাদের সময় আসে, তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব অথবা অগ্রগামী করতে পারে না। *(নাহল ঃ ৬১)*

কিন্তু অনেক সময় মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি কারেন্ট্ শাস্তি প্রেরণ করেন। দুনিয়ার বুকেই পাপীকে শায়েস্তা করেন। তিনি বলেন,

[أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ]

অর্থাৎ, তারা কি লক্ষ্য করে না যে, তারা প্রতি বছর একবার বা দু'বার কোন না কোন বিপদে পতিত হয়ে থাকে? তবুও তারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণও করে না। *(তাওবাহ ঃ ১২৬)*

[ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ] (٤١) سورة الروم

অর্থাৎ, মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে; যাতে ওদের কোন কোন কর্মের শাস্তি ওদেরকে আস্বাদন করানো হয়। যাতে ওরা (সৎপথে) ফিরে আসে। *(রূম ঃ ৪১)*

[وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ] (٣٠) الشورى

অর্থাৎ, তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে, তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা ক'রে দেন। *(শূরা ঃ ৩০)*

পাপাচার যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন তার শাস্তি এসে পড়ে বিলম্বে অথবা অবিলম্বে। এ কথার সাক্ষ্য রয়েছে ইতিহাসে। আল-কুরআনে বহু এমন জাতির ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে, যারা তাদের পাপাচরণের কারণে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٥٢) ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٥٣) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ (٥٤)

অর্থাৎ, ফিরআউনের বংশধর ও তাদের পূর্ববর্তিগণের অভ্যাসের ন্যায় এরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের পাপের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেন। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, শাস্তিদানে কঠোর। এ এজন্য যে, আল্লাহ কোন সম্প্রদায়কে যে সম্পদ দান করেন, তিনি তা (ধ্বংস দিয়ে) পরিবর্তন করেন না; যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আর নিশ্চিত আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ফিরআউনের বংশধর ও তাদের পূর্ববর্তিগণের অভ্যাসের ন্যায় এরা এদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে। তাদের পাপের জন্য আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফিরআউনের বংশধরকে (সমুদ্রে) নিমজ্জিত করেছি। আর তারা সকলেই ছিল অত্যাচারী। *(আনফাল ঃ ৫২-৫৪)*

[وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (١٦) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا] (١٧) سورة الإسراء

অর্থাৎ, যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন ওর সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদেরকে (সৎকর্ম করতে) আদেশ করি, অতঃপর তারা সেথায় অসৎকর্ম করে; ফলে ওর প্রতি দন্ডাজ্ঞা ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় এবং ওটাকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি। নূহের পর আমি কত মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি। তোমার প্রতিপালকই তাঁর দাসদের পাপাচরণের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ১৬-১৭)*

উহুদের দিন সৈন্য-বিন্যাস করার সময় নবী ﷺ ৫০ জন তীরন্দাজ সাহাবাকে পিছনের এক ছোট্ট পাহাড়ে পাহারা দিতে আদেশ করলেন, যাতে শত্রুপক্ষ পিছন দিক থেকে আক্রমণ না ক'রে বসে। তাঁদেরকে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, যুদ্ধে হার-জিত যাই-বা হোক, তাঁরা যেন কোন অবস্থাতেই ঘাঁটি না ছাড়েন। কিন্তু যুদ্ধের প্রথম দিকে মুসলিম বাহিনীর বিজয় পরিলক্ষিত হলে তাঁরা নববী নির্দেশ লংঘন করলে পিছন থেকে কাফেররা পাল্টা আক্রমণ চালায়। ফলে মুসলিমগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন। সুতরাং শত্রু পিছন থেকে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়। আঘাতে তাঁর নিচের চোয়ালের ডান দিকের (ঠিক মাঝের পার্শ্ববর্তী) দুটি দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং তাঁর কপাল বিক্ষত হয়। চোট লাগে তাঁর চেহারায়। গালের উপরি অংশে শিরস্ত্রাণের দুটি কড়া ঢুকে যায়।। তা দাঁত দিয়ে তুলতে গিয়ে আবূ উবাইদা ؓ-এর মাঝের দাঁত দুটি ভেঙ্গে যায়। মুসলিম বাহিনীর ৭০ জন লোক শহীদ হন। তাঁদের মধ্যে আল্লাহর সিংহ (মহানবী

ﷺ-এর চাচা) হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব ؓ অন্যতম। শত্রুপক্ষ (হিন্দ) তাঁর কলিজা বের ক'রে দাঁতে চিবিয়ে রাগ মিটায়!

মহান আল্লাহ সেদিনকার সেই বিজয়ের পর পরাজয়ের মর্মান্তিক ফলাফল ও তার কারণ উল্লেখ করেছেন কুরআনে। তিনি বলেছেন,

[وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ] (١٥٢)

অর্থাৎ, আর আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন, যখন তোমরা তাদেরকে আল্লাহর নির্দেশক্রমে হত্যা করছিলে। অবশেষে যখন তোমরা সাহস হারিয়েছিলে এবং (রসূলের) নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছিলে এবং যা তোমরা পছন্দ কর তা (বিজয়) তোমাদেরকে দেখানোর পরে তোমরা অবাধ্য হয়েছিলে (তখন বিজয় রহিত হল)। তোমাদের কতক লোক ইহকাল কামনা করেছিল এবং কতক লোক পরকাল কামনা করেছিল। অতঃপর তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তিনি তোমাদেরকে তাদের মোকাবেলায় পশ্চাতে ফিরিয়ে দিলেন। তবুও (কিন্তু) তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহশীল। *(আলে ইমরান ঃ ১৫২)*

এইভাবেই অবাধ্যাচরণ অধোগতি আনয়ন করে এবং বিজয়কে পরাজয়ে পরিবর্তন করে।

রসূল ﷺ-এর অবাধ্যাচরণ মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এ ঘোষণা দিয়েছেন মহান আল্লাহ,

[فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ] (٦٣)

অর্থাৎ, সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। *(নূর ঃ ৬৩)*

মহান আল্লাহ অতি সহিষ্ণু হলেও তিনি মহা পরাক্রমশালী ও প্রতাপশালী। তিনি পাপাচরণের ফলে আযাব ও গযব অবতীর্ণ করতে পারেন। সর্বাবস্থায় না হলেও তাঁর হিকমত ও ইচ্ছা অনুযায়ী কোন কোন অবস্থায় গযব অবতীর্ণ ক'রে থাকেন।

মুসলিম উম্মাহর মাঝে আজ কত পাপাচারী! কত আল্লাহদ্রোহী ও রসূল-বিদ্বেষী! কত দুনিয়াদার ও দ্বীনত্যাগী! এতদ্‌সত্ত্বেও সেই উম্মাহ কি উন্নতির স্বপ্ন দেখে?

জাতির সমাজ-ব্যবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সেখানে সাপ এড়িয়ে পথ চলা সহজ, কিন্তু পাপ এড়িয়ে পথ চলা কঠিন। তাই মানুষ পদে পদে পাপ করে। গর্বের সাথে পাপ করে। পাপ করা যেন একটি কৃতিত্বে পরিণত হয়েছে। তাইতো সমাজের অলি-গলিতে পাপের পসার বসেছে। পাপের বন্যায় মানুষ হাবুডুবু খাচ্ছে। পাপ-দক্ষতায় মানুষ প্রতিযোগিতা করছে!

আর মানুষ যত গোপনেই পাপ করুক না কেন, তার শাস্তি সে প্রকাশ্যেই পায়। ইহকালে শাস্তি পেলে যথোপযুক্ত শাস্তি পেয়ে যায়। অবশ্য তাতে পরকালের শাস্তি মকুব হয়ে যায় না।

কারেন্ট্ শাস্তিরূপে মানুষ পায় অবাধ্য স্ত্রী-সন্তান। এক যুবক একজন অভিজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'জাহান্নাম কেমন?' অভিজ্ঞ বললেন, 'তুমি বিয়ে করেছ?' সে বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'বিয়ে কর, তাহলে জাহান্নাম দেখতে পাবে!'

পাপের বাজার এত সরগরম যে, মদ, গান-বাজনা ও নাচ-ব্যভিচারে সমাজ পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে। সমাজ-সভ্যতায় যেন ফ্যাশানের মর্যাদা লাভ করেছে এমন পাপাচার। আর আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই আমার উম্মতের মাঝে (কিছু লোককে) মাটি ধসিয়ে, পাথর বর্ষণ করে এবং আকার বিকৃত করে (ধ্বংস করা) হবে। আর এ শাস্তি তখন আসবে, যখন তারা মদ পান করবে, নর্তকী রাখবে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাবে।" *(সহীহুল জামে' ৩৬৬৫, ৫৪৬৭ নং)*

শির্ক

শির্ক মুশরিকদের ক্ষতি করে না, যেহেতু এটা তাদের প্রতি আল্লাহর দেওয়া পার্থিব ঢিল। তাদেরকে ঢিল দেওয়া হয়েছে, তারা উন্নত হবে। কিন্তু পরকালে তারা শাস্তি পাবে। ইহকালেও কিছু পেতে পারে। আল্লাহ বলেন,

[وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ] (١٧٨) سورة آل عمران

অর্থাৎ, অবিশ্বাসিগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমি তাদেরকে যে সুযোগ দিয়েছি, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বস্তুতঃ আমি তাদেরকে এ জন্য সুযোগ দিয়েছি যে, যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়। আর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। *(আলে ইমরান ঃ ১৭৮)*

পক্ষান্তরে তওহীদবাদী মুসলিমদের মাঝে শির্ক তাদের ধ্বংসের কারণ। যে জাতির মাঝে শির্ক থাকে, সে জাতির মাঝে নিরাপত্তা বিলীন হয়ে যায়। শঙ্কা-ভীতি তার নিত্যকার সাথী হয়। আল্লাহর আযাব ও গযবের উপযুক্ত

হয় তার কর্ম। মহান আল্লাহ তওহীদের ইমাম ইব্রাহীম ﷺ-এর উক্তি আল-কুরআনে উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন,

[وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٨١) الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ] (٨٢) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তোমরা যাকে আল্লাহর অংশী কর, আমি তাকে কিরূপে ভয় করব? অথচ তোমরা ভয় কর না যে, তোমরা আল্লাহর সাথে এমন কিছুকে শরীক ক'রে চলছ, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদের নিকট কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। সুতরাং যদি তোমরা জান (তাহলে বল), দু'দলের মধ্যে কোন্ দলটি নিরাপত্তালাভের অধিকারী?' যারা বিশ্বাস করেছে এবং তাদের বিশ্বাসকে যুলুম (শির্ক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত। *(আনআম ঃ ৮১-৮২)*

তিনি মুশরিকদের বাস্তব পরিস্থিতি উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

[وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ] (٣١) سورة الحج

অর্থাৎ, যে কেউ আল্লাহর শরীক করে (তার অবস্থা) সে যেন আকাশ হতে পড়ল, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। *(হাজ্জ ঃ ৩১)*

যেমন বড় বড় পাখি ছোট কোন জীবকে অত্যন্ত দ্রুত ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, বা বাতাস কিছুকে উড়িয়ে নিয়ে দূরে কোথাও নিক্ষেপ করে এবং যার কোন হদিস পাওয়া যায় না; উক্ত দুই অবস্থাতেই মৃত্যু অবধারিত। ঠিক অনুরূপ যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে, সে সুস্থ প্রকৃতি ও আন্তরিক পবিত্রতার দিক দিয়ে পবিত্রতা ও নির্মলতার এক উচ্চাসনে আসীন হয়। কিন্তু যখনই সে শির্কের পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখনই সে নিজেকে উঁচু হতে একদম নীচে, পবিত্রতা হতে অপবিত্রতায় এবং নির্মলতা হতে কর্দম ও পঙ্কিলতায় নিক্ষেপ করে।

শির্ক মানুষকে মানসিক পরাজয় ও আতঙ্কগ্রস্ত করে। আর যার মনে ভয় থাকে, সে কি আর বিজয়ী বীর হতে পারে?

মহান আল্লাহ বলেন,

[سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ] (١٥١) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যারা অবিশ্বাস করে তাদের হৃদয়ে আমি ভীতির সঞ্চার করব, যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করেছে; যার সপক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। জাহান্নাম হবে তাদের নিবাস। আর অনাচারীদের আবাসস্থল অতি নিকৃষ্ট! *(আলে ইমরান ঃ ১৫১)*

যে জাতির মাঝে মূর্তিপূজা, অথবা জীবিত বা মৃত মানুষ কিংবা তার ছবি পূজা, কবর বা মাযার পূজা, তাগূত বা শক্তিপূজা হয়, সে জাতি কি ধ্বংসের উপযুক্ত নয়?

মাটির নিচে কবরে রেখে পূজা অথবা প্রতিমূর্তি বানিয়ে বেদির উপর রেখে পূজার মাঝে আর কতটুকুই বা পার্থক্য আছে? দুর্গাপূজা ও দর্গাপূজার মাঝে কেবল একটি স্বরচিহ্নের পার্থক্য আছে।

মাযারে বাৎসরিক মেলার আয়োজন ক'রে, নজর-নিয়ায ও কুরবানী পেশ ক'রে শির্কের যে ধুম জাতির মাঝে প্রচলিত রয়েছে, তাতে কি তার অভ্যুদয়ের কোন আশা করা যেতে পারে?

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ মৃত্যুশয্যায় শয়নাবস্থায় বলে গেছেন, "আল্লাহ ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে অভিশাপ (ও ধ্বংস) করুন। কারণ তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ (সিজদার স্থান) বানিয়ে নিয়েছে।" *(বুখারী, মুসলিম ৫২৯নং, নাসাঈ)*

এ জাতির মুশরিকরা বলে, "আমরা তো সমাধিস্থ বুযুর্গকে 'খোদা' বলে মানি না।"

মক্কার মুশরিকরাও তাদের দেবতাগুলিকে 'খোদা' বলে মানত না। তারা যে কারণে তাদের পূজা করত, সে কারণ কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে,

[وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ] (١٨) سورة يونس

অর্থাৎ, তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা করে, যা তাদের কোন অপকারও করতে পারে না এবং কোন উপকারও করতে পারে না। অথচ তারা বলে, এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বলে দাও, 'তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ, যা তিনি অবগত

নন, না আকাশসমূহে, আর না পৃথিবীতে? তিনি পবিত্র এবং তারা যে অংশী করে, তা হতে তিনি উর্ধ্বে।' *(ইউনুস ঃ ১৮)*

[أَلَا للهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ] (٣) سورة الزمر

অর্থাৎ, জেনে রাখ, খাঁটি আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে, 'আমরা এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে।' ওরা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে, আল্লাহ তার ফায়সালা ক'রে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না, যে মিথ্যাবাদী অবিশ্বাসী। *(যুমার ঃ ৩)*

তাহলে সে যুগের মুশরিক এবং এ যুগের কালেমা-ওয়ালা মুশরিকের মাঝে কোন পার্থক্য থাকল কি?

হ্যাঁ, পার্থক্য আছে একটি অতিরিক্ত বিষয়ে। আর তা হল এই যে, সে যুগের মুশরিকরা কেবল সুখের সময় শির্ক করত, কিন্তু দুঃখ ও বিপদের সময় কেবল আল্লাহকে ডাকত। আর এ যুগের মুশরিকরা সুখে-দুঃখে সব সময়ই শির্ক করে!

শির্ক হল বড় ফিতনা। আর যে জাতির মধ্যে ফিতনা থাকে, সে জাতি কি কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে? মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ للهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ] (١٩٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা (অশান্তি, শির্ক বা ধর্মদ্রোহিতা) দূর হয়ে আল্লাহর দ্বীন (ধর্ম) প্রতিষ্ঠিত না হয়, কিন্তু যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তবে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ছাড়া (অন্য কারো বিরুদ্ধে) আক্রমণ করা চলবে না। *(বাক্বারাহ ঃ ১৯৩)*

[وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ] (١٩١) سورة البقرة

অর্থাৎ, ফিতনা (অশান্তি, শির্ক বা ধর্মদ্রোহিতা) হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর। *(ঐ ঃ ১৯১)*

শির্ক মানবতার অপমান। শির্ক থাকতে কি মানব-সমাজের সার্বিক কল্যাণ লাভ হতে পারে?

যুলুম-অত্যাচার

অত্যাচার সমাজে অন্যতম পাপাচার। এই পাপাচারও যখন তুঙ্গে ওঠে, ধ্বংস তখন অনিবার্যরূপে সমাজের ভাগ্যে পরিণত হয়। মহান আল্লাহ সে কথা কুরআনে বলেছেন,

[وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ] (١٣) سورة يونس

অর্থাৎ, আমি অবশ্যই তোমাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস ক'রে দিয়েছি, যখন তারা সীমালংঘন করেছিল। তাদের নিকট তাদের রসূলগণও প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল; কিন্তু তারা বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। আমি অপরাধীদেরকে এইরূপেই শাস্তি দিয়ে থাকি। *(ইউনুসঃ ১৩)*

[وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا] (٥٩) سورة الكهف

অর্থাৎ, ঐসব জনপদ; তাদের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করেছিলাম, যখন তারা যুলুম করেছিল এবং তাদের ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ। *(কাহফঃ ৫৯)*

[ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاء وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ] (٩) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, অতঃপর আমি তাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম, সুতরাং আমি তাদেরকে এবং যাদেরকে ইচ্ছা রক্ষা করলাম। আর সীমালংঘনকারীদেরকে ধ্বংস করলাম। *(আম্বিয়াঃ ৯)*

[فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ] (٤٥) سورة الحج

অর্থাৎ, আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যেগুলির বাসিন্দা ছিল যালেম, এসব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও। *(হাজ্জঃ ৪৫)*

[أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ] (٣٧)

অর্থাৎ, ওরা কি শ্রেষ্ঠ, না তুব্বা' সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা; আমি ওদেরকে ধ্বংস করেছিলাম, নিশ্চয় ওরা ছিল অপরাধী। *(দুখানঃ ৩৭)*

[وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاء فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ] (٨) سورة الشورى

অর্থাৎ, আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষকে একই জাতিভুক্ত (একই মতাদর্শের অনুসারী) করতে পারতেন; কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী ক'রে থাকেন। আর সীমালংঘনকারী (যালেম)দের কোন অভিভাবক নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই। *(শূরাঃ ৮)*

এ কথা বিদিত যে, মহান প্রতিপালক অত্যাচারীর সাহায্য করেন না। বরং তিনি অত্যাচারিতের সাহায্য ক'রে থাকেন। অত্যাচারিত ব্যক্তি দুআ করলে আল্লাহ বলেন, 'আমার ইজ্জতের কসম! আমি তোমাকে সাহায্য করবই, যদিও কিছু পরে।" *(সঃ তারগীব ২২৩০নং)*

অত্যাচারিতের দুআ ও আল্লাহর মাঝে কোন অন্তরাল নেই। সুতরাং অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বদ্দুআর কান্নারোল ও নয়নাশ্রু তার জন্য তুফান ও বন্যা হয়ে ধ্বংস আনয়ন করে।

যুলুম থাকলে বিজয় লাভ সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ যালেম মুসলিম রাজ্যকে ধ্বংস করেন এবং ন্যায়পরায়ণ কাফের রাজ্যকে রক্ষা করেন।

বলাই বাহুল্য যে, উম্মাহর মাঝে অন্যায়, অত্যাচার ও যুলুমবাজি আছে বলেই পরাজয় তার দুর্ভাগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, শরীয়তে আমভাবে যুলুম বলতে ৩ প্রকার যুলুমকে বুঝানো হয়।

১। আল্লাহর প্রতি যুলুম। আর তা হয় তার সাথে কাউকে শরীক করার মাধ্যমে। এ যুলুম কিন্তু সবচেয়ে বড় যুলুম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ] (١٣) سورة لقمان

অর্থাৎ, আল্লাহর অংশী করা তো চরম অন্যায়। *(লুক্বমানঃ ১৩)*

২। বান্দার নিজের প্রতি যুলুম। আর তা হয় নানা পাপ করার মাধ্যমে।

৩। বান্দার অপরের প্রতি যুলুম। আর তা হয় অপরের প্রতি অত্যাচার ও অন্যায় ব্যবহার করার মাধ্যমে। অন্যায়ভাবে অপরের ধন-সম্পদ কুক্ষিগত ক'রে, অপরের অধিকার নষ্ট ক'রে, অপরকে হক থেকে বঞ্চিত ক'রে, অপরকে কষ্ট দিয়ে যে অত্যাচার করা হয়, তাতে উম্মতের প্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়।

এক মরুবাসী (বেদুঈন) লোকের কাছে মহানবী ﷺ কিছু খেজুর ধার নিয়েছিলেন। সে তাঁর নিকট নিজের পাওনা আদায় করতে এসে তাঁকে কটু কথা শুনাতে লাগল। এমনকি সে তাঁকে বলল, 'আপনি আমার ঋণ পরিশোধ না করলে, আমি আপনাকে মুশকিলে ফেলব!' এ কথা শুনে সাহাবাগণ তাকে ধমক দিলেন ও বললেন, 'আরে বেআদব! জান তুমি কার সাথে কথা বলছ?' লোকটি বলল, 'আমি আমার হক আদায় চাচ্ছি।'

মহানবী ﷺ বললেন, "তোমরা হকদারের সঙ্গ দিলে না কেন?" অতঃপর তিনি খাওলাহ বিন্তে কাইসের নিকট বলে পাঠালেন যে, "যদি তোমার কাছে খেজুর থাকে, তাহলে আমাকে ধার দাও। অতঃপর আমাদের খেজুর এলে তোমাকে পরিশোধ করে দেব।" খাওলাহ বললেন, 'অবশ্যই দোব। আমার আব্বা আপনার জন্য কুরবান হোক, হে আল্লাহর রসূল!' অতঃপর তিনি খেজুর দিলে মহানবী ﷺ লোকটির ঋণ পরিশোধ করলেন এবং আরো কিছু বেশী খেতে দিলেন। লোকটি বলল, 'আপনি আমার হক পূরণ করলেন, আল্লাহ আপনার হক পূরণ করুক।' মহানবী ﷺ বললেন, "ওরাই হল ভাল লোক, (যারা সুন্দরভাবে ঋণ পরিশোধ করে।) সে জাতি পবিত্র হবে না (বা না হোক), যে জাতির দুর্বল ব্যক্তি নিজ অধিকার অনায়াসে আদায় না করতে পেরেছে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪২৬, বায়যার, ত্বাবারানী, আবূ য়্যা'লা, সহীহুল জামে' ২৪২১ নং)*

সে জাতি কি সভ্য হতে পারে, যে জাতির দুর্বলরা চিরদিন সবলদের পদতলে পিষ্ট হয়? কক্ষনই না। দুর্বলদের ঘাড়ে পা রেখে যে জাতি উন্নত হতে চায়, সে জাতি অনুন্নত।

নবী ﷺ তাঁর সুমহান প্রভু হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আল্লাহ) বলেন, "হে আমার বান্দারা! আমি অত্যাচারকে আমার নিজের জন্য হারাম করে দিয়েছি এবং আমি তা তোমাদের মাঝেও হারাম করলাম। সুতরাং তোমরাও একে অপরের প্রতি অত্যাচার করো না। *(মুসলিম)*

আপাততঃ অত্যাচারী গায়ে বাতাস লাগিয়ে বেড়ালেও শাস্তি তার অবধার্য। সোর্স ও ঘুসের জোরে বেঁচে গেলেও একদিন সে ধরা পড়বেই। আর তখন সে রক্ষা পাবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অত্যাচারীকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন তিনি তাকে পাকড়াও করেন, তখন তাকে ছাড়েন না।" তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন,

[وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ] (১০২)

অর্থাৎ, "তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও এরূপই হয়ে থাকে। যখন তিনি অত্যাচারী জনপদকে পাকড়াও ক'রে থাকেন। নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও কঠিন যন্ত্রণাদায়ক।" *(সূরা হূদ ১০২ আয়াত, বুখারী-মুসলিম)*

অত্যাচার করা যেমন পাপ, তেমনি কারো প্রতি অত্যাচার হতে দেখে চুপ থাকাও পাপ। অত্যাচারী ও অত্যাচারিতকে সাহায্য না করাও পাপ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক অথবা অত্যাচারিত।" আনাস ﵁ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! অত্যাচারিতকে সাহায্য করার বিষয়টি তো বুঝলাম; কিন্তু অত্যাচারীকে

কিভাবে সাহায্য করব?' তিনি বললেন, "তুমি তাকে অত্যাচার করা হতে বাধা দেবে, তাহলেই তাকে সাহায্য করা হবে।" *(বুখারী)*

আবূ বাক্র সিদ্দীক ﵁ বলেন, 'হে লোক সকল! তোমরা এই আয়াত পড়ছ, "হে মু'মিনগণ! তোমাদের আত্মরক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" *(সূরা মায়েদাহ ১০৫ আয়াত)* কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যখন লোকেরা অত্যাচারীকে (অত্যাচার করতে) দেখবে এবং তার হাত ধরে না নেবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে (আমভাবে) তার শাস্তির কবলে নিয়ে নেবেন।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ)*

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ]

অর্থাৎ, তোমরা সেই ফিতনাকে ভয় কর, যা বিশেষ ক'রে তোমাদের মধ্যে যারা অত্যাচারী কেবল তাদেরই ক্লিষ্ট করবে না এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। *(আনফাল ঃ ২৫)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি নিজ বাতিলের মাধ্যমে হককে খন্ডন ক'রে কোন যালেমকে সাহায্য করে, সে ব্যক্তির নিকট থেকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দায়িত্ব উঠে যায়।" *(সহীহুল জামে' ৬০৪৮/১নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি বিবাদের সময় অন্যায় দ্বারা অথবা কোন অত্যাচারীকে সাহায্য করে, সে ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রোষে অবস্থান করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা থেকে বিরত না হয়।" *(ইবনে মাজাহ ২৩২০, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬০৪৯নং)*

ন্যায়ের জন্য যারা যুদ্ধ করে, তারা অন্যায়কে সাহায্য করে না। অন্যায়ের সাথে আপোসও করে না। নচেৎ যে অত্যাচারে কোন প্রকার সহযোগিতা করে, সেও একজন অত্যাচারী।

আইনের মাধ্যমে অত্যাচার করার চাইতে বড় অত্যাচার আর নেই। সে অত্যাচারে কেউ বাধা দিতে পারে না। রক্ষক হয়ে যদি কেউ ভক্ষক হয়, তাহলে আর কে রক্ষা করবে? বাঘে ধান খেলে কে তাকে তাড়াবে?

অত্যাচারী মানুষ সবশেষে একাকী হয়ে যায়। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সকলে তার চারিপাশ থেকে দূরে সরে যায়। পরিশেষে তার পরিণতি পরাজয় ছাড়া আর কী?

যুলুম করার ফলে বহু জনপদ ধ্বংস হয়েছে। আল্লাহর আযাব এসে যালেমদেরকে নিশ্চিহ্ন করেছে। আযাবে পতিত হয়ে তারা নিজেরাই তাদের ভুল স্বীকার করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

[فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا إِلاَّ أَن قَالُواْ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ] (٥) سورة الأعراف

অর্থাৎ, যখন আমার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল, তখন তাদের কথা শুধু এটিই ছিল যে, নিশ্চয় আমরা সীমালংঘন করেছি। *(আ'রাফ ঃ ৫)*

[وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً آخَرِينَ * فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ * لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ * قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ * فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً خَامِدِينَ] (الأنبياء:١١-١٥)

অর্থাৎ, আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি। যার অধিবাসীরা সীমালংঘনকারী ছিল এবং তাদের পরে অপর জাতি সৃষ্টি করেছি। অতঃপর যখন ওরা আমার শাস্তির কথা অনুভব করল, তখনই ওরা জনপদ হতে পলায়ন করতে লাগল। (ওদের বলা হয়েছিল,) 'তোমরা পলায়ন করো না এবং তোমাদের ভোগ-সম্ভারের নিকট ও তোমাদের আবাস গৃহে ফিরে এসো; যাতে এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।' ওরা বলল, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা ছিলাম সীমালংঘনকারী।' আমি ওদেরকে কাটা শস্য ও নিভানো আগুনের মত না করা পর্যন্ত ওদের এ আর্তনাদ স্তব্ধ হয়নি। *(আম্বিয়া ঃ ১১-১৫)*

দুর্বলদের প্রতি যুলুমের একটি অংশ মহিলাদের প্রতি যুলুম করা। মহিলা স্বভাবতঃ দুর্বল, তাই বলে তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার প্রতি অত্যাচার করা বৈধ নয়। তাকে তার ন্যায্য অধিকার ও প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা বৈধ নয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "হে আল্লাহ! আমি লোকদেরকে দুই শ্রেণীর দুর্বল মানুষের অধিকার সম্বন্ধে পাপাচারিতার ভীতিপ্রদর্শন করছি; এতীম ও নারী।" *(নাসায়ী)*

মহিলাকে তার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। যেহেতু শিক্ষা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয।

মহিলাকে তার মীরাস থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

মহিলাকে তার সেই কর্মক্ষেত্রে চাকরি করতে বাধা দেওয়া যাবে না, যেখানে তার নারীত্ব ও সতীত্ব বজায় থাকে।

মহিলাকে এমন কাজে বাধ্য করা যাবে না, যাতে তার নারীত্বে ও সতীত্বে ক্ষতি হতে পারে।

মহিলাকে দ্বীন-চর্চা করতে ও মসজিদ যেতে বাধা দেওয়া যাবে না।

মহিলাকে পণ্য-দ্রব্যের প্রচার-লেবেল হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

মহিলাকে দেহ-ব্যবসায় বাধ্য করা যাবে না।

মহিলাকে বেপর্দা ক'রে ফ্রি-সেক্সের বাজারে ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

মহিলাকে বাড়ির ভিতর অর্গলবদ্ধ ক'রে রাখা যাবে না।

মহিলাকে সেবা-দাসীরূপে ব্যবহার করা যাবে না।

বিদায় হজ্জে নবী ﷺ সর্বপ্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করলেন এবং উপদেশ দান ও নসীহত করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "শোনো! তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। কেননা, তারা তোমাদের নিকট কয়েদী। তোমরা তাদের নিকটে এ (শয্যা-সঙ্গিনী হওয়া, নিজের সতীত্ব রক্ষা করা এবং তোমাদের মালের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি) ছাড়া অন্য কোনও জিনিসের অধিকার রাখ না। হ্যাঁ, সে যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতার কাজ করে (তাহলে তোমরা তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাখ)। সুতরাং তারা যদি এমন কাজ করে, তবে তাদেরকে বিছানায় আলাদা ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে মার। কিন্তু সে মার যেন যন্ত্রণাদায়ক না হয়। অতঃপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। মনে রাখ, তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে, অনুরূপ তোমাদের উপর তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে। তোমাদের অধিকার হল, তারা যেন তোমাদের বিছানায় ঐ সব লোককে আসতে না দেয়, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ কর এবং তারা যেন ঐ সব লোককে তোমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করার অনুমতি না দেয়, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ কর। আর শোনো! তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তাদেরকে ভালোরূপে খেতে-পরতে দেবে।" *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)*

যুলুম বা অন্যায় হল কোন জিনিসকে তার সঠিক স্থান না দেওয়া। সুতরাং যেমন কোন জিনিসকে তার চাইতে নিম্নমানের স্থানে রাখা অন্যায়, তেমনি তার চাইতে উচ্চ স্থানে রাখাও অন্যায়। নারীকে ইসলাম যথার্থ মর্যাদা দিয়েছে, তা বলে তাকে সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান-সমান মর্যাদা দেয়নি। সৃষ্টিকর্তার এ বিধানের খেলাপ করলেও জাতি অধঃপতনের দিকে গড়িয়ে যায়।

আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট যখন এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যবাসীরা তাদের রাজক্ষমতা কেসরা (রাজ) কন্যার হাতে তুলে দিয়েছে, তখন তিনি

বললেন, “সে জাতি কোন দিন সফলকাম হতে পারে না, যে জাতি তাদের শাসন ক্ষমতা একজন নারীর হাতে তুলে দেয়।” *(বুখারী ৪৪২৫নং)*

পুরুষের সমান অধিকার দেয়নি বলে মহিলার মান কমে যায় না। মহিলার মান ও মর্যাদা থাকবে রাজ-রানী ও রাজ-মাতা হয়ে। আর মাতার অধিকার পিতা অপেক্ষা তিনগুণ বেশি।

ব্যভিচার

জেনা-ব্যভিচার, বিবাহ-বহির্ভূত অবৈধ সম্পর্কে যৌন-মিলন জাতির অধঃপতনের একটি কারণ। চারিত্রিক এই অবক্ষয়কে যদিও পাশ্চাত্যে নারী-স্বাধীনতার নামে বড় সভ্যতা মনে করা হয়, আসলে কিন্তু তা প্রগতির নামে দুর্গতি। নারী-স্বাধীনতার নামে যৌন-স্বাধীনতাই সেখানকার সমাজে সমাদৃত। অবশ্যই তারা সভ্য সমাজের লোক নয়। ইসলাম যে সভ্যতা আনয়ন করেছে, যৌন-লাঞ্ছনার হাত থেকে উদ্ধার ক'রে নারীকে যে মর্যাদা দিয়েছে, তারা নারী-স্বাধীনতায় তা পায়নি। দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের চরম উন্মাদনায় তারা নারীকে গাড়ি বানিয়ে অর্থ উপার্জন করছে। ইচ্ছামতো ভোগ করছে নারী-দেহ। নারীকে ভোগের বস্তু তারাই ক'রে রেখেছে। ফলে তাদের সমাজ ব্যভিচারের বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। অবশ্য তাদের ভাষায় 'ব্যভিচার' বলে কিছু নেই। যেহেতু বৈধ-অবৈধ সব মিলনই তাদের কাছে সহবাস।

বেশ্যাবৃত্তি তাদের কাছে ঘৃণ্য নয়। কারণ বেশ্যারা 'বেশ্যা' নয়, যৌনকর্মী!

রক্ষিতা শব্দও তাদের ভাষায় নেই। যেহেতু গার্লফ্রেন্ড, লিভ টুগেদার, প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদির অধিকার মানুষের জন্মগত। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া প্রত্যেক যৌন-মিলনই ব্যভিচার। আর ব্যভিচার একটি কদর্য আচরণ।

সমাজে দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ব্যভিচার ঘটে, প্রাইভেট সেক্রেটারী, অফিসের মহিলা কর্মী, বাড়িতে দাসী-চাকরানীর সাথে ব্যভিচার চলে।

সমাজে যে মহিলার নারীসুলভ কোন কাজের ব্যবস্থা নেই, সে নিজের তথা ভাই-বোন বা ছেলেমেয়ের পেট চালাতে খুব সহজভাবে বেশ্যাবৃত্তি বেছে নেয়। অভাবে স্বভাব নষ্ট করে, অসহায় অবস্থায় নিজের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রি ক'রে পেট চালায়। কিন্তু সে অসহায়তা কি বেশ্যাবৃত্তির কোন অজুহাত হতে পারে? সমাজ কি এমন বেশ্যাদের জন্য দায়ী হবে না?

সমাজে পেশাদার স্থায়ী প্রকাশ্য বেশ্যা রয়েছে। তাদের জন্য অনুমোদিত পেশা ও বাসা রয়েছে! ভ্রাম্যমান বেশ্যা, গুপ্ত বেশ্যারও অভাব নেই। আর

সেই সাথে প্রেমিক-প্রেমিকার অবৈধ যৌন-মিলনের ফলে সমাজ নীতি-নৈতিকতাহারা হয়ে অধঃপতনের অতল গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً] (٣٢) سورة الإسراء

অর্থাৎ, তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৩২)*

ব্যভিচার একটি ভয়ঙ্কর ব্যাধি। যার ফলে চরিত্র, সংসার, সমাজ ও দেশ ধ্বংস হয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “হে মুহাজিরদল! পাঁচটি কর্ম এমন রয়েছে যাতে তোমরা লিপ্ত হয়ে পড়লে (উপযুক্ত শাস্তি তোমাদেরকে গ্রাস করবে)। আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই, যাতে তোমরা তা প্রত্যক্ষ না কর।

যখনই কোন জাতির মধ্যে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ্যভাবে ব্যাপক হবে, তখনই সেই জাতির মধ্যে প্লেগ এবং এমন মহামারী ব্যাপক হবে---যা তাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে ছিল না।

যে জাতিই মাপ ও ওজনে কম দেবে, সে জাতিই দুর্ভিক্ষ, কঠিন খাদ্য-সংকট এবং শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের শিকার হবে।

যে জাতিই তার মালের যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে, সে জাতির জন্যই আকাশ হতে বৃষ্টি বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে। যদি অন্যান্য প্রাণীকুল না থাকত, তাহলে তাদের জন্য আদৌ বৃষ্টি হত না।

যে জাতি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, সে জাতির উপরেই তাদের বিজাতীয় শত্রুদলকে ক্ষমতাসীন করা হবে; যারা তাদের মালিকানা-ভুক্ত বহু ধন-সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করবে।

আর যে জাতির শাসকগোষ্ঠী যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর কিতাব (বিধান) অনুযায়ী দেশ শাসন করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের মাঝে গৃহদ্বন্দ্ব অবস্থায়ী রাখবেন।” *(বাইহাকী, ইবনে মাজাহ ৪০১৯নং, সহীহ তারগীব ৭৫৯নং)*

তিনি আরো বলেছেন, “পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি।” জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি কী কী?' তিনি বললেন, “যে জাতিই (আল্লাহর) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, সেই জাতির উপরেই তাদের শত্রুকে ক্ষমতাসীন করা হবে। যে জাতিই আল্লাহর অবতীর্ণকৃত সংবিধান ছাড়া অন্য দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, সেই জাতির মাঝেই দরিদ্রতা ব্যাপক হবে। যে জাতির মাঝে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ পাবে, সে জাতির মাঝেই মৃত্যু ব্যাপক হবে। যে জাতিই যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে, সেই জাতির জন্যই বৃষ্টি বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে। যে জাতি দাঁড়ি-মারা শুরু

করবে, সে জাতি ফসল থেকে বঞ্চিত হবে এবং দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হবে।” *(ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৭৬০নং)*

মহানবী ﷺ আরো বলেছেন, “আমার উম্মত মঙ্গলের মধ্যে থাকবে, যতদিন না তাদের মধ্যে জারজ সন্তান ব্যাপক হবে। সুতরাং যখন জারজ সন্তান ব্যাপক হবে, তখন অচিরে আল্লাহ আয্যা অজাল্ল নিজের পক্ষ থেকে শাস্তি তাদের উপর ব্যাপক ক’রে দেবেন।” *(আহমাদ, সঃ তারগীব ২৪০০নং)*

আধুনিক যুগের নতুন মহামারী ‘এড্স’ ঐ ব্যভিচারেরই কারেন্ট্ শাস্তি। তাছাড়া ধ্বংসের পথ আরো থাকতে পারে।

উম্মুল মু’মিনীন যয়নাব বিনতে জাহ্শ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ তাঁর নিকট শঙ্কিত অবস্থায় প্রবেশ করলেন। তিনি বলছিলেন, “আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই, আরবের জন্য ঐ পাপ হেতু সর্বনাশ রয়েছে যা সন্নিকটবর্তী। আজকে ইয়া’জূজ-মা’জূজের দেওয়াল এতটা খুলে দেওয়া হয়েছে।” এবং তিনি (তার পরিমাণ দেখানোর জন্য) নিজ বৃদ্ধা ও তর্জনী দুই আঙ্গুল দ্বারা (গোলাকার) বৃত্ত বানালেন। আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মাঝে সৎলোক মওজুদ থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হব?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ, যখন নোংরামি (ব্যভিচার) বেশী হবে।” *(বুখারী-মুসলিম)*

এ গেল লৈঙ্গিক ব্যভিচারের কথা। এ ছাড়াও অন্যান্য ব্যভিচার রয়েছে সমাজে। আর তা আরো ব্যাপক।

মহানবী ﷺ বলেন, “চোখ দু’টিও ব্যভিচার করে। আর তার ব্যভিচার হল, (কাম-নজরে নারীর সৌন্দর্যের প্রতি) দৃষ্টিপাত করা। কান দু’টিও ব্যভিচার করে। আর তার ব্যভিচার হল, (যৌন-কথা) শ্রবণ করা। জিভও ব্যভিচার করে। আর তার ব্যভিচার হল, (যৌন-কথা) বলা। হাতও ব্যভিচার করে। আর তার ব্যভিচার হল, সকামে স্পর্শ করা। ব্যভিচার করে পা দু’টিও। আর তার ব্যভিচার হল, (যৌনক্রিয়ার উদ্দেশ্যে) হেঁটে যাওয়া।” *(বুখারী-মুসলিম,মিশকাত ৮৬ নং)*

যে জাতি নৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয়ের শিকার, সে জাতি কি সভ্য, উন্নত ও প্রগতিশীল হতে পারে?

আর বিজাতির আধিপত্য আসে নারী ও সুরার মাধ্যমেই। তাদের ভাষায়, ‘মুসলমানদেরকে সৈন্যাধিক্য ও মহাশক্তি দ্বারা পরাজিত করতে পারবে না। ওদেরকে পরাজিত করতে হলে নারী ও সুরার অস্ত্র ব্যবহার কর।’

সূদী কারবার

সূদী কারবার উম্মাহর ধ্বংসের অন্যতম কারণ। যে সূদখোর, সূদদাতা, সূদের লেখক এবং তার উভয় সাক্ষ্যদাতাও অভিশপ্ত! এক দিরহাম খাওয়া সূদ আল্লাহর নিকটে ৩৬ ব্যভিচার অপেক্ষা অধিক গুরুতর! যে “সূদ খাওয়ায় রয়েছে ৭০ প্রকার পাপ। এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ হল নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মতো!” *(ইবনে মাজাহ ২২৭৮, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৮৪৪নং)* সে পাপ মাথায় নিয়ে কোন জাতি সভ্য হতে পারে?

নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তিই বেশী-বেশী সূদ খাবে তারই (মালের) শেষ পরিণাম হবে অল্পতা।” *(ইবনে মাজাহ ২২৭৯, হাকেম ২/৩৭, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৮৪৮নং)*

সুতরাং এমন পাপের কুফল ধ্বংস ছাড়া আর কী হতে পারে? মহান আল্লাহ বলেন,

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ] (٢٧٨)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের যা বকেয়া আছে তা বর্জন কর; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। *(বাক্বারাহ ঃ ২৭৮)*

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ক্রমবর্ধমান হারে (দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বা চক্রবৃদ্ধি হারে) সূদ খেয়ো না, এবং আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তোমরা সফলকাম হতে পারবে। *(আলে ইমরান ঃ ১৩০)*

সে জাতি কীভাবে সফল ও উন্নত হতে পারে, যে জাতির মানুষ সূদী কারবারে নানাভাবে জর্জরিত। প্রায় প্রত্যেক মানুষ কোন না কোনভাবে সূদী লেনদেনে জড়িয়ে আছে। কেউ সূদ না খেলেও অর্থ হিফাযত করতে গিয়ে সূদী ব্যাংকের সাথে সহযোগিতায় জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। সূদী ব্যাংক আজ বিশ্বের সর্বত্রে অর্থনীতির রমরমার বাজার খুলে রেখেছে। অবশ্য অনেকে তাকে ‘সূদ’ না বলে ‘লভ্যাংশ’ বা ‘ইন্টারেস্ট’ বলছে। কিন্তু নামের পরিবর্তনে কী জিনিসের পরিবর্তন ঘটে? লবণের নাম ‘চিনি’ দিলেই কী লবণ মিষ্টি হয়ে যায়?

জাতি নামে ও লেবাসে সভ্য হলে কী হবে? মনে ও চরিত্রে অসভ্য হলে আসলেই সে অসভ্য। আর সে অসভ্যতাই তার অধঃপতনের অন্যতম কারণ।

মদ্যপান

মদ্যপানও একটি সামাজিক ব্যাধি। মদ যাবতীয় নোংরামির চাবিকাঠি। একটি মানুষ স্বাভাবিকভাবে ব্যভিচার ও খুন না করলেও মদ পান ক'রে করতে পারে। সুতরাং যে মদ খায়, সে চরিত্রবান নয়। মদখোর জাতি উন্নত জাতি নয়। যেহেতু মদ পবিত্র জিনিস নয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাযে বাধা দিতে চায়! অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না? *(মাইদাহঃ ৯০-৯১)*

মদ যে ভাল জিনিস নয় এবং তাতে যে সামাজিক অপকারিতা রয়েছে, তা মদখোর দেশের জ্ঞানী ও বিবেচক মানুষরা স্বীকার করেছেন। একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে, 'প্রায় ৬৬ শতাংশ অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে মদ্যপায়ীদের মাধ্যমে।' অন্য এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'সহিংসতা কান্ডে প্রায় ৮২ শতাংশ অপরাধী মদ্যপায়ীরা।' অন্য এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'প্রায় ৫৩ পার্সেন্ট খুনের ঘটনা ঘটছে মাতালদের দ্বারা।' আরো এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'প্রায় ৮০ শতাংশ মাতালরা নিঃস্ব ও ভিখারী হয়েছে।' *(আসবাবু ইনহিয়ারিল উমাম, হাওয়ালী, ২৪পৃঃ)*

এ সব কিছু কি জাতির অধঃপতনের দলীল নয়?

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে, তাদের মাথার উপরে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হবে এবং নর্তকী নাচবে। আল্লাহ তাদেরকে মাটিতে ধসিয়ে দেবেন এবং বানর ও শূকরে পরিণত করবেন!" *(ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানী, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে' ৫৪৫৪ নং)*

তিনি আরো বলেন, "অবশ্যই আমার উম্মতের মাঝে (কিছু লোককে) মাটি ধসিয়ে, পাথর বর্ষণ করে এবং আকার বিকৃত করে (ধ্বংস করা) হবে। আর এ শাস্তি তখন আসবে, যখন তারা মদ পান করবে, নর্তকী রাখবে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাবে।" *(সহীহুল জামে' ৩৬৬৫, ৫৪৬৭ নং)*

দাঁড়ি-মারা

জাতির এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীর অভ্যাস হল ক্রেতাকে ঠকিয়ে বেশি লাভ করা। এই জন্য হাদীসে ব্যবসায়ীদেরকে পাপাচারী বলা হয়েছে। *(আহমাদ, হাকেম)* কারণ তারা ব্যবসায় মিথ্যা বলে। মিথ্যা কসম খায়। ধোঁকা-ধাপ্পা দেয়। মাপে ও ওজনে কম দেয়। আর এটি একটি ধ্বংসাত্মক পাপ।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "হে মুহাজিরদল! পাঁচটি কর্ম এমন রয়েছে যাতে তোমরা লিপ্ত হয়ে পড়লে (উপযুক্ত শাস্তি তোমাদেরকে গ্রাস করবে)। আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই, যাতে তোমরা তা প্রত্যক্ষ না কর।

যখনই কোন জাতির মধ্যে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ্যভাবে ব্যাপক হবে, তখনই সেই জাতির মধ্যে প্লেগ এবং এমন মহামারী ব্যাপক হবে---যা তাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে ছিল না।

যে জাতিই মাপ ও ওজনে কম দেবে, সে জাতিই দুর্ভিক্ষ, কঠিন খাদ্য-সংকট এবং শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের শিকার হবে।

যে জাতিই তার মালের যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে, সে জাতির জন্যই আকাশ হতে বৃষ্টি বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে। যদি অন্যান্য প্রাণীকুল না থাকত, তাহলে তাদের জন্য আদৌ বৃষ্টি হত না।

যে জাতি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, সে জাতির উপরেই তাদের বিজাতীয় শত্রুদলকে ক্ষমতাসীন করা হবে; যারা তাদের মালিকানা-ভুক্ত বহু ধন-সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করবে।

আর যে জাতির শাসকগোষ্ঠী যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর কিতাব (বিধান) অনুযায়ী দেশ শাসন করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের মাঝে গৃহদ্বন্দ্ব অবস্থায়ী রাখবেন।" *(বাইহাকী, ইবনে মাজাহ ৪০১৯নং, সহীহ তারগীব ৭৫৯নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি কি কি?' তিনি বললেন, "যে জাতিই (আল্লাহর) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, সেই জাতির উপরেই তাদের শত্রুকে ক্ষমতাসীন করা হবে। যে জাতিই আল্লাহর অবতীর্ণকৃত সংবিধান ছাড়া অন্য দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, সেই জাতির মাঝেই দরিদ্রতা ব্যাপক হবে। যে জাতির মাঝে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ পাবে, সে জাতির মাঝেই মৃত্যু ব্যাপক হবে। যে জাতিই যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে, সেই জাতির জন্যই বৃষ্টি বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে। যে জাতি দাঁড়ি-মারা শুরু করবে, সে জাতি ফসল থেকে বঞ্চিত হবে এবং দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৭৬০নং)*

আত্মগর্ব

জাতির আত্মগর্ব তার পরাজয়ের একটি কারণ। নিজেদের সংখ্যাধিক্য, অস্ত্রশস্ত্রের আধুনিকত্ব ও আধিক্য ইত্যাদি নিয়ে আত্মগর্ব করলে সে গর্ব খর্ব হয়। সংখ্যায় অধিক হলে কী হবে? ঈমান ও আমলে কম। অধিকাংশ লোকদেরকে কোথায় দেখা যায়? ভালতে না মন্দতে? অধিকাংশ লোক আল্লাহ-ওয়ালা, না আল্লাহ-ভোলা?

সৃষ্টিকর্তাই বলে দিয়েছেন,

[وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ] (١١٦) سورة الأنعام

অর্থাৎ, যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামতো চল, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত ক'রে দেবে। তারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে এবং তারা কেবল অনুমানভিত্তিক কথাবার্তাই বলে থাকে। *(আনআমঃ ১১৬)*

[وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ] (١٠٣) سورة يوسف

অর্থাৎ, তুমি যতই আগ্রহী হও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করবার নয়। *(ইউসুফঃ ১০৩)*

[وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ] (١٠٦) سورة يوسف

অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করে; কিন্তু তাঁর অংশী স্থাপন করে। *(ঐঃ ১০৬)*

[اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ] (١٣) سورة سبأ

অর্থাৎ, 'হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোমরা কাজ করতে থাক। আমার দাসদের মধ্যে কৃতজ্ঞ অতি অল্পই।' *(সাবা'ঃ ১৩)*

জাতির মাথা গুনতিতে অনেক, কিন্তু কাজে কেবল কতক। আর তার জন্যই সংখ্যাধিক্যের কোন মূল্য নেই।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অনতি দূরে সকল বিজাতি তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে, যেমন ভোজনকারীরা ভোজপাত্রের উপর একত্রিত হয়। (এবং চারিদিক থেকে ভোজন ক'রে থাকে।)" একজন বলল, 'আমরা কি তখন সংখ্যায় কম থাকব, হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে। কিন্তু তোমরা হবে তরঙ্গতাড়িত আবর্জনার ন্যায় (শক্তিহীন, মূল্যহীন)। আল্লাহ তোমাদের

শত্রুদের বক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি ভীতি তুলে নেবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে দুর্বলতা সঞ্চার করবেন।" এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! দুর্বলতা কী?' তিনি বললেন, "দুনিয়াকে ভালোবাসা এবং মরতে না চাওয়া।" *(আবূ দাঊদ ৪২৯৭, আহমাদ ৫/২৭৮)*

বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের সংখ্যাধিক্য দেখতেই বেশি, তাদের মধ্যে হকপন্থী ও তওহীদবাদী কয়জন আছে? কোন দেশে জান-মাল দিয়ে বিজয় আনে ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা, পরিশেষে গদি পড়ে ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের দখলে। কারণ সে দেশে তাদেরই সংখ্যা বেশি।

কোন দেশে তওহীদবাদীরা জান-মাল দিয়ে বিজয় আনে। অতঃপর গদি চালায় মাজারী অথবা শিয়ারা।

এমন না হলে গৃহযুদ্ধ চলে। কাফেরদের কবল থেকে দেশমুক্ত ক'রে নিজেদের মাঝে গদির লড়াই চলে। গণতন্ত্রের নীতিতে বিরোধী বাহাত্তর দলের কাছে একটি দল কি কোনও দিন ক্ষমতাসীন হতে পারবে?

পক্ষান্তরে বিজয়ের জন্য সংখ্যাধিক্য হওয়া জরুরী নয়। জরুরী হল ঈমানী দীপ্তির আধিক্য। নচেৎ,

[كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ] (٢٤٩) البقرة

অর্থাৎ, আল্লাহর ইচ্ছায় কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে! আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন। *(বাক্বারাহঃ ২৪৯)*

আত্মগর্বকে আল্লাহ অপছন্দ করেন। পরন্তু আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সংখ্যাধিক্য কোন কাজের নয়। তিনি বলেন,

[لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ] (٢٥) سورة التوبة

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে তো বহুক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন এবং হুনাইনের যুদ্ধের দিনেও; যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তা তোমাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন ক'রে পলায়ন করেছিলে। *(তাওবাহঃ ২৫)*

আত্মগর্ব জাতির পরাজয় আনে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্প ও খনিজ-পদার্থ ইত্যাদি নিয়ে গর্ব কোন কাজের নয়; যদি তাতে আল্লাহর আনুগত্য ও সন্তুষ্টি না থাকে। এক জাতির কথা মহান আল্লাহ বলেন,

[فَلَمَّا جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون] (٨٣) سورة غافر

অর্থাৎ, ওদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ ওদের রসূল এসেছিল, তখন ওরা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করত। ওরা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাই তাদেরকে বেষ্টন করল। *(মু'মিন ঃ ৮৩)*

রসূল বা নায়েবে রসূল যখন বলেন, 'হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর।'

তখন তারা বলে, 'কী দরকার? আমাদের কাছে জ্ঞান-বিজ্ঞান আছে।'

যখন তাঁরা বলেন, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং ব্যভিচার, সমকাম, অশ্লীলতা ইত্যাদি বর্জন কর, তাহলে ইহ-পরকালে সুখী হবে।'

তারা বলে, 'তার প্রয়োজন কী? আমাদের মাঝে ডাক্তার আছে, বিজ্ঞানী আছে।'

তাঁরা বলেন, 'সূদ বর্জন কর, তাতে বর্কত বিনাশ হয়ে যাবে।'

তারা বলে, 'অসুবিধা কী? আমাদের মাঝে অর্থনীতিবিদ সুপন্ডিতরা রয়েছেন। আমাদের কাছে অর্থনীতি পরিকল্পনা রয়েছে এবং সকল মন্দা থেকে রেহাই পাওয়ার পুরনো অভিজ্ঞতা রয়েছে।'

এইভাবে নিজেদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আত্মগর্বের দোহাই দিয়ে আল্লাহর কথা ভুলে যায়। পরিশেষে ভাগ্য হয় পরাজয়।

আল্লাহর শাস্তি থেকে বেপরোয়া

আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা এবং তাঁর শাস্তির ব্যাপারে বেপরোয়া হওয়া ধ্বংসের একটি কারণ। জাতি কোন পরোয়া না ক'রে দিবারাত্রি পাপ ক'রে যায়, প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ক'রে যায়, মু'মিনদের মাঝে পাপ ছড়িয়ে যায়! জাতি কি নিজেকে শাস্তিমুক্ত মনে করে, জাতির কি কোন পাকড়াও হবে না? জাতি কি সুনিশ্চিতভাবে নিরাপদ?

মহান আল্লাহ বলেন,

[أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ (٩٧) أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (٩٨) أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ] (٩٩) سورة الأعراف

অর্থাৎ, তবে কি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে রাত্রিকালে, যখন তারা থাকবে ঘুমে মগ্ন? অথবা

জনপদের অধিবাসীবৃন্দ কি ভয় করে না যে, আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে দিনের প্রথম ভাগে, যখন তারা থাকবে খেলায় মত্ত? তারা কি আল্লাহর চক্রান্তের ভয় রাখে না? বস্তুতঃ ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহর চক্রান্ত হতে নিরাপদ বোধ করে না। *(আ'রাফ ৯৭-৯৯)*

জাতির বহু লোক তার নিজের দুশমন। সেই দুশমনরা ও কাফেররা আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে! তবে তারা সে চক্রান্তে কৃতকার্য হয় না। জয় হয় আল্লাহরই।

[وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ] (٥٤) سورة آل عمران

অর্থাৎ, অতঃপর তারা ষড়যন্ত্র করল এবং আল্লাহও কৌশল প্রয়োগ করলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বোত্তম কৌশলী। *(আলে ইমরান ঃ ৫৪)*

যে জাতি আল্লাহর বিরুদ্ধে চক্রান্তে বিজয়ী হতে চায়, সে জাতি আসলেই হতভাগা চির-পরাজিত।

আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করা

জাতির জীবনে যখন সুখ আসে, তখন সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে যায়। ভুলে যায় তাঁর অনুগ্রহকে, ভুলে যায় তাঁর করুণাকে। সে সময় সে যেন আত্মনির্ভর হয়ে উঠে। স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অমুখাপেক্ষী প্রকাশ করে নিজেকে। আর তখনই আসে আযাবের চাবুক।

কারূনকে মহান আল্লাহ এত ধনভান্ডার দান করেছিলেন, যার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। তাই সে দম্ভ করত। তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, 'দম্ভ করো না, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন, তার মাধ্যমে পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। আর তুমি তোমার ইহলোকের অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি (পরের প্রতি) অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।'

কিন্তু সে বলল, 'এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি!'

আমি বুদ্ধি না লাগালে কি আল্লাহ ধন দিতেন? আরে 'স্বামীর হাতে ধন থাকলে, স্ত্রীর নাম লক্ষ্মী' হয়!

পরিণামে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করলেন। *(সূরা ক্বাস্বাসের শেষাংশ দ্রষ্টব্য)*

অনুরূপ অনেক মানুষ আছে, যাদেরকে 'সুখে খেতে ভূতে কিলোয়।' আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতকে অপছন্দ করে। অতি সুখ যখন একঘেয়ে হয়ে

যায়, তখন 'পরিবর্তন' চায়। অথচ সে পরিবর্তন দুঃখের দিকে প্রত্যাবর্তন ঘটায়। বানী ইস্রাঈল বেশ সুখেই 'মান্ন-অসালওয়া' খাচ্ছিল। কিন্তু তাদের পিঁয়াজ-রসুন খেতে পছন্দ হল। তারা বলল,

[يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا] سورة البقرة

অর্থাৎ, 'হে মূসা! একই রকম খাদ্যে আমরা কখনো ধৈর্য ধারণ করব না, সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, তিনি যেন ভূমি জাত দ্রব্য শাক-সব্জী, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পিঁয়াজ উৎপাদন করেন।'

মূসা বললেন,

[أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ]

অর্থাৎ, মূসা বলল, 'তোমরা কি উৎকৃষ্ট বস্তুকে নিকৃষ্ট বস্তুর সাথে বিনিময় করতে চাও? তবে কোন নগরে অবতরণ কর। তোমরা যা চাও, তা সেখানে আছে।'

আল্লাহ বলেন,

[وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ] (٦١) البقرة

অর্থাৎ, আর তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হল এবং আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হল। এ জন্য যে তারা আল্লাহর নিদর্শন সকলকে অমান্য করত এবং (প্রেরিত পুরুষ) নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন করবার জন্যেই তাদের এই পরিণতি ঘটেছিল। *(বাক্বারাহ ঃ ৬১)*

অনুরূপ ঘটেছিল সাবা'-ওয়ালাদের। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (١٥) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ (١٦) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلاَّ الْكَفُورَ (١٧) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ (١٨) فَقَالُوا

رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ (١٩) سورة سبأ

অর্থাৎ, সাবা'বাসীদের জন্য ওদের বাসভূমিতে এক নিদর্শন ছিল; দু'টি বাগান ঃ একটি ছিল ডান দিকে, অপরটি ছিল বাম দিকে; ওদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দেওয়া রুযী ভোগ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। এ শহর উত্তম এবং তোমাদের প্রতিপালক ক্ষমাশীল।' পরে ওরা আদেশ অমান্য করল। ফলে আমি ওদের ওপর বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যা প্রবাহিত করলাম এবং ওদের বাগান দু'টিকে পরিবর্তন ক'রে দিলাম এমন দু'টি বাগানে, যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ এবং কিছু কুলগাছ। আমি ওদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম ওদের সত্য অকৃতজ্ঞতা (বা অস্বীকারের) জন্য। আর আমি অকৃতজ্ঞ (বা অস্বীকারকারী)কেই শাস্তি দিয়ে থাকি। ওদের এবং যে সব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগুলির অন্তর্বর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং ঐ সকল জনপদে ভ্রমণকালে বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবধানে বিশ্রামস্থান নির্ধারিত করেছিলাম এবং ওদেরকে বলেছিলাম, 'তোমরা এ সব জনপদে রাত-দিন নিরাপদে ভ্রমণ কর।' কিন্তু ওরা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের বিশ্রামস্থান দূরে দূরে স্থাপন কর।' এভাবে ওরা নিজেদের প্রতি যুলম করেছিল। ফলে আমি ওদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করলাম এবং ওদেরকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ক'রে দিলাম। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। *(সাবা' ১৫-১৯)*

মহান আল্লাহ এমনই এক জনপদের কথা উদাহরণ স্বরূপ বলেছেন,

[وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ] (١١٢)

অর্থাৎ, আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেথায় আসত সর্বদিক হতে প্রচুর জীবনোপকরণ; অতঃপর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল; ফলে তারা যা করত, তার জন্য আল্লাহ তাদেরকে আস্বাদন করালেন ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ। *(নাহল ঃ ১১২)*

অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ এই জনপদ বা শহর বলতে মক্কা বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, এই আয়াতে মক্কা ও মক্কাবাসীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আর তা

ঐ সময় ঘটেছিল, যখন আল্লাহর রসূল ﷺ তাদের জন্য অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন,

اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ মুযার গোত্রকে কঠিনভাবে ধর এবং তাদের উপর এমন অনাবৃষ্টি এনে দাও যেমন ইউসুফ ﷵ-এর যুগে মিসরে হয়েছিল। *(বুখারী ৪৮২১, মুসলিম ২১৫৬নং)*

সুতরাং মহান আল্লাহ তাদের নিরাপত্তাকে ভয় এবং সুখকে ক্ষুধা দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দিয়েছিলেন। এমন কি তাদের অবস্থা এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, তারা হাড় ও গাছের পাতা খেয়ে দিন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিল।

কিছু মুফাস্সিরের মতে এই জনপদ কোন নির্দিষ্ট গ্রাম বা শহর নয়। বরং এটি উপমা স্বরূপ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, অকৃতজ্ঞ লোকেদের এই পরিণাম হবে। তাতে তারা যে স্থানের বা যে কালেরই হোক না কেন। *(আহসানুল বায়ান)*

যে জাতিকে 'সুখে খেতে ভূতে কিলোয়', সে জাতির ঘাড় থেকে পরাজয়ের ভূত নামবে কীভাবে?

জাতির অনেক মানুষ আছে, যাদের স্বভাব সেই মহিলার মতো, যে পতির খায়, আর উপপতির গুণ গায়!

আরো অনেক মানুষ আছে, যারা সৃষ্টির অল্প পেয়ে কৃতজ্ঞতা করে। কিন্তু স্রষ্টার বিস্তর পেয়ে কৃতঘ্নতা করে!

যেমন এক ব্যক্তি তার বাদশার দরবারে নিজের অভাবের অভিযোগ নিয়ে গেল। বাদশা তার নামে এক কোটি টাকার চেক লিখে দিলেন। তারপর চুপচাপ দরবার থেকে বের হয়ে এসে দারোয়ানকে দেখতে পেলে সে তাকে দরবারে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করল। লোকটি বলল, 'অভাবের অভিযোগ নিয়ে এসেছিলাম।' সে কথা শুনে দারোয়ান ৫০ টাকার একটি নোট তার হাতে ধরিয়ে দিল। তাতে সে প্রচুর খোশ হল এবং পঞ্চমুখে তার প্রশংসা করতে লাগল। তা দেখে বাদশা হাসলেন এবং এমন কৃতঘ্নতা ও কৃতজ্ঞতা দেখে অবাক হলেন।

জাতির দরিদ্র মানুষও মহান আল্লাহর কোটি কোটি টাকার চেক নিয়ে পকেটে ভরে মুখ বন্ধ ক'রে আছে। অথচ সামান্যের জন্য সৃষ্টির প্রশংসায় পঞ্চমুখ আছে! কেউ করে পীরের প্রশংসা, কেউ করে ডাক্তারের প্রশংসা, কেউ করে নেতার প্রশংসা, কেউ করে দাতার প্রশংসা, কেউ করে শিক্ষকের প্রশংসা, কেউ করে আর কারো প্রশংসা।

অথচ মহান আল্লাহই তাকে সুস্থতা দিয়েছেন, সুস্থতার মূল্য কত?

মহান আল্লাহই তাকে চোখ দিয়েছেন, চোখের মূল্য কত?
মহান আল্লাহই তাকে হাত দিয়েছেন, হাতের মূল্য কত?
মহান আল্লাহই তাকে পা দিয়েছেন, পায়ের মূল্য কত?
মহান আল্লাহই তাকে যৌবন দিয়েছেন, যৌবনের মূল্য কত?
মহান আল্লাহই তাকে সৌন্দর্য দিয়েছেন, সৌন্দর্যের মূল্য কত?

মহান আল্লাহই তাকে আরো অনেক নিয়ামত দিয়েছেন, সে সকল নিয়ামতের মূল্য কত? কোথায় তাঁর কৃতজ্ঞতা? তাতেও কি সে সাফল্য পেতে চায়?

মহানবী ﷺ বলেন, "বানী ইস্রাঈলের মধ্যে তিন ব্যক্তি ছিল। একজন ধবল-কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত, দ্বিতীয়জন টেকো এবং তৃতীয়জন অন্ধ ছিল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন। ফলে তিনি তাদের কাছে একজন ফিরিশ্তা পাঠালেন। ফিরিশ্তা (প্রথমে) ধবল-কুষ্ঠ রোগীর কাছে এসে বললেন, 'তোমার নিকট প্রিয়তম বস্তু কী?' সে বলল, 'সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক। আর আমার নিকট থেকে এই রোগ দূরীভূত হোক---যার জন্য মানুষ আমাকে ঘৃণা করছে।' অতঃপর তিনি তার দেহে হাত ফিরালেন, যার ফলে (আল্লাহর আদেশে) তার ঘৃণিত রোগ দূর হয়ে গেল এবং তাকে সুন্দর রং দেওয়া হল। অতঃপর তিনি বললেন, 'তোমার নিকট প্রিয়তম ধন কী?' সে বলল, 'উট অথবা গাভী।' (এটি বর্ণনাকারীর সন্দেহ।) সুতরাং তাকে দশ মাসের গাভিন একটি উটনী দেওয়া হল। তারপর তিনি বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে এতে বর্কত (প্রাচুর্য) দান করুন।'

অতঃপর তিনি টেকোর কাছে এসে বললেন, 'তোমার নিকট প্রিয়তম জিনিস কী?' সে বলল, 'সুন্দর কেশ এবং এই রোগ দূরীভূত হওয়া---যার জন্য মানুষ আমাকে ঘৃণা করছে।' অতঃপর তিনি তার মাথায় হাত ফিরালেন, যার ফলে তার (সেই রোগ) দূর হয়ে গেল এবং তাকে সুন্দর কেশ দান করা হল। (অতঃপর) তিনি বললেন, 'তোমার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় ধন কোন্টা?' সে বলল, 'গাভী।' সুতরাং তাকে একটি গাভিন গাই দেওয়া হল এবং তিনি বললেন, 'আল্লাহ এতে তোমার জন্য বর্কত দান করুন।'

অতঃপর তিনি অন্ধের কাছে এলেন এবং বললেন, 'তোমার নিকটে প্রিয়তম বস্তু কী?' সে বলল, 'এই যে, আল্লাহ তাআলা যেন আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন যার দ্বারা আমি লোকেদেরকে দেখতে পাই।' সুতরাং তিনি তার চোখে হাত ফিরালেন। ফলে আল্লাহ তাকে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন।

ফিরিশ্তা বললেন, 'তুমি কোন্ ধন সবচেয়ে পছন্দ কর?' সে বলল, 'ছাগল।' সুতরাং তাকে একটি গাভিন ছাগল দেওয়া হল।

অতঃপর ঐ দু'জনের (কুষ্ঠরোগী ও টেকোর) পশু (উটনী ও গাভীর) পাল বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং এই অন্ধেরও ছাগলটি বাচ্চা প্রসব করল। ফলে (এক সময়) এর এক উপত্যকা ভরতি উট, এর এক উপত্যকা ভরতি গরু এবং এর এক উপত্যকা ভরতি ছাগল হয়ে গেল।

(বহু দিন পর) পুনরায় ফিরিশ্তা (পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর পূর্বের চেহারা ও আকৃতি নিয়ে) কুষ্ঠরোগীর কাছে এলেন এবং বললেন, 'আমি মিসকীন মানুষ, সফরে আমার সকল পাথেয় শেষ হয়ে গেছে। ফলে স্বদেশে পৌঁছনোর জন্য আল্লাহ অতঃপর তোমার সাহায্য ছাড়া আজ আমার কোন উপায় নেই। সেজন্য আমি ঐ সত্তার নামে তোমার কাছে একটি উট চাচ্ছি, যিনি তোমাকে সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক দান করেছেন; যার দ্বারা আমি আমার এই সফরের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাই।' সে উত্তর দিল যে, '(আমার দায়িত্বে আগে থেকেই) বহু অধিকার ও দাবি রয়েছে।'

(এ কথা শুনে) ফিরিশ্তা বললেন, 'তোমাকে আমার চেনা মনে হচ্ছে। তুমি কি কুষ্ঠরোগী ছিলে না, লোকেরা তোমাকে ঘৃণা করত? তুমি কি দরিদ্র ছিলে না, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ধন প্রদান করেছেন?' সে বলল, 'এ ধন তো আমি পিতা ও পিতামহ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছি।' ফিরিশ্তা বললেন, 'যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিন!' (সুতরাং তার সব উট ধ্বংস হয়ে গেল।)

অতঃপর তিনি তার পূর্বেকার আকার ও আকৃতি নিয়ে টেকোর কাছে এলেন এবং তাকেও সে কথা বললেন, যে কথা কুষ্ঠরোগীকে বলেছিলেন। আর টেকোও সেই জবাব দিল, যে জবাব কুষ্ঠরোগী দিয়েছিল। সে জন্য ফিরিশ্তা তাকেও বললেন যে, 'যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিন!' (সুতরাং তার সব গরু ধ্বংস হয়ে গেল।)

পুনরায় তিনি তাঁর পূর্বেকার আকার ও আকৃতি নিয়ে অন্ধের নিকট এসে বললেন যে, আমি একজন মিসকীন ও মুসাফির মানুষ, সফরের যাবতীয় পাথেয় শেষ হয়ে গেছে। ফলে স্বদেশে পৌঁছনোর জন্য আল্লাহ অতঃপর তোমার সাহায্য ছাড়া আজ আমার আর কোন উপায় নেই। সুতরাং আমি তোমার নিকট সেই সত্তার নামে একটি ছাগল চাচ্ছি, যিনি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন; যার দ্বারা আমি আমার এই সফরের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাই।' সে বলল, 'নিঃসন্দেহে আমি অন্ধ ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। (আর এই ছাগলও তাঁরই দান।) অতএব

তুমি ছাগলের পাল থেকে যা ইচ্ছা নাও ও যা ইচ্ছা ছেড়ে দাও। আল্লাহর কসম! আজ তুমি আল্লাহ আয্যা অজাল্লার জন্য যা নেবে, সে ব্যাপারে আমি তোমাকে কোন কষ্ট বা বাধা দেব না।' এ কথা শুনে ফিরিশ্তা বললেন, 'তুমি তোমার মাল তোমার কাছে রাখ। নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হল (যাতে তুমি কৃতকার্য হলে)। ফলে আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তোমার সঙ্গীদ্বয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন।" *(বুখারী-মুসলিম)*

অনুরূপ দুই বাগান-ওয়ালার কাহিনী সূরা কাহফের (৩২-৪৪) আয়াতে দেখা যেতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ] (٧)

অর্থাৎ, যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেছিলেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দান করব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।' *(ইব্রাহীমঃ ৭)*

নিরাশাবাদিতা

মানুষ যখন নিরাশ হয়ে যায়, তখন জীবন-যুদ্ধ বন্ধ ক'রে বসে যায়। যখন নিরাশ হয়, তখন মরিয়া হয়, মারমুখী হয়, আইনকে নিজের হাতে তুলে নেয়।

অথচ নিরাশ হওয়া পরাজয়ের একটি বড় কারণ। আগেই যদি ভেবে বসা হয় যে, প্রতিপক্ষ সংখ্যা ও সরঞ্জামে অনেক বেশি, তাহলে জেতার আশা আর মনে বাসা বাঁধে না।

এ কারণেই মহান আল্লাহ বদর যুদ্ধের সময় শত্রু পক্ষকে মুসলিমদের চোখে স্বল্প দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেন,

[إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٤٣) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ] (٤٤)

অর্থাৎ, স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে তাদের সংখ্যা অল্প দেখিয়েছিলেন। যদি তোমাকে তাদের সংখ্যা অধিক দেখাতেন, তাহলে তোমরা সাহস হারাতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে অবশ্যই তিনি বিশেষভাবে অবহিত। স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিলে, তখন তিনি তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে স্বল্প-সংখ্যক দেখিয়েছিলেন এবং তোমাদেরকেও তাদের দৃষ্টিতে স্বল্প-সংখ্যক

দেখিয়েছিলেন; যাতে যা ঘটার ছিল, তা তিনি সম্পন্ন করেন। আর সব বিষয় আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে। *(আনফাল ঃ ৪৩-৪৪)*

বিজয়ের কোন কাজেই নিরাশ হওয়া চলবে না। আশা রাখতে হবে বড় এবং সেই সাথে ধৈর্যও ধারণ করতে হবে। বিজয় তত সহজ কিছু নয় যে, আশা করলেই পাওয়া যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

[أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ] (٢١٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা বেহেশ্ত প্রবেশ করবে; যদিও পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের অবস্থা এখনো তোমরা প্রাপ্ত হওনি? দুঃখ-দারিদ্র্য ও রোগ-বালা তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল, তারা এতদূর বিচলিত হয়েছিল যে, রসূল ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?' জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। *(বাক্বারাহ ঃ ২১৪)*

ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে আশা পূরণ হওয়ার জন্য। সফলতার সুউচ্চ শিখরে আরোহন করতে হলে পিঠ বাঁকা করতে হবে। পিঠ সোজা রেখে কেউ সাফল্যের পর্বতে চড়তে পারে না। ধৈর্যের সাথে দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

[حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاء وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ] (١١٠) سورة يوسف

অর্থাৎ, অবশেষে যখন রসূলগণ নিরাশ হল এবং (লোকে) ভাবল যে, তাদেরকে মিথ্যা (প্রতিশ্রুতি) দেওয়া হয়েছে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য এল। অতঃপর আমি যাকে ইচ্ছা করলাম সে উদ্ধার পেল। আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমার শাস্তি রদ করা হয় না। *(ইউসুফ ঃ ১১০)*

মনের ভিতরে আশা রেখে বিশ্বাস রাখতে হবে,

[فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا] (٦) سورة الشرح

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি। *(ইনশিরাহ ঃ ৫-৬)*

যদি কেউ বারবার হেরে যায়, তবুও মনে এ বিশ্বাস আনা ঠিক নয় যে, সে বিফল মানুষ। যেহেতু বিফলতার বহু পর্বত লংঘন করেই সফলতার সন্ধান পাওয়া যায়।

জাতির কোন কোন সদস্যের বিফলতা দেখেও নিরাশ হওয়া ঠিক নয়। কোন নির্দিষ্ট দেশের অসফলতা ও পরাজয় দেখেও নিরাশ হওয়া উচিত নয়। বরং যে ব্যক্তি ও দেশের মধ্যে সফলতা আছে, তাকে দেখে নিজের মধ্যে আশাবাদিতা সঞ্চয় করা উচিত। যেখানে অন্ধকার আছে, সেখানে না তাকিয়ে, যেখানে আলো আছে, সেখানে তাকিয়ে নিজের জীবনকে আলোকিত করার স্বপ্ন দেখলে তবেই সফল হওয়া যায়।

সাহাবাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের কথা শুনে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তাতারের হত্যাকান্ড শুনেও নিরাশ হওয়া উচিত নয়। কারামেত্বাদের আধিপত্য শুনেও হতাশ হওয়ার কারণ নেই। বাইতুল মাক্বদিস ৯১ বছর ধরে খ্রিষ্টানদের দখলে ছিল। সেই সময় সেখানে না জুমআহ হয়েছে, না জামাআত। সে কথা শুনে নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। কারণ, যা হয়েছে, বয়ে গেছে। তার পরেও মুসলিমরা আধিপত্য পেয়েছে। বর্তমানেও ইয়াহুদী শক্তিকে বিশ্ববিজয়ী দেখে নিরাশ হওয়ার কিছু নয়। কারণ তার পরেও মুসলিমদের হারানো গৌরব ফিরে আসবেই। এই আশা জাতির মনে বাসা বাঁধা দরকার।

সাময়িক পরাজয় দেখে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। যেহেতু সবশেষে যার জয়, সেই হয় বিজয়ী।

নিরাশ হওয়ার মানেই হল আল্লাহর প্রতি কুধারণা করা। বান্দার উচিত, তাঁর প্রতি সুধারণা ও আশা রাখা। তিনি বলেছেন,

[لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِ] (٥٣) سورة الزمر

অর্থাৎ, আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ো না। *(যুমার ঃ ৫৩)*

[وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّآلُّونَ] (٥٦) سورة الحجر

অর্থাৎ, 'পথভ্রষ্টরা ব্যতীত আর কে নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়?' *(হিজর ঃ ৫৬)*

[وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ] (٨٧)

অর্থাৎ, 'আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ো না, কারণ অবিশ্বাসী সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয় না।' *(ইউসুফ ঃ ৮৭)*

শিক্ষাহীনতা

জ্ঞান-বিজ্ঞান জাতির মেরুদন্ড। সুতরাং যে জাতির তা নেই, সে জাতি কি উঠে দাঁড়াতে পারে? যে জাতির কেবল একটাই জীবন নয়, বরং দু'দুটো জীবন, সেই জাতি যদি জীবন ধারণের জ্ঞান শিক্ষা না করে, তাহলে ধ্বংস হবে না কি?

যে জাতির সর্বপ্রথম ইলাহী আদেশ ছিল, 'পড়', সে জাতি পড়াতেই যদি মরা হয়, তাহলে ধ্বংসই তার ভাগ্য হবে না কি?

যে জাতির আবির্ভাব ঘটেছিল অপরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, সেই জাতি যদি জ্ঞান-বিজ্ঞানে অপর জাতির মুখাপেক্ষী হয়, তাহলে তার পরিণতি অধঃপতন নয় কি?

যে জাতির পরশমণি হয়ে থাকার কথা ছিল, সেই জাতি যদি অন্যের পরশে মরিচা-পড়া লোহা হয়ে যায়, তাহলে কর্মকারের হাপরে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত নয় কি?

অজ্ঞানতা যে জাতিকে তার দ্বীন থেকে পিছিয়ে দিয়েছে, অলসতা যে জাতিকে পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানেও অনুন্নত ক'রে রেখেছে, সে জাতির অভ্যুত্থান কীভাবে হতে পারে?

যে জাতি বিজাতির পদলেহন ক'রে বাঁচতে অভ্যস্ত হয়, সে জাতির জ্ঞান-বুদ্ধির কি ঋদ্ধি-বৃদ্ধি হতে পারে?

যে জাতি কেবল এক সৃষ্টিকর্তার গোলামি জানত, সে জাতি যদি সৃষ্টির গোলামি ক'রে গর্ববোধ করে, তাহলে তার পরিণামে কি জ্ঞানের বিকাশ হতে পারে?

যে জাতি অপরের জ্ঞান দেখে মুগ্ধ, সে জাতি কি নিজের জ্ঞান-বিবেকের উপর আস্থা রাখতে পারে?

উল্টা হতভাগ্য এই জাতির কিছু লোক ধারণা করে যে, তাদেরকে তাদের দ্বীনই জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে পিছিয়ে রেখেছে। অথচ কোন বেদ্বীন ব্যক্তি বা জাতিও তো সে পথে অগ্রসর হতে পারছে না। দ্বীন তো দ্বীনদারকে জ্ঞানচর্চা করতে অনুপ্রাণিত করে। দ্বীন তো বিজ্ঞানের বিরোধী নয়। আর বিজ্ঞানী হওয়ার জন্যও নাস্তিক হওয়া জরুরী নয়। তাহলে নিজের অপারগতার জন্য দায় সারার এ জবাব কেন?

যুগে যুগে জাতির সম্পদ যে লোকেরা একা একা ভোগ করেছে, সেই ভোগ-বিলাসীরাই পারত সেই সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দ্বীন-দুনিয়ার উন্নতি সাধন করতে। যারা বিবির জন্য তাজমহল বানিয়েছে, কিন্তু জাতির জন্য

কোন জ্ঞানমন্দির বানায়নি, যারা গদি পেয়ে নিজ পরিবারের আখের গুছিয়েছে, কিন্তু পতনোন্মুখ জাতির কথা ভেবেও দেখেনি, দোষ তো তাদেরই।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে অর্থের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। অতএব জাতির অর্থ যাদের হাতে, তারাই কি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে অনুন্নত এই জাতির অধঃপতনের জন্য সর্বাংশে দায়ী নয়?

'সাবাক পড় ফির স্বাদাক্বাত কা আদালাত কা শাজাআত কা,
কাম লিয়া জায়েগা তুঝ সে ফির দুনিয়া কী ইমামাত কা।'

হীনম্মন্যতা

পরাজয়ের একটি কারণ হীনম্মন্যতা। কোন কোন মানুষ ভাবে, সে বড় কাজের যোগ্য নয়, সে বিজয় লাভের উপযুক্ত নয়। অনেকে চাইলে গোটা ফুল বাগান পেত, কিন্তু তারা গোটা কতক ফুল নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে।

কত বুযুর্গ বুখারীর তাদরীস ছেড়ে দুনিয়ার লোভে সরকারী স্কুলে 'আলিফ-বা' পড়াচ্ছেন। কত বড় বড় ডিগ্রী অর্জন ক'রে পরিশেষে প্রাইমারীর শিক্ষকতা করছেন! তাঁরা তাঁদের ইলমের যাকাতও বের করেন না। ঐ হীনম্মন্যতার শিকারে পরিণত হন, 'আমাদের সে ক্ষমতা নেই সাহেব!' অবশ্য তাঁরা পার্থিব বিষয়ে মহা-বিজয় লাভ করেন।

অনেকে চাকরি না পেয়ে বসে বসে অথবা চাষ-ব্যবসা নিয়ে নিজের শিক্ষা বিনষ্ট ক'রে ফেলছেন। অনেকের ক্ষমতা আছে কলমের জিহাদ করা, অথচ হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে সে প্রতিভা হেলায় নষ্ট ক'রে দিচ্ছেন।

অনেকের মনে কিছু করার সৎ সাহস নেই, মনে উদ্দীপনা ও উৎসাহ নেই। তাই ঝিমিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান। ফলে জাতির কোন কল্যাণে তাঁদেরকে দেখা যায় না। শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে শামিলও হতে চান না। অথচ তাঁদের উপর জাতির হক আছে।

পাহাড়ে চড়তে হলে সাহস লাগে। আর সাহস না থাকলে, উঁচু মন না থাকলে, হিম্মত না থাকলে গর্তের মধ্যেই থেকে যেতে হয়।

আরবী কবি বলেন,

ومن يتهيب صعود الجبال   يعش أبد الدهر بين الحفر

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি পাহাড় চড়তে ভয় পায়, সে চিরদিন গর্তের মধ্যেই বাস করে।

ভীতি ও ত্রাস

অধঃপতনের মূলে এটিও একটি কারণ। যেহেতু মৃত্যুর ত্রাসে সন্ত্রস্ত হলে মানুষ মরার আগেই মরতে বসে। আর ভয় পাওয়ার কারণ, সে বিজাতির শক্তি, বিজাতির শৌর্য-বীর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে ভীষণভাবে প্রভাবান্বিত হয়। ফলে তখন সে নিজের আসল পরিচয় দিতেও ভয় পায়। আত্মগোপন ক'রে বাঁচতে চায়। যাতে সে কোন ফিতনা ও পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়।

সে ভাবে ঈমানের পথ কুসুমাস্তীর্ণ। অথচ তা নয়। ঈমানের পথ কন্টকাকীর্ণ ও দুর্গম। মহান আল্লাহ বলেন,

[أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ] (٣) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি' এ কথা বললেই ওদেরকে পরীক্ষা না ক'রে ছেড়ে দেওয়া হবে? আমি অবশ্যই এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। *(আনকাবূত ঃ ২-৩)*

মহান আল্লাহ ঈমানী সত্যতার পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। আর মু'মিনকে শত বাধা উল্লংঘন ক'রে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কিন্তু যে জাতি সেই পরীক্ষার সম্মুখীন হতেই চায় না, সেই জাতির অবস্থায় কি উচ্চ মর্যাদা আসতে পারে?

যে জাতি নিজের অধিকার আদায়ে মানুষের সমালোচনাকে ভয় পায়, গালি-প্রহারকে ভয় পায়, জেল যেতে ভয় পায়, শহীদ হতে ভয় পায়, সে জাতি কি উন্নতির মুখ দেখতে পায়? যে জাতি বাঁচার জন্য মরতে ভয় পায়, সে জাতি কি বাঁচার অধিকার লাভ করতে পারে?

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অনতি দূরে সকল বিজাতি তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে, যেমন ভোজনকারীরা ভোজপাত্রের উপর একত্রিত হয়। (এবং চারিদিক থেকে ভোজন ক'রে থাকে।)" একজন বলল, 'আমরা কি তখন সংখ্যায় কম থাকব, হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে। কিন্তু তোমরা হবে তরঙ্গতাড়িত আবর্জনার ন্যায় (শক্তিহীন, মূল্যহীন)। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের বক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি ভীতি তুলে নেবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে দুর্বলতা সঞ্চার করবেন।" একজন বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! দুর্বলতা কী?' তিনি বললেন, "দুনিয়াকে ভালোবাসা এবং মরতে না চাওয়া।" *(আবূ দাঊদ ৪২৯৭, মুসনাদে আহমাদ ৫/২৭৮)*

জেনে রাখা ভাল যে, শত্রুর অবস্থানের বহু ক্রোশ দূর থেকে বীরত্ব প্রকাশ করা যেমন আসলে ভীরুতা, তেমনি নিরপরাধ সাধারণ মানুষের মনে ত্রাস সৃষ্টি ক'রে সন্ত্রাস প্রয়োগ করাও বড় ভীরুতা। শক্তিমত্তার সাথে শত্রুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রণাঙ্গনে মোকাবিলা করাই হল আসল বীরত্ব।

দেশ-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদের অভিশাপে পড়ে মুসলিম উম্মাহ বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়ে অধঃপতনের অতল তলে তলিয়ে যেতে পারে। মুসলিমদের শত্রুরা জানে, জাতীয়তাবাদের কুঠারে মুসলিমদেরকে বিভিন্ন খন্ডে ছিন্ন ছিন্ন করা যায়। আর তাই তারা জাতীয়তাবাদের নামে তাদেরকে উস্কানি দিয়ে পরস্পরকে শত্রুভাবাপন্ন ক'রে তুলতে সার্থক হয়েছে। আরবী জাতীয়তাবাদ, তুর্কী জাতীয়তাবাদ, কুর্দী জাতীয়তাবাদ, আফ্রিকী জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি নাম দিয়ে এককে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে ক্ষেপিয়ে তুলে ফায়দা লুটার শত চেষ্টা করা হচ্ছে। আর তার ফলে মুসলিম জাতি দুর্বল হয়ে পড়ছে।

অথচ ইসলাম এসেছে কেবল 'মুসলিম' জাতীয়তাবাদের নাম নিয়ে। তওহীদের পতাকাতলে সকল উম্মাহকে সুসংহত জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা করতে। ইসলামে কোন বর্ণ-বৈষম্য নেই। সাদা-কালোর ভেদাভেদ নেই। ভৌগলিক সীমারেখার বিচ্ছিন্নতা নেই।

ইসলাম 'আরব' বা 'আরবী' দেশ বা ভাষার নাম নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি।

ইসলাম 'মক্কা' বা 'মদীনা' শহরের নাম নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি।

ইসলাম 'কুরাইশ' গোত্রের নাম নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। বরং মদীনায় প্রসিদ্ধ দু'টি গোত্র ছিল, আওস ও খাযরাজ। তাদের মাঝে গোত্রীয় কোন্দল প্রায় লেগেই থাকত। ইসলাম এসে তাদের সে আপোস-বিরোধ দূরীভূত ক'রে সুন্দর ঐক্য সৃষ্টি করল।

একদা আনসারের উক্ত গোত্র-দু'টি কোন এক মজলিসে এক সাথে বসে আলাপ-আলোচনা করছিল। ইত্যবসরে শাস বিন ক্বাইস ইয়াহুদী তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের পারস্পরিক এই সৌহার্দ্য দেখে জ্বলে উঠল। যারা একে অপরের কঠোর শত্রু ছিল, তারা আজ ইসলামের বর্কতে দুধে চিনির মত পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়েছে! সে একজন যুবককে দায়িত্ব দিল যে, তুমি তাদের মাঝে গিয়ে সেই 'বুআষ'

যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দাও, যা হিজরতের পূর্বে তাদের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে যে বীরত্ব প্রকাশক কবিতাগুলো পড়েছিল, তা ওদেরকে শুনাও। সে যুবক গিয়ে তা-ই করল। ফলে উভয় গোত্রের পূর্বের আক্রোশ-আগুন পুনরায় জ্বলে উঠলো এবং পরস্পরকে গালাগালি করতে লাগল। এমন কি অস্ত্র ধারণের জন্য একে অপরকে ডাকাডাকি শুরু ক'রে দিল। তারা আপোসে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। এমন সময় রসূল ﷺ উপস্থিত হয়ে তাদেরকে বুঝালেন। তারা বিরত হয়ে গেল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ] (١٠٣) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (ধর্ম বা কুরআন)কে শক্ত ক'রে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর; তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করলেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের (দোযখের) প্রান্তে ছিলে, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তা হতে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার। *(আলে ইমরান ঃ ১০৩)*

বর্তমানে দলে দলে বিভক্ত হওয়ার দৃশ্য আমাদের সামনেই রয়েছে। কুরআন ও হাদীস বোঝার এবং তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নিয়ে পারস্পরিক কিছু মতপার্থক্য থাকলেও তা কিন্তু দলে দলে বিভক্ত হওয়ার কারণ নয়। এ ধরনের বিরোধ তো সাহাবী ও তাবেঈনদের যুগেও ছিল, কিন্তু তাঁরা ফির্কাবন্দী সৃষ্টি করেননি এবং দলে দলে বিভক্ত হয়েও যাননি। কারণ, তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও সকলের আনুগত্য ও আক্বীদার মূল কেন্দ্র ছিল একটাই। আর তা হল, কুরআন এবং হাদীসে রসূল ﷺ। কিন্তু যখন ব্যক্তিত্বের নামে চিন্তা ও গবেষণা কেন্দ্রের আবির্ভাব ঘটল, তখন আনুগত্য ও আক্বীদার মূল কেন্দ্র পরিবর্তন হয়ে গেল। আপন আপন ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের উক্তি ও মন্তব্যসমূহ প্রথম স্থান দখল করল এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উক্তিসমূহ দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হল। আর এখান থেকেই মুসলিম উম্মাহর মাঝে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা শুরু হল; যা দিনে দিনে বাড়তেই লাগল এবং বড় শক্তভাবে জাতির মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল। *(আহসানুল বায়ান)*

অন্ধ-পক্ষপাতিত্ব

অন্ধ-পক্ষপাতিত্ব হল ঃ দলীল, যুক্তি, ন্যায়-অন্যায় না দেখে অন্ধভাবে বিশেষ ব্যক্তি, দল, ভাষা বা দেশের পক্ষপাতিত্ব করা। বাতিলের তরফদারি করা, হক গ্রহণ না ক'রে হঠকারিতায় অবিচল থাকা।

ধনবত্তা ও নেতৃত্বের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকার ফলে ধনী ও নেতারা ভাবে, সকল কল্যাণের একচেটিয়া অধিকার তাদেরই। গরীবরা কোন কিছুতে বড় হতে পারে না। গরীবদের মধ্যে কারো প্রতিভার বিকাশ ঘটলে তা ধনীরা ভাল মনে মেনে নেবে কেন? মক্কার ধনী ও নেতারাও তাই মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর গরীব শিষ্যদেরকে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারত না। আল্লাহ সে কথা বলেছেন,

[وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولواْ أَهَـؤُلاَءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ] (٥٣) سورة الأنعام

অর্থাৎ, এভাবে তাদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যেন তারা বলে যে, 'আমাদের মধ্যে কি তাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন?' আল্লাহ কি কৃতজ্ঞগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নন? *(আনআম ঃ ৫৩)*

ইসলামের সূচনায় বেশীর ভাগ গরীব এবং ক্রীতদাস শ্রেণীর লোকেরাই মুসলমান হয়েছিল। এই জন্য এই জিনিসটাই কাফের নেতাদের পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ালো এবং তারা এই গরীবদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপও করত এবং যাদের উপর এদের কর্তৃত্ব চলত, তাদের উপর যুলুম-নির্যাতনের রোলার চালাত ও বলত যে, 'এরাই কি সেই লোক, যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন?' উদ্দেশ্য তাদের এই ছিল যে, ঈমান ও ইসলাম যদি বাস্তবিকই আল্লাহর অনুগ্রহ হত, তবে তা সর্বপ্রথম আমাদের উপর হত। যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

[وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ] (١١) الأحقاف

অর্থাৎ, বিশ্বাসীদের সম্পর্কে অবিশ্বাসীরা বলে, 'এটা ভাল হলে তারা এর দিকে আমাদের অগ্রগামী হত না।' *(আহক্বাফ ঃ ১১)*

অর্থাৎ, এই দুর্বলদের পূর্বে আমরাই মুসলমান হয়ে যেতাম। বিলাল, আম্মার, সুহাইব ও খাব্বাব ﵃-এর মত মুসলিমরা ছিলেন মক্কার মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিবর্গ। কিন্তু ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতার সৌভাগ্য লাভে তাঁরাই ধন্য হন। এ দেখে মক্কার কাফেররা বলত যে, এই

দ্বীনে যদি কোন কল্যাণ থাকত, তবে আমাদের মত সম্মানী ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সর্বপ্রথম তা গ্রহণ করত, ওরা আমাদের আগে ঈমান আনতে পারত না।

কিন্তু মহান আল্লাহ বাহ্যিক চাকচিক্য, মান-মর্যাদা এবং নেতাসুলভ ভাব-ভঙ্গিমার প্রতি লক্ষ্য করেন না। তিনি তো অন্তরের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করেন এবং এই দিক দিয়ে তিনি জানেন যে, কে তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা এবং সত্যকে চিনেছে কে? তাই তিনি যার মধ্যে কৃতজ্ঞতার গুণ দেখেছেন, তাকে ঈমানের সৌভাগ্য দানে ধন্য করেছেন। যেমন, হাদীসে এসেছে যে, "মহান আল্লাহ তোমাদের আকার-আকৃতি এবং তোমাদের মালধনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও তোমাদের আমলসমূহকে দেখেন।" *(মুসলিম)*

মহান আল্লাহ তাদের নেতাদের অবস্থা উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

[وَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (٣٠) وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٣١) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ] (٣٢) سورة الزخرف

অর্থাৎ, যখন ওদের কাছে সত্য এল, তখন ওরা বলল, 'এ তো যাদু এবং আমরা এ প্রত্যাখ্যান করি।' ওরা বলে, 'এ কুরআন কেন অবতীর্ণ করা হল না দু'টি জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির ওপর?' এরা কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বন্টন করে! আমিই ওদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করেছি ওদের পার্থিব জীবনে এবং এককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছি; যাতে ওরা একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে এবং ওরা যা জমা করে, তা হতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর। *(যুখরুফ ঃ ৩০-৩২)*

দু'টি জনপদ বলতে মক্কা ও তায়েফকে বুঝানো হয়েছে। আর প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি বলতে অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের নিকট মক্কার অলীদ বিন মুগীরা এবং তায়েফের উরওয়া বিন মাসউদ সাক্বাফীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেউ কেউ আরো কিছু নাম উল্লেখ করেছেন। তবে এর উদ্দেশ্য হল, এমন দু'টি ব্যক্তিত্বের নির্বাচন, যারা হবে পূর্ব থেকেই মহা সম্মান ও পদের অধিকারী, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও বিত্তশালী এবং স্ব-স্ব গোত্রে গণ্যমান্য। অর্থাৎ, কুরআন যদি অবতীর্ণ হত, তবে দু'টি শহরের মধ্য থেকে এ রকম কোন ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হত, ঐ মুহাম্মাদের উপর নয়,

যার ঘর পার্থিব ধন-সম্পদ থেকে শূন্য এবং যে তার জাতির নেতৃত্ব ও সর্দারির পদেও প্রতিষ্ঠিত নয়।

অর্থাৎ, ধনে-মালে, পদমর্যাদায় এবং বুদ্ধি-জ্ঞানে আমি মানুষের মাঝে এই পার্থক্য ও তফাৎ এই জন্য রেখেছি যে, যাতে বেশী মালের অধিকারী ব্যক্তি স্বল্প মালের অধিকারী ব্যক্তির কাছ থেকে, উচ্চ পদের মালিক তার চাইতে নিম্ন পদের মালিকের কাছ থেকে এবং অনেক বেশী জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক তার চাইতে কম জ্ঞান-বুদ্ধির মালিকের কাছ থেকে কাজ নিতে পারে। মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ এই কৌশলের মাধ্যমে বিশ্বজাহানের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। অন্যথা সকলেই যদি ধন-মালে, মান-সম্মানে, জ্ঞান-গরিমায় এবং বুদ্ধি-বিবেচনা ও অন্যান্য পার্থিব উপায়-উপকরণে সমান হত, তবে কেউ কারো কাজ করার জন্য প্রস্তুত হত না। অনুরূপ ছোট মানের ও তুচ্ছ মনে করা হয় এমন কাজও কেউ করত না। এ হল মানুষেরই প্রয়োজনীয় বিষয়; যা মহান আল্লাহ প্রত্যেককে পার্থক্য ও তফাতের মাঝে রেখেছেন এবং যার কারণে প্রত্যেক মানুষ অপর মানুষের মুখাপেক্ষী হয়। মানবিক সমস্ত প্রয়োজন কোন একজন মানুষ---তাতে সে যদি কোটিপতিও হয় তবুও---অন্য মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা না নিয়েই সে একাকী পূরণ করতে চাইলেও তা কোন দিন পারবে না।

বলা বাহুল্য, দরিদ্রদের প্রতি এমন তাচ্ছিল্য এবং নিজেদের ধনবত্তা ও নেতৃত্বের প্রতি অন্ধ পক্ষপাতিত্ব থাকার ফলে তারা 'হক' গ্রহণ করতে পারেনি। আর তার জন্য অবশ্যই তারা ধ্বংসের শিকার হয়েছে, দুনিয়াতে এবং আখেরাতেও।

অথচ মহান আল্লাহ বান্দাকে নির্দেশ দিয়েছেন, বান্দা যেন সত্যনিষ্ঠ হকপন্থীদের সাথী হয়। তিনি বলেছেন,

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ] (١١٩) سورة التوبة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও। *(তাওবাহঃ ১১৯)*

আর যারা কোন প্রকারের পক্ষপাতিত্ব না রেখে 'হক' গ্রহণ ক'রে নেয়, তাদের তিনি প্রশংসা করেছেন, তারা 'বুদ্ধিমান' বা 'জ্ঞানী' বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

[وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ] (١٨) سورة الزمر

অর্থাৎ, যারা তাগূতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অনুরাগী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদেরকে--- যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। *(যুমারঃ ১৭-১৮)*

ঈমানদারীর দাবী হল, মু'মিন কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালোবাসবে এবং আল্লাহরই ওয়াস্তে কাউকে ঘৃণা করবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ঘৃণা করে, আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দান করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তেই কিছু দান করা হতে বিরত থাকে, সে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী।" *(সহীহ আবূ দাউদ ৩৯১০নং)*

"ঈমানের সবচেয়ে মজবুত হাতল হল আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব করা এবং আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা করা, আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা এবং আল্লাহর ওয়াস্তে ঘৃণা করা।" *(ত্বাবারানী, সঃ জামে' ২৫৩৯নং)*

সুতরাং ঈমানী পক্ষপাতিত্বই মু'মিনের চরিত্র। কিতাব ও সুন্নাহর পক্ষপাতিত্বই তার স্বাভাবিক আচরণ।

দুনিয়ার বুকে কত রকমের অন্ধ-পক্ষপাতিত্ব কাজ করছে এবং মানুষকে 'হক' গ্রহণে বঞ্চিত রাখছে, তার হিসাব দেওয়া মুশকিল।

পরিবারগত অন্ধ-পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন পক্ষপাতিত্ব দাম্পত্যকে বিষময় ক'রে তোলে।

বর্ণগত বৈষম্য রয়েছে, যা সাদা ও কালো চামড়ার মানুষের মাঝে ভেদাভেদের প্রাচীর খাড়া ক'রে রেখেছে।

বংশগত অন্ধ-পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। এর ফলে এক বংশের লোক অন্য বংশের লোককে ঘৃণা করে, ছোট ভাবে। অন্য ব্যশের প্রতিভাকে অবজ্ঞা করে 'সারকুঁড়ে পদ্মফুল' বলে। অথচ বর্ণ ও বংশগত এমন কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি ইসলাম অন্যায় বলে ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

[يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ] (١٣) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরেরর সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক আল্লাহ-ভীরু। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন। *(হুজুরাতঃ ১৩)*

মহানবী ﷺ বলেন, "মানুষের মধ্যে দুই কর্ম (ছোট) কুফ্‌র; বংশে খোঁটা দেওয়া এবং মৃতের জন্য মাতম করা।" *(মুসলিম)*

"চারটি কর্ম জাহেলিয়াত যুগের যা আমার উম্মত ত্যাগ করবে না; (নিজের) বংশ নিয়ে গর্ব করা, (পরের) বংশে খোঁটা মারা, নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির আশা করা এবং মৃতের উপর মাতম করা।" *(সহীহুল জামে ৮৮৮-নং)*

"লোকেরা যেন মৃত বাপ-দাদাদের নিয়ে ফখর করা অবশ্যই ত্যাগ করে। তারা তো জাহান্নামের কয়লা মাত্র। তা ত্যাগ না করলে তারা সেই গোবুরে পোকার চেয়েও নিকৃষ্ট হবে, যে নিজ নাক দ্বারা মল ঠেলে নিয়ে যায়। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের নিকট থেকে জাহেলিয়াতের গর্ব ও ফখর দূর করে দিয়েছেন। (মুসলিম) তো মুত্তাকী (সংযমশীল) মুমিন অথবা পাপাচারী বদমায়াশ। মানুষ সকলেই আদমের সন্তান এবং আদম মাটি হতে সৃষ্ট।" *(সহীহুল জামে' ৫৩৫৮নং)*

"আরবীর উপর অনারবীর এবং অনারবীর উপর আরবীর, কৃষ্ণকায়ের উপর শ্বেতকায়ের এবং শ্বেতকায়ের উপর কৃষ্ণকায়ের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল 'তাক্বওয়ার' কারণেই।" *(মুসনাদে আহমাদ ৫/৪১১)*

"যদি লোককে দেখ যে, সে জাহেলিয়াতের বংশ-সম্পর্ক উত্থাপন করছে, তাহলে তোমরা তাকে তার বাপের লিঙ্গ কামড়াতে বল এবং ইঙ্গিত করো না। (বরং স্পষ্ট বলো)।" *(সহীহুল জামে ৫৮-১নং)*

পার্টি ও দলগত অন্ধ-পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। আর এই আধুনিক জাহেলী যুগের বৈষম্যের কারণে মুসলিমরা আপোসে মাতামাতি, লাঠালাঠি ও ফাটাফাটি ক'রে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পার্টি-পার্টি ক'রে নিজেদেরকে মাটি করছে তারা, আর তাতে ফসল ফলাচ্ছে অন্যেরা। পার্টির জন্য তারা এমনই নিবেদিত-প্রাণ যে, তার বিজয় রক্ষার্থে নিজেদের ভাইয়ের মাথায় লাঠি মারতে, তার প্রতি বোম ও গুলি ছুঁড়তে, তার ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিতে, তার চাল-চুলো উড়িয়ে দিতে, এমনকি নিজের রক্তও প্রবাহিত করতে আদৌ কুণ্ঠিত নয়।

ধর্মগত অন্ধ-পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য জাতি নিজেকে ঠেলে দিচ্ছে ধ্বংসের দিকে, আত্মহত্যার দিকে।

মযহাবগত অন্ধ-পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। এক একটি সম্প্রদায় এক একজন ইমামকে নিজেদের 'মান্যবর'এর আসনে আসীন ক'রে অন্য মযহাবের

মতামতকে অবজ্ঞা করে, অন্য মযহাবের লোককে কটাক্ষ করে, অনেক সময় 'কাফের' বলে ফতোয়া জারী ক'রে আপোসে মারামারি করে।

ভাষাগত অন্ধ-পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। এক ভাষার লোক অন্য ভাষার লোককে ছোট জানে। অবশ্য মুসলিমদের নিকটে এ সিদ্ধান্ত শিরোধার্য যে, আরবীই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাষা, যেহেতু তা আল-কুরআনের ভাষা। কিন্তু বাঙালী হিন্দী ভাষার লোককে 'ছোট' জেনে 'বিহারী', 'পছিয়া' বলে নাক সিঁটকায়। অনুরূপ বিহারী ও পছিয়ারাও বাঙালীদেরকে 'বাঙ্গালী' বলে তাচ্ছিল্য করে। বরং এক এলাকার বাঙালীরাও অন্য এলাকার বাঙালীদেরকে ভাষা নিয়ে অবজ্ঞা করে।

অবশ্য এমন শ্রেণীর লোকেরা ছোট জ্ঞানের হয়। জ্ঞানী লোকেরা এই শ্রেণীর পক্ষপাতগ্রস্ত হন না।

এক জালসায় বক্তৃতা করলাম। জালসা শেষে এক বাঙালী আমার প্রতি ভক্তি প্রকাশ ক'রে সালাম-মুসাফাহার পর জিজ্ঞাসা করল, 'খুব সুন্দর ওয়ায করেছেন, আপনার বাড়ি কোন্ জেলায়?'

আমি বললাম, 'পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলায়?'

তখন চট্ ক'রে সে বলল, 'ওহো! আপ ইন্ডিয়া কা হ্যায়?'

আমি বললাম, 'কী ব্যাপার? আপনি আবার হিন্দী বলতে শুরু ক'রে দিলেন যে?'

বলল, 'হিন্দী কা সাথ, হিন্দী বাত বোলেগা।'

---কিন্তু হিন্দী হলেও আমি তো বাঙালী। আমার ভাষা তো বাংলাই। এতক্ষণ ওয়ায শুনলেন না?

---ইন্ডিয়াতে বাংলা হয় কী ক'রে?

---কেন? কোলকাতা রেডিওতে বাংলা শোনেন না?

---রেডিওতে বাংলা হলেই কি দেশের ভাষা বাংলা হয় নাকি? বিভিসি লন্ডন থেকে বাংলা হয়, তার মানে কি লন্ডনের ভাষা বাংলা?

চমৎকার যুক্তি! আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আপনি কি বাঙালী?'

---অবশ্যই।

---কিন্তু আপনি একটা কূপমন্ডুক।

---তার মানে?

---কেন বাংলা শব্দও বুঝতে পারলেন না?

---আপনি কি সব হিন্দী শব্দ বুঝেন?

---না, তা বুঝি না। তবে এটা বুঝলাম যে, আপনি একটা কুয়োর ব্যাঙ?

---তা কেন?

---কারণ, কোন্ কোন্ দেশে বাংলা বলা হয়---তা আপনি জানেন না। আর ইন্ডিয়াতেও যে হিন্দী ছাড়া আরো অন্য অনেক ভাষা বলা হয়---তারও খবর রাখেন না। জানেন কি, ভারতের জাতীয়-সঙ্গীতও বাংলায়?

আর ক্যাসেটে আমার বক্তৃতা শুনে এক অজ্ঞ মন্তব্য করেছে, আমি নাকি কেরালার লোক!

অন্য এক মযহাবী পক্ষপাতগ্রস্ত শিক্ষিত লোক আমার বই পড়ে মন্তব্য করেছেন, আমি নাকি বাঙালী নই! অবশ্য তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, 'বাংলাদেশী নই।'

বুরাইদার এক সভায় একাধিক উলামার জমায়েত ছিল। আমার বক্তৃতা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। সভার শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম---এক সাথে খাওয়া-দাওয়া করব বলে। কিন্তু এক দেশী ভাই সকল বক্তাকে ডেকে তাঁর বাসায় নিয়ে চলে গেলেন। আর আমি বিদেশী ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলাম। আহবায়ক হোটেল থেকে আমার খাবারের ব্যবস্থা ক'রে তিনিও চলে গেলেন! তাঁদের নাকি স্বদেশীয় কোন খাস মিটিং ছিল। আমি থাকলে তাঁদের অসুবিধা ছিল।

একদা কোর্টে একটি বিষয়ে সাক্ষী-সত্যায়নের সময় আমার সাথ দিলেন না অন্য দেশের হুজুররা। তাতে নাকি তাদের দেশের লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হত তাই! দেশগত অন্ধ-পক্ষপাতিত্বের ফলে সত্যের সাক্ষ্য না দিয়ে গোনাহগার হতে তাঁদের কোন দ্বিধা হল না। মহান আল্লাহ বলেন,

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لله وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا] (١٣٥) سورة النساء

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দাও; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীনই হোক, আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়-বিচার করতে খেয়াল-খুশীর অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কেটে চল, তাহলে (জেনে রাখ) যে, তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন। *(নিসাঃ ১৩৫)*

﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾

অর্থাৎ, যখন (সাক্ষ্য দিতে) ডাকা হয়, তখন যেন সাক্ষীরা অস্বীকার না করে। *(বাক্বারাহঃ ২৮২)*

[وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ] (٢٨٣)

অর্থাৎ, তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, বস্তুতঃ যে তা গোপন করে, নিশ্চয় তার অন্তর পাপময়। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। *(বাক্বারাহ ঃ ২৮৩)*

আর সেই সাক্ষ্য না দিয়ে আমাকে এমন অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিলেন যে, আমি ডুকরে কেঁদে উঠেছিলাম। অথচ দ্বীনের নবী ﷺ বলেন, "মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তাকে মিথ্যা বলবে না (বা মিথ্যাবাদী ভাববে না), তার সাহায্য না ক'রে তাকে অসহায় ছেড়ে দেবে না। এক মুসলিমের মর্যাদা, মাল ও খুন অপর মুসলিমের জন্য হারাম। আল্লাহভীতি এখানে (অন্তরে) রয়েছে। কোন মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ মনে করাটাই একটি মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।" *(তিরমিযী)*

অবশ্য পরিশেষে সেই দেশেরই দুই ব্যক্তি আমার সহযোগিতা করেছিলেন। আল্লাহ তাঁদেরকে 'জাযায়ে খাইর' দিন। তবে স্বদেশী ভাইদের কাছে তাঁদেরকে গুঁতুনি খেতে হয়েছিল।

ভাষা ও দেশগত পক্ষপাতিত্ব মানুষকে অন্ধ ক'রে ফেললে দ্বীনের ব্যাপারেও অপরকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করতে শুরু ক'রে দেয়। এক দাওয়াত অফিসে বাংলা বিভাগে লোকের প্রয়োজন। প্রস্তাব এল, ইন্ডিয়ান বাঙালী রাখা যাবে না। আর এ প্রস্তাব ছিল একজন দ্বীনের দায়ীর।

ইসলামী দায়ী নির্বাচনে দেশের লোক হতে হবে, তা কেন?

যেহেতু দেশের লোকই দেশের পরিবেশ বেশী জানবে। কিন্তু ইসলাম তো দেশ-বিদেশের সকলের জন্য। তাছাড়া প্রতিবেশী দেশের ট্রেডিশন, সভ্যতা ও সংস্কৃতি তো সমানই। অন্য ব্যাপারে সে কথা প্রকাশ করাই হয়। তাহলে একমাত্র দেশীয় অন্ধ-পক্ষপাতিত্বই কি সমানে কাজ করছে না?

দাওয়াতের কাজে দেশের লোক অথবা বিদেশের, 'হক' হলে তা গ্রহণ করতে বাধা থাকার কথা নয়। উর্দু ভাষার জন্য বিহারী, পছিয়া ও পাকিস্তানী সবাই কি উপকৃত হবে না?

ভাষাগত পক্ষপাতিত্বের ফলে হিন্দীরা তাদের খাস সভায় আমাকে আহবান করে না। কারণ, আমি বাঙালী। আর বাংলাদেশীরাও তাদের খাস বৈঠকে আমাকে আহূত করে না। কারণ, আমি হিন্দী!

অবশ্য আমার দোষ এই যে, আমি বলেছিলাম, আমরা সঊদী আরবে এসে কোন বিশেষ প্রতীক বা পরিচয় নিয়ে কাজ করব না। আমরা কেবল 'মুসলিম' পরিচয়ে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর দাওয়াত দেব।

'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,

আমি তোমাদেরই লোক,
আর কিছু নয়---
এই হোক শেষ পরিচয়।'

আমাদের নীতি হবে, আগে সংশোধন, পরে সংগঠন। আমরা সংকীর্ণ পরিচয়ের বেড়ি পায়ে লাগিয়ে দাওয়াতের বিশাল ময়দান অতিক্রম করতে পারব না। বিশেষ পরিচয় নিয়ে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকব না এবং কোন ব্যক্তিগত আঘাতের সময় নিজ সেই পরিচয়ের ভিত্তিতে বিরোধ সৃষ্টি করব না।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের মাঝে তিনটি কাজ হল জাহেলিয়াতের প্রথা, যা মুসলিমরা ত্যাগ করবে না; (মুর্দার জন্য) মাতম করা, তারা (ও নক্ষত্রের) মাধ্যমে বৃষ্টির আশা করা এবং জাহেলী যুগের ডাক ডাকা।"

বর্ণনাকারীকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'তা কেমনভাবে?' তিনি বললেন, 'হে অমুক গোত্র, হে অমুক গোত্র, হে অমুক গোত্র!' বলে ডাকা। *(সিঃ সহীহাহ ৪/৪১১)*

তিনি আরো বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের আদেশ করছি; যা আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন। রাষ্ট্রনেতার কথা শুনবে, তার আনুগত্য করবে, জিহাদ করবে, হিজরত করবে এবং (একই রাষ্ট্রনেতার নেতৃত্বে) জামাআতবদ্ধভাবে বসবাস করবে। যেহেতু যে ব্যক্তি বিঘত পরিমাণ জামাআত থেকে দূরে সরে যায়, সে আসলে ফিরে না আসা পর্যন্ত ইসলামের রশিকে নিজ গলা থেকে খুলে ফেলে দেয়। আর যে ব্যক্তি জাহেলী যুগের ডাক ডাকে, সে আসলে জাহান্নামীদের দলভুক্ত।"

এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! যদিও সে নামায পড়ে ও রোযা রাখে?' তিনি বললেন, "যদিও সে নামায পড়ে ও রোযা রাখে। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা আল্লাহর (নামে) ডাকে ডাকো, যিনি তোমাদের নাম দিয়েছেন 'মুসলিম, মু'মিন'।" *(ত্বাবারানী, আবূ য়্যা'লা, ইবনে হিব্বান, তিরমিযী ২৮৬৩নং)*

মহান আল্লাহ বলেন,

[وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ] سورة الحج

অর্থাৎ, সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত; তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠিনতা আরোপ করেননি; এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ); তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এই গ্রন্থেও; যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষী স্বরূপ হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি! *(হাজ্জ ঃ ৭৮)*

অবশ্য সেই ইসলামের কথা বলা হচ্ছে, যা খাঁটি। যা হল তাওহীদের সাথে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্যের সাথে তাঁর দাসত্ব করা এবং শির্ক ও মুশরিকদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা। সেই ইসলাম, যা দিয়ে নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে পাঠানো হয়েছে এবং সাহাবায়ে কিরাম তথা তাঁদের অনুসারিগণ পালন করেছেন।

জাহেলী যুগের এমন দলগত নাম ও ডাক ইসলামে পছন্দনীয় নয়। বানুল মুস্তালিক যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনো মুরাইসী' ঝর্ণার নিকট অবস্থান করছিলেন, এমন সময় কতকগুলো লোক পানি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সেখানে আগমন করে। আগমনকারীদের মধ্যে উমার ؓ-এর একজন শ্রমিক ছিল, যার নাম ছিল জাহজাহ গিফারী। ঝর্ণার নিকট আরো একজন ছিল, যার নাম ছিল সিনান বিন অবার জুহানী। কোন কারণে এই দু'জনের মধ্যে বাক-বিতন্ডা হতে হতে শেষ পর্যায়ে ধস্তাধস্তি ও মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এক পর্যায়ে জুহানী চিৎকার শুরু ক'রে দেয়, 'হে আনসার দল! (আমাকে সাহায্যের জন্য দ্রুত এগিয়ে এস।)' অপর পক্ষে জাহজাহ আহবান করতে থাকে, 'হে মুহাজির দল! (আমাকে সাহায্য করার জন্য তোমরা শীঘ্র এগিয়ে এস।)'

রসূল ﷺ তা দেখে বললেন, "আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান আছি অথচ তোমরা অজ্ঞতার যুগের আচরণ করছ? তোমরা এসব পরিহার করে চল, এ সব হচ্ছে দুর্গন্ধযুক্ত।" *(তিরমিযী ৩৩১৫নং)*

তিনি বলেছেন, "যদি লোককে দেখ যে, সে জাহেলিয়াতের বংশ-সম্পর্ক উত্থাপন করছে, তাহলে তোমরা তাকে তার বাপের লিঙ্গ কামড়াতে বল এবং ইঙ্গিত করো না। (বরং স্পষ্ট বলো)।" *(সহীহুল জামে ৫৮১নং)*

জাহেলী যুগের অন্ধ পক্ষপাতিত্ব এমন যে, তার ফলে তারা হক গ্রহণ করত না। অবশ্য এই পক্ষপাতিত্বে হিংসা ও অহংকার সজীবরূপে সক্রিয় থাকে। যার ফলে তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا] (٢٦) سورة الفتح

অর্থাৎ, যখন অবিশ্বাসীরা তাদের অন্তরে গোত্রীয় অহমিকা---অজ্ঞতা যুগের অহমিকা পোষণ করেছিল, তখন আল্লাহ তাঁর রসূল ও বিশ্বাসীদের উপর স্বীয় প্রশান্তি বর্ষণ করলেন; আর তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন এবং তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আর আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন। *(ফাতহ ঃ ২৬)*

কাফেরদের এই জাহেলী যুগের গোত্রীয় অহমিকা (আভিজাত্যের গর্ব)এর অর্থ হল, মক্কাবাসীদের মুসলিমদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া। তারা বলল যে, এরা আমাদের ছেলে ও বাপদেরকে হত্যা করেছে। লাত-উয্যার শপথ! আমরা এদেরকে কখনই এখানে প্রবেশ করতে দেব না। অর্থাৎ, তারা এটাকে মান-সম্মানের ব্যাপার মনে ক'রে নিল। আর এটাকেই 'অজ্ঞতা-যুগের অহমিকা' বলা হয়েছে। কারণ, কা'বা শরীফে ইবাদতের জন্য আগমনকারীদেরকে রোধ করার অধিকার কারো নেই। মক্কার কুরাইশদের শত্রুতামূলক এই আচরণের উত্তরে আশঙ্কা ছিল যে, মুসলিমদের আবেগ-উদ্যমের মধ্যেও উত্তেজনা এসে যেত এবং তাঁরাও এটাকে তাঁদের সম্মানের ব্যাপার মনে ক'রে মক্কায় প্রবেশ করার জন্য জেদ ধরতেন। ফলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে পড়ত। আর এই যুদ্ধ মুসলিমদের ক্ষেত্রে বড়ই বিপজ্জনক ছিল। এই জন্য মহান আল্লাহ মুসলিমদের অন্তরে প্রশান্তি অবতীর্ণ ক'রে দিলেন। অর্থাৎ, তাঁদেরকে ধৈর্য-সহ্য তথা উত্তেজনা সংবরণ করার তওফীক্ব দান করলেন। সুতরাং তাঁরা নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী হুদাইবিয়াতে থেমে গেলেন এবং আবেগপ্রবণ হয়ে মক্কা যাওয়ার প্রচেষ্টা করলেন না।

কেউ কেউ বলেন, মূর্খতাযুগের এই অহমিকা থেকে বুঝানো হয়েছে তাদের সেই আচরণকে, যা সন্ধি ও চুক্তির সময় তারা অবলম্বন করেছিল। তাদের এই আরচণ এবং সন্ধি উভয়টাই বাহ্যতঃ মুসলিমদের জন্য অসহ্যকর ছিল। কিন্তু পরিণতির দিক দিয়ে যেহেতু এতে ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণ ছিল, তাই অতীব অপছন্দনীয় ও কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে তা মেনে নেওয়ার সুমতি দান করলেন। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল এ রকম, যখন রসূল ﷺ মক্কার কুরাইশদের প্রেরিত প্রতিনিধিদের এই কথা মেনে নিলেন যে, এ বছর মুসলিমরা উমরার জন্য

মক্কায় যাবেন না এবং এখান থেকেই প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন তিনি আলী ﷺ-কে সন্ধিপত্র লেখার নির্দেশ দিলেন। তিনি (আলী ﷺ) রসূল ﷺ-এর নির্দেশে 'বিসমিল্লাহির রাহমা-নির রাহীম' লিখলেন। তখন তারা প্রতিবাদ করে বলল যে, 'রাহমান' ও 'রাহীম'কে আমরা জানি না। আমরা যে শব্দ ব্যবহার করি---অর্থাৎ, 'বিসমিকাল্লা-হুম্মা' (হে আল্লাহ! তোমার নাম নিয়ে) তাই দিয়ে শুরু করুন। তাই নবী ﷺ ঐভাবেই লিখালেন। তারপর তিনি লিখালেন, "এটা সেই চুক্তিপত্র যাতে আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ মক্কাবাসীদের সাথে সন্ধি করছেন।" তখন কুরাইশদের প্রতিনিধিগণ বলল যে, ঝগড়ার মূল কারণই তো আপনার 'রিসালাত' তথা রসূল হওয়া। যদি আমরা আপনাকে আল্লাহর রসূল বলে মেনেই নিতাম, তাহলে এর পর ঝগড়াই-বা আর কী রয়ে যেত? অতঃপর আপনার সাথে যুদ্ধ করার এবং আল্লাহর ঘর থেকে আপনাকে বাধা দেওয়ার প্রয়োজনই কী? অতএব, আপনি এখানে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র পরিবর্তে 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ' লিখুন। সুতরাং তিনি আলী ﷺ-কে এ রকমই লিখার নির্দেশ দিলেন। (এটা মুসলিমদের জন্য বড়ই লাঞ্ছনাকর ও উত্তেজনামূলক পরিস্থিতি ছিল। যদি আল্লাহ তাঁদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ না করতেন, তবে তাঁরা তা কখনই সহ্য করতে পারতেন না।) আলী ﷺ তাঁর নিজ হাত দিয়ে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' মিটিয়ে দিতে অস্বীকার করলেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, (আমাকে দেখিয়ে দাও) এ শব্দটি কোথায়? দেখিয়ে দিলে তিনি নিজের হাতে তা মিটিয়ে দিলেন এবং নিজে (মু'জিযাস্বরূপ) সেই স্থানে 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ' লিখলেন। এর পর এই চুক্তিপত্রে তিনটি জিনিস লেখা হয়। (ক) মক্কাবাসীদের মধ্যে যে ইসলাম গ্রহণ ক'রে নবী ﷺ-এর কাছে আসবে, তাকে (মক্কায়) ফিরিয়ে দেওয়া হবে। (খ) আর কোন মুসলিম মক্কাবাসীদের সাথে মিলিত হলে, (মক্কাবাসীরা) তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে না। (গ) মুসলিমগণ আগামী বছর মক্কায় আসবে এবং এখানে তিন দিন অবস্থান করতে পারবে। আর তাদের সাথে কোন অস্ত্র থাকবে না। *(বুখারী, মুসলিম ঃ জিহাদ অধ্যায়)* এর সাথে দু'টি কথা আরো লেখা হয়, (ক) এ বছর যুদ্ধ স্থগিত থাকবে। (খ) গোত্রগুলোর মধ্যে যে চায় মুসলিমদের সাথে এবং যে চায় কুরাইশদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে।

এইভাবে নিজেদের সুবিধা মতো চুক্তি অপরের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা সম্পাদন করল। আর তাতে তাদের বিশাল অন্ধ পক্ষ-পাতিত্ব প্রকাশ পেয়েছিল।

যদি কেউ পক্ষ-পাতগ্রস্ত হয়ে দ্বীনের কাজও করে, তবে তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। পক্ষ-পাতগ্রস্ত হয়ে জিহাদও কোন কাজে দেবে না ইসলামে।

আবূ হুরাইরা বলেন, আম্র বিন উক্বাইশের জাহেলী যুগের সুদের বকেয়া ছিল। সে তা পরিশোধ না নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে অসম্মত হল। ইতিমধ্যে উহুদের যুদ্ধ এসে উপস্থিত হল। (মদীনায় এসে) সে বলল, 'আমার চাচার গোষ্ঠির লোকেরা কোথায়?' লোকেরা বলল, 'তারা উহুদে আছে।' বলল, 'অমুক কোথায়?' বলা হল, 'উহুদে আছে।' বলল, 'অমুক কোথায়?' বলা হল 'উহুদে আছে।' সুতরাং সে তার বর্ম পরে ও অস্ত্র ধারণ ক'রে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হল। সেখানে যখন তারা তাকে দেখল, তখন বলল, 'সাবধান হে আম্র! তুমি আর অগ্রসর হবে না।' সে বলল, 'আমি ঈমান এনেছি।' সুতরাং সে যুদ্ধে শামিল হল এবং জখম হল। অতঃপর সেই বিক্ষত অবস্থায় তাকে তার পরিজনের কাছে বহন ক'রে আনা হল। সা'দ বিন মুআয এসে তার বোনকে বললেন, 'ওকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার গোত্রের পক্ষ-পাতিত্ব করতে গিয়ে এবং তাদের ক্রোধে ক্রোধান্বিত হয়ে কি (যুদ্ধ করেছে), নাকি আল্লাহর জন্য ক্রোধান্বিত হয়ে (যুদ্ধ করেছে)?' উত্তরে সে বলল, 'বরং আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য ক্রোধান্বিত হয়ে (যুদ্ধ করেছি)। অতঃপর সে মারা গেলে জান্নাত প্রবেশ করে। অথচ সে এক ওয়াক্তের নামাযও পড়েনি! *(আবূ দাউদ ২২৮৮-নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে, অন্ধ-পক্ষপাতিত্বের জন্য যুদ্ধ করে এবং লোক প্রদর্শনের জন্য (সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে) যুদ্ধ করে, এর কোন্ যুদ্ধটি আল্লাহর পথে হয়? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে উঁচু করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, একমাত্র তারই যুদ্ধ আল্লাহর পথে হয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি অন্ধ পতাকাতলে যুদ্ধ করে, অন্ধ-পক্ষপাতিত্বের জন্য ক্রোধান্বিত হয়, অন্ধ-পক্ষপাতিত্বের দিকে আহবান করে অথবা অন্ধ-পক্ষপাতিত্বের সাহায্য করে, অতঃপর সে মারা যায়, তার মরণ হয় জাহেলী যুগের মরণ।" *(মুসলিম)*

আমি বলেছিলাম, এক হয়ে থাকি, সহীহ আক্বীদা ও আমলের ডাক দিই। মহানবী ﷺ বলেছেন, "এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য অট্টালিকার ন্যায়, যার এক অংশ অন্য অংশকে মজবূত ক'রে রাখে।" তারপর তিনি

(বুঝাবার জন্য) তাঁর এক হাতের আঙ্গুলগুলি অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ঢুকালেন। *(বুখারী)*

তিনি আরো বলেছেন, "মু'মিনদের আপোসের মধ্যে একে অপরের প্রতি সম্প্রীতি, দয়া ও মায়া-মমতার উদাহরণ (একটি) দেহের মত। যখন দেহের কোন অঙ্গ পীড়িত হয়, তখন তার জন্য সারা দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

আমি বলেছিলাম, দেশে ভাগাভাগি হয়েছে হোক, বিদেশে আমরা ভাগাভাগি হয়ে থাকব না। কিন্তু যে রোগ রাতে ছিল, সে রোগ দিনেও থেকে গেল এবং যে রোগ দেশে ছিল, সে রোগ বিদেশেও দ্বীনী ভাইদেরকে ক্লিষ্ট করতে লাগল। এতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পান তাঁরা, যাঁরা হিদায়াতের দিশা পেয়ে অভিনবরূপে সত্যের একনিষ্ঠ অনুসারী হতে চান।

এইভাবেই মুসলিম উম্মাহ অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ক্রমোন্নতির গোড়ায় ঘুণ ধরছে এবং পতনশীল জাতির উঠে দাঁড়াবার শক্তি ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছে।

অন্ধ পক্ষ-পাতিত্বের জেরে শহুরে আলেম গেঁয়ো আলেমের সমালোচনা করছেন, বিদেশ পাশ-করা আলেমরা দেশীয় আলেমদের সমালোচনা করছেন, সুতরাং বিপক্ষের গীবত করতে অপর পক্ষ কি চুপ থাকবেন? কক্ষনই না। আর তার ফলে সাধারণ মানুষের চোখে উলামার কদর কমে যাচ্ছে। জাতির সকল শ্রেণীর নেতাগণ নিজ নিজ মান বৃদ্ধি করতে গিয়ে অপরের মান কমাতে তৎপর হয়ে উঠলে জাতির অবস্থা পতনশীল ছাড়া আর কী হতে পারে?

শতধা-বিচ্ছিন্ন এই জাতির মধ্যে ঐক্য ফিরিয়ে আনতে পারলে, দেশ, ভাষা, জাতি প্রভৃতির বেড়া ডিঙিয়ে এক হতে পারলে মুসলিমরা উন্নতির মুখ দেখত। অমুসলিমরাও তাদের কদর করত। কিন্তু যাদুঘরের বাঘ দেখে শিশুরাও ভয় পায় না, চিড়িয়াখানায় আবদ্ধ বাঘ দেখে কেউ ভয় পায় না। আপোস-দ্বন্দ্বে যে জাতির অবস্থা যাদুঘর বা চিড়িয়াখানার বাঘের মতো হয়ে গেছে, সে জাতিকে বিজাতি ভয় করবে কেন?

মতানৈক্য

মতের মিল না থাকাটা স্বাভাবিক। 'বিচিত্র বোধের এ ভুবন; লক্ষকোটি মন'। যত মন তত মত। তবুও বহু কিছুতে মিল আছে মনে-মনে। সেই মিলের দিকটা খেয়াল রেখে ঐক্য বজায় রাখলে জাতি অধঃপতনে পিছলে যাওয়া থেকে বাঁচতে পারে। কিন্তু বাস্তব বড় প্রতিকূল। কত বিষয় নিয়ে

উম্মাহর ঐক্য ভেঙ্গে খান-খান হয়ে গেছে। আর ভাঙ্গা মেরুদন্ড নিয়ে কেউ দাঁড়াতে পারে?

জাতির সংবিধান শিখিয়েছে,

[وَأَطِيعُواْ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ] (٤٦) سورة الأنفال

অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর ও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করো না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন। *(আনফালঃ ৪৬)*

[وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ] (١٠٣) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (ধর্ম বা কুরআন)কে শক্ত ক'রে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর; তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করলেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের (দোযখের) প্রান্তে ছিলে, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তা হতে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার। *(আলে ইমরানঃ ১০৩)*

কিন্তু কোথায় তার আমল? মহানবী ﷺ মদীনায় ছিন্ন মালা গেঁথে সুন্দর সমাজ গড়লেন। পরস্পরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ক'রে সংহতিপূর্ণ দেশ গড়লেন। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর তৃতীয় খিলাফত কালে ফিতনা শুরু হয়ে গেল। মানব মনের সন্দিহান ও প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশীর বশবর্তী হয়ে দল-মত তৈরি হল। উম্মাহর সোনার থালা ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গেল। ইয়াহুদী ও মুনাফিক গোষ্ঠির চক্রান্তে পড়ে বহু মুসলিম সেই ফিতনার শিকার হয়ে গেল। খারেজী বা খাওয়ারেজ বিদ্রোহী দলের সৃষ্টি হল। ঐকবদ্ধ জামাআতের মাঝে বিচ্ছিন্নতার জন্ম হল। আলী ﵁-এর খিলাফতকে কেন্দ্র ক'রে শিয়া ফির্কা সৃষ্টি হল। আজও উম্মতের একটা বিরাট অংশ সেই ফির্কার মতবাদ নিয়ে সঠিক ইসলাম থেকে দূরে সরে থাকল।

তারপরেও অনেক ফির্কা সৃষ্টি হল, সুফীবাদ, দর্শনবাদ ইত্যাদি। সুন্নী ভাগ হল মযহাব সৃষ্টি ক'রে। নিজ নিজ ইমামের অন্ধ পক্ষপাতিত্ব বজায় রেখে নিজ নিজ মযহাব নিয়ে খোশ থাকল বিরাট সংখ্যক একদল মুসলিম। তাতেও দোষ ছিল না, যদি তারা আক্বীদায় আহলে সুন্নাহ অলজামাআহ হত। কিন্তু আক্বীদায় শির্ক থাকার ফলেও তাদের অনেকে ইসলামের সঠিক রাজপথ থেকে দূরে সরে থাকল। জামাআতী, তবলীগী, বেরেলী, দেওবন্দী নামেও দল বের হল। একদল অন্য দলকে 'কাফের' ফতোয়া দিয়ে আপোসের শত্রুতা বাড়িয়ে তুলল। সেই সাথে ধর্মনিরপেক্ষ নামক একটি মুসলিম নামধারী সমাজ তো রয়েছেই। রয়েছে রাজনৈতিক দলাদলির বিচ্ছিন্নতা। তাতে বাপ-বেটা, ভাই-ভাই, এমনকি স্বামী-স্ত্রীও বিরোধী দলের হয়ে ছিন্ন-ভিন্ন! সব মিলে জাতির এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়েছে বিজাতি। তারাও উক্ত দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ ক'রে 'সাম-দান-ভেদ-দন্ড' প্রয়োগ ক'রেছে এবং নানা আগ্রাসনের মাধ্যমে জাতিকে ভক্ষিত তৃণের মতো ক'রে ছেড়েছে।

অথচ 'ডিভাইড এন্ড রুল'-এর নীতি ছিল ফিরআউনের। মহান আল্লাহ বলেন,

[إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ] (٤) سورة القصص

অর্থাৎ, ফিরআউন আপন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং সেখানকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ক'রে ওদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল; সে ওদের পুত্রদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিঃসন্দেহে সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। *(ক্বাস্বাসঃ ৪)*

কোন মুসলিম পারে না জাতির ঐক্যের মাঝে ফাটল ধরাতে। যেহেতু মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে বলেছেন,

[إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ] (١٥٩) سورة الأنعام

অর্থাৎ, অবশ্যই যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন কাজের দায়িত্ব তোমার নেই, তাদের বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। তিনিই তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদেরকে অবহিত করবেন। *(আনআমঃ ১৫৯)*

আর উম্মাহকে বলেছেন,

[مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣١) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ] (٣٢) سورة الروم

অর্থাৎ, তোমরা বিশুদ্ধ-চিত্তে তাঁর অভিমুখী হও; তাঁকে ভয় কর। যথাযথভাবে নামায পড় এবং অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না; যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মত সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে; প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত। *(রূমঃ ৩১-৩২)*

কিন্তু তবুও পাশ্চাত্যের রাজনীতি মুসলিম সমাজে প্রবিষ্ট হয়ে সমাজ দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয় দলের শহীদ মুসলিম নিজ দলের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত, তার দল-বিরোধী মানুষের প্রাণ নিতেও প্রস্তুত, চাহে সে নামাযী মুসলিম হোক না কেন, তাকে ঘর-ছাড়া করতে, তার ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিতে, তার বিষয়-সম্পত্তি বোম দিয়ে উড়িয়ে দিতে তার কোন দ্বিধা নেই। রাজনীতির জন্য সন্ত্রাসের পথ বেছে নিতে তার কোন বাধা নেই। যেহেতু তখন সে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ নয়, তখন সে শুধুমাত্র পার্টির জন্য একনিষ্ঠ। সে তখন পার্টির জন্য সব কিছু দিতে পারে, আল্লাহর জন্য কিছু দিতে পারে না। সে পার্টির জন্য ইসলামকে ব্যবহার করে, কিন্তু ইসলামের জন্য পার্টিকে ব্যবহার করে না। আর মুসলিম হয়ে কখনো বলে, 'সব ধর্ম সমান।' আবার কখনো বলে, 'ইসলামে রাজনীতি নেই।' অবশ্য শেষোক্ত কথাটি ঠিকই বলে। কারণ তার উদ্দেশ্য হল, তাদের বর্তমানের যে খুন-ধর্ষণের রাজনীতি, ভোটাভোটি ও ফাটাফাটির রাজনীতি, কাদা ছুঁড়াছুঁড়ির রাজনীতি, দলীয় কেশাকেশির রাজনীতি ইসলামে নেই।

শুধু রাজনৈতিক দলই নয়, ইসলামী সংগঠনও নেতাদের পরস্পর হিংসাবশতঃ এবং পদের লালসার শিকার হয়ে ভেঙ্গে খান-খান হয়ে যাচ্ছে। পদ না পেলেই জামাআত পাল্টাচ্ছে, নচেৎ নতুন জামাআত গঠন করছে!

অবশ্য এটা যে হবে, সে কথা বাস্তব। যেহেতু মহানবী ﷺ বলে গেছেন, "নিশ্চয় শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে যে, আরব দ্বীপে নামাযী (মুসলিম)রা তার পূজা করবে। তবে (এ বিষয়ে সুনিশ্চিত) যে, সে তাদের মধ্যে উস্কানি দিয়ে (উত্তেজনা সৃষ্টি ক'রে তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত করতে সফল হবে।)" *(মুসলিম)*

সা'দ ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ বনী মুআবিয়ার মসজিদে প্রবেশ ক'রে দু' রাকআত নামায পড়লেন। আমরাও তাঁর সাথে নামায পড়লাম। তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট সুদীর্ঘ দুআ করলেন। অতঃপর ঘুরে বসে বললেন, "আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তিনটি জিনিস

প্রার্থনা করলাম। কিন্তু তিনি আমাকে দু’টি জিনিস দান করলেন এবং একটি জিনিস দিলেন না। আমি প্রার্থনা করলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ-কবলিত ক’রে ধ্বংস না করেন, তিনি আমাকে তা দিলেন। আমি চাইলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে বন্যা-কবলিত ক’রে ডুবিয়ে ধ্বংস না করেন, তিনি আমাকে তা দিলেন। আমি চাইলাম, তিনি যেন আমার উম্মতের মাঝে গৃহদ্বন্দ্ব না রাখেন, তিনি আমাকে তা দিলেন না।” *(মুসলিম, মিশকাত ৩/২৫০)*

খাব্বাব ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে নিয়ে খুব লম্বা নামায পড়লেন। লোকেরা বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি এমন নামায পড়লেন, যা আগে পড়তেন না।’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ, এটি ছিল আগ্রহ ও ভীতির নামায। আমি এতে আল্লাহর নিকট তিনটি জিনিস প্রার্থনা করলাম। কিন্তু তিনি আমাকে দু’টি জিনিস দান করলেন এবং একটি জিনিস দিলেন না। আমি প্রার্থনা করলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ-কবলিত ক’রে ধ্বংস না করেন, তিনি আমাকে তা দিলেন। আমি চাইলাম, তিনি যেন আমার উম্মতের উপর কোন পর-শত্রুকে আধিপত্য না দেন, তিনি আমাকে তা দিলেন। আমি চাইলাম, তিনি যেন আমার উম্মতের মাঝে গৃহদ্বন্দ্ব না রাখেন, তিনি আমাকে তা দিলেন না।” *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত ৩/২৫০)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “আমি চাইলাম, তিনি যেন তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত ক’রে এক দলকে অপর দলের নিপীড়নের আস্বাদ গ্রহণ না করান, কিন্তু তিনি আমাকে তা দিলেন না।” *(সহীহুল জামে’ ২৪৩৩নং)*

অবশ্য তাতে উম্মত সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না। তবে অধঃপতনের একটি উন্মুক্ত পথ নিশ্চয়ই বটে।

মুনাফিক্বী ও কপটতা

মুসলিমদের অধঃপতনের জন্য বহুলাংশে দায়ী তাদের সমাজে মিলে-মিশে বাসরত একটি গোষ্ঠি, যারা নামে মুসলিম, কামেও অনেক সময় নামায-রোযা করে, দাড়ি রাখে, টুপি লাগায়, কিন্তু তাদের অন্তর মুনাফিক্বী ও কপটতায় ভরতি। এরা আসলে মুসলিমদের ভালাই চায় না। পারলে তাদের ক্ষতি করে, তাদের অধোগতি পছন্দ করে।

মুসলিমরা ইসলামের স্বর্ণযুগ থেকেই তাদের হাতে মার খেয়ে খেয়ে আসছে, তাদের চক্রান্তের শিকার হয়ে বহু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহুবার। আজও তাদের ছোবল থেকে মুক্ত নয় জাতি। এরা ঘরের ঢেঁকি কুমীর। এরা ঘরের শত্রু বিভীষণ। এরা জাতির ঘর-চোর। আর পর-চোরকে পার আছে, কিন্তু ঘর-চোরকে পার নেই। তাই জাতি তাদের অনিষ্টকারিতা থেকে বাঁচতে পারছে না। আর বাঁচতে পারছে না বলেই মার খাচ্ছে, পঙ্গু হচ্ছে।

রাজনৈতিক পর্যায়ে এরা জাতির প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে বিজাতির হাতে জাতিকে বিক্রি ক’রে দিচ্ছে। সংস্কার, প্রগতি, উন্নয়নের নামে জাতির প্রকৃত রূপকে বিকৃত করছে। অনেকে বিজাতির চামচা হয়ে নিজ জাতির বড় খিয়ানত করছে। বিজাতির সভ্যতায় মুগ্ধ হয়ে অজ্ঞানে নিজের জাতিকে তুচ্ছ করছে। নিজের সভ্যতা না বুঝেই পরের সভ্যতাকে সুন্দর ভাবছে।

‘ইসলামে তুমি দিয়ে কবর মুসলিম বলে কর ফখর
মুনাফিক তুমি সেরা বেদ্বীন,
ইসলামে যারা করে যবেহ তুমি তাদেরই হও তাবে
তুমি জুতা-বওয়া তারই অধীন।’

তারা কবির এই কবিতার মূর্ত-প্রতীক।

তারা তাগূতী ‘ধর্ম-নিরপেক্ষতা’য় মুগ্ধ হয়ে ইসলামী আইন ও আদালতকে ঘৃণা করল। নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগছিল বলে অথবা নিজেদের গদি লাভের তাগীদে ইসলামী শাসন ও আদালত তুলে দিল। মুসলিমদের ঈমান ও আমলকে তুলে দিল বিজাতির হাতে। নামধারী মুসলিম নাস্তিকরা বিকিয়ে গেল বিজাতির হাতে, জাতিকেও বেচে দিল বিজাতির হাটে। কেউ কেউ নিজের কলম বিক্রি ক’রে জাতির মূলে কুঠারাঘাত করল। ‘মৌলবাদী, সন্ত্রাসবাদী’ প্রভৃতি নাম দিয়ে স্বজাতির বদনাম করল। তারা দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাতকে বিক্রি করল। মহান আল্লাহ বলেন,

“মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বলে, ‘আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী’, কিন্তু তারা বিশ্বাসী নয়।

আল্লাহ এবং বিশ্বাসিগণকে তারা প্রতারিত করতে চায়, অথচ তারা যে নিজেদের ভিন্ন কাউকেও প্রতারিত করে না। এটা তারা অনুভব করতে পারে না।

তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন ও তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী।

তাদেরকে যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না', তারা বলে, 'আমরা তো শান্তি স্থাপনকারীই।'

সাবধান! এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু এরা এটা অনুভব করতে পারে না।

যখন তাদের বলা হয়, 'অপরাপর লোকদের মত তোমারাও বিশ্বাস কর', তারা বলে, 'নির্বোধেরা যেরূপ বিশ্বাস করেছে আমরাও কি সেরূপ বিশ্বাস করব?' সাবধান! এরাই নির্বোধ, কিন্তু এরা জানে না।

যখন তারা বিশ্বাসিগণের সংস্পর্শে আসে, তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করেছি।' আর যখন তারা নিভৃতে তাদের দলপতিগণের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি; আমরা শুধু তাদের সাথে পরিহাস ক'রে থাকি।'

আল্লাহ তাদের সাথে পরিহাস করেন, আর তাদের অবাধ্যতায় তাদেরকে বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন।

এরাই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ ক্রয় করেছে। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, তারা সৎপথে পরিচালিতও নয়।

তাদের দৃষ্টান্ত, যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বলিত করল; তা যখন তার চারদিক আলোকিত করল, আল্লাহ তখন তাদের জ্যোতিঃ অপসারিত করলেন এবং তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন; তারা কিছুই দেখতে পায় না।

তারা বধির, বোবা ও অন্ধ; সুতরাং তারা ফিরবে না।

কিংবা যেমন আকাশের মুষলধারা বৃষ্টি, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ-চমক। বজ্রধ্বনিতে তারা মৃত্যুভয়ে তাদের কানে আঙ্গুল দেয়। আল্লাহ অবিশ্বাসীদের পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

বিদ্যুৎ-চমক তাদের দৃষ্টি-শক্তিকে প্রায় কেড়ে নেয়। যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়, তারা তখনই পথ চলতে থাকে এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখন তারা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করতেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" *(বাক্বারাহঃ ৮-২০)*

কী চমৎকার তাদের গুণাবলী! কী ভয়ানক তাদের কর্মাবলী! কত স্পষ্ট তাদের চক্রান্ত! কিন্তু তবুও জাতি কি তাদের হাত থেকে বাঁচতে পারছে? না। কারণ পুকুরের পানিতে কুমীর থাকলে সেখানে নামতে না দিয়ে ছেলেকে বাঁচানো যায়, কিন্তু ঘরের ঢেঁকিই যদি কুমীর হয়, তাহলে ছেলেকে বাঁচানো যাবে কীভাবে?

যে জাতির উপরে উঠার সময় তারই কোন লোক পায়ে ধরে টান দিলে সে জাতি উপরে উঠে কীভাবে? যে পাত্রের নিচে চোরা ছিদ্র থাকে, সে পাত্র পরিপূর্ণ হয় কীভাবে?

আতান তুর্ক কামাল পাশার মতো পদস্থ মুসলমানরা, যাদের কাছে মুসলিম দ্বীনদার শিক্ষিত যুবকরা চাকরির জন্য গেলে যদি বলে, 'তোমাদের নবীর সুন্নত ছাগল চরানো, ছাগল চরিয়ে খাওগে। সরকারি চাকরি নিয়ে কী করবে?!' তাহলে জাতির পার্থিব মান বর্ধন হবে কীভাবে?

সালমান রুশদী ও তাসলিমা নাসরীনের মতো মুনাফিক লেখকেরা যদি টাকা খেয়ে বিজাতির কাছে জাতির কুৎসা গায়, তাহলে সে জাতির ভাবমূর্তি বিশ্ব জন-মানবের কাছে বিকৃত হবে না কেন?

জাতির বহু লোকও আছে, যারা সেই মুনাফিকদের কথা শোনে। আর তার ফলে বিপদ আরো বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ বলেন,

[لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ] (٤٧) سورة التوبة

অর্থাৎ, যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত, তাহলে কেবল তোমাদের মাঝে বিভ্রাটই বৃদ্ধি করত এবং তারা তোমাদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছুটাছুটি করত। আর তোমাদের মধ্যে তাদের কতিপয় অনুগত (কথা শোনার লোক) রয়েছে। আল্লাহ যালেমদের সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন। *(তাওবাহঃ ৪৭)*

জিহাদ বর্জন

জিহাদ মানে সংগ্রাম। মুসলিমরা দুনিয়ার জন্য সংগ্রাম করলেও দ্বীনের জন্য সংগ্রাম পরিত্যাগ করেছে। ইসলামকে সঠিক অর্থে দুনিয়ার মানুষের সামনে পেশ করতে শৈথিল্য করেছে, প্রয়োজনে জিহাদে পিছপা থেকেছে, তাই তারা পরাজয়ের শিকার হয়েছে।

সঠিক জীবন-পথে জিহাদ নেই, জান-মালের জিহাদ নেই, কলম ও মুখের জিহাদ নেই। পক্ষান্তরে অবৈধ উপায়ে ধন-সংগ্রহে জিহাদ আছে, অবৈধ পার্থিব বিষয়ে জিহাদ আছে। জিহাদ নেই নিজেকে বৈধভাবে বাঁচাবার পথে। জিহাদ নেই জাতির হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার পথে, জিহাদ নেই জাতির কলঙ্কিত ভাবমূর্তির কলঙ্ক মুছার পথে। তাই তো জাতি অন্য জাতির কাছে অবহেলিত, পদদলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, ঘৃণিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও নিষ্পিষ্ট।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যখন তোমরা ঈনাহ (সূদী) ব্যবসা করবে এবং গরুর লেজ ধরে কেবল চাষ-বাস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে, আর জিহাদ ত্যাগ করে বসবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর এমন হীনতা চাপিয়ে দেবেন; যা তোমাদের হৃদয় থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত দূর করবেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের দ্বীনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছ।" *(মুসনাদে আহমদ ২/২৮, ৪২, ৮৪, আবু দাউদ ৩৪৬২, বাইহাকী ৫/৩১৬)*

তিনি আরো বলেন, "-----এক জাতি হবে যারা গরুর লেজ ধরে চাষবাস করবে এবং জিহাদে বিমুখতা প্রকাশ করবে, তারা হবে ধ্বংস।" *(আবূ দাউদ ৪৩০৬, মিশকাত ৫৪৩২ নং)*

প্রকাশ থাকে যে, জিহাদ মানে সন্ত্রাস নয় কখনই।

পাপ দৃষ্টিচ্যুত করা

আরবীতে দু'টি বিপরীতমুখী শব্দ আছে, ইফসাদ ও ইসলাহ। 'ইফসাদ' মানে ফাসাদ সৃষ্টি করা, অশান্তি সৃষ্টি করা, অন্যায় ও পাপাচার ক'রে বেড়ানো ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে 'ইসলাহ' মানে শান্তি স্থাপন করা, সংশোধন করা, সংস্কার করা, সদাচার করা, অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিকার করা, সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও মন্দকাজে বাধা দেওয়া ইত্যাদি।

ইফসাদ পরাজয় ও ধ্বংসের কারণ। আর ইসলাহ বিজয় ও সুখলাভের কারণ। জাতির মাঝে যখন ফাসাদ বেশি হয়, অন্যায়, দুর্নীতি, অবিচার ও অশান্তি ব্যাপক হয়, তখনই জাতির জীবনে ধ্বংস ও পরাজয় নেমে আসে।

মা যয়নাব বিন্তে জাহ্‌শ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা নবী ﷺ শঙ্কিত অবস্থায় আমার নিকট প্রবেশ ক'রে বললেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই।) আসন্ন বিপদের দরুন আরবের মহাসর্বনাশ। আজই ইয়া'জূজ-মা'জূজের প্রাচীরে এই পরিমাণ ছিদ্র হয়ে গেছে।" এ কথা বলার সাথে সাথে তিনি তাঁর বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা গোলাকার বৃত্তি বানালেন (এবং ঐ ছিদ্রের পরিমাণের প্রতি ইঙ্গিত করলেন)।

এ কথা শুনে আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মাঝে নেক লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, যখন নোংরামির মাত্রা বেড়ে যাবে।" *(বুখারী ৩৩৪৬, মুসলিম ২৮৮০নং)*

মানুষ যদি নোংরামিতে রাজি থাকে, অন্যায়ে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি জাতি বাধা না দেয়, তাহলে আল্লাহর আযাব ব্যাপক হয়।

মহানবী ﷺ বলেন, "সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! তোমরা অতি অবশ্যই সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে বাধা দান করবে, নতুবা অনতিবিলম্বে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের উপর তাঁর কোন আযাব প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর নিকট দুআ করবে; কিন্তু তিনি তা মঞ্জুর করবেন না।" *(আহমাদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৭০৭০নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত থাকে, তখন সে ব্যক্তিকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি তারা তাকে বাধা না দেয় (এবং ঐ পাপাচরণ বন্ধ না করে), তাহলে তাদের জীবদ্দশাতেই আল্লাহ তাদেরকে তাঁর কোন শাস্তি ভোগ করান।" *(আহমাদ ৪/৩৬৪, আবূ দাউদ ৪৩৩৯, ইবনে মাজাহ ৪০০৯, ইবনে হিব্বান, সহীহ আবূ দাউদ ৩৬৪৬ নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে কোন সম্প্রদায়ে যখন পাপাচার চলতে থাকে, তখন তারা প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও যদি বন্ধ করার লক্ষ্যে কোন চেষ্টা-সাধনা না করে, তাহলে আল্লাহ ব্যাপকভাবে তাদের মাঝে আযাব প্রেরণ ক'রে থাকেন।" *(সহীহ ইবনে মাজাহ ৩২৩৮নং)*

ক্বাইস বিন আবূ হাযেম বলেন, একদা হযরত আবূ বকর رضي الله عنه দন্ডায়মান হয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা ক'রে বললেন, 'হে লোকসকল! তোমরা অবশ্যই এই আয়াত পাঠ ক'রে থাক---

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ] (١٠٥) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের আত্মরক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। *(সূরা মাইদা ১০৫ আয়াত)*

কিন্তু আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "লোকেরা যখন কোন গর্হিত (শরীয়ত-পরিপন্থী) কাজ দেখেও তার পরিবর্তন সাধনে যত্নবান হয় না, তখন অনতিবিলম্বে আল্লাহ তাদের জন্য তাঁর কোন শাস্তিকে ব্যাপক ক'রে দেন।" *(আহমাদ, আসহাবে সুনান, ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে মাজাহ ৩২৩৬নং)*

কেন সেই ধ্বংস আসবে, কেন শাস্তি ব্যাপক হবে? কেন হেঁটকার সাথে মসুরি পিষা যাবে? কেন গমের সাথে ঘুণও পিষা যাবে? তার উত্তর দিয়েছেন মহানবী ﷺ। তিনি বলেছেন, "আল্লাহর নির্ধারিত সীমায় অবস্থানকারী

(সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদানকারী) এবং ঐ সীমা লংঘনকারী (উক্ত কাজে তোষামোদকারীর) উপমা হল এক সম্প্রদায়ের মত; যারা একটি দ্বিতলবিশিষ্ট পানি-জাহাজে লটারি করে কিছু লোক উপর তলায় এবং কিছু লোক নিচের তলায় স্থান নিল। (নিচের তলা সাধারণতঃ পানির ভিতরে ডুবে থাকে। তাই পানির প্রয়োজন হলে নিচের তলার লোকদেরকে উপর তলায় যেতে হয় এবং সেখান হতে সমুদ্র বা নদীর পানি তুলে আনতে হয়।) সুতরাং পানির প্রয়োজনে নিচের তলার লোকেরা উপর তলায় যেতে লাগল। (উপর তলার লোকদের উপর পানি পড়লে তারা তাদের উপর ভাগে আসা অপছন্দ করল। তারা বলেই দিল, 'তোমরা নিচে থেকে আমাদেরকে কষ্ট দিতে এসো না।') নিচের তলার লোকেরা বলল, 'আমরা যদি আমাদের ভাগে (নিচের তলায় কোন স্থানে) ছিদ্র ক'রে দিই, তাহলে (দিব্যি আমরা পানি ব্যবহার করতে পারব) আর উপর তলার লোকদেরকে কষ্টও দেব না। (এই পরিকল্পনার পর তারা যখন ছিদ্র করতে শুরু করল।) তখন যদি উপর তলার লোকেরা তাদেরকে নিজ ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয় (এবং সে কাজে বাধা না দেয়), তাহলে সকলেই (পানিতে ডুবে) ধ্বংস হয়ে যায়। (উপর তলার লোকেরা সে অন্যায় না করলেও রেহাই পেয়ে যাবে না।) পক্ষান্তরে উপর তলার লোকেরা যদি তাদের হাত ধরে (জাহাজে ছিদ্র করতে) বাধা দেয়, তাহলে তারা নিজেরাও বেঁচে যায় এবং সকলকেই বাঁচিয়ে নেয়।" *(বুখারী ২৪৯৩, ২৬৮৬, তিরমিযী ২১৭৩নং)*

সকল পাপের সাজা আল্লাহ দুনিয়ায় দেন না। কিন্তু যখন দেন, তখন তা ভূমি-ধস, আকৃতি-পরিবর্তন, ঝড়-ঝঞ্ঝা, তুফান-প্লাবন, ভূমিকম্প-আগ্নেয়গিরি, মহামারী, মড়ক রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষকে শায়েস্তা করেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

[وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ]

অর্থাৎ, এরূপই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও; যখন তিনি কোন অত্যাচারী জনপদের অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেন। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত যাতনাদায়ক, কঠিন। *(হূদঃ ১০২)*

অবশ্য জাতির মধ্যে সংস্কারের লোক থাকলে মহান আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন না। সংস্কার ও সংশোধনের কাজ যে যাবৎ চালু থাকবে, সে যাবৎ আল্লাহর কোন আযাব আসবে না। এটা আল্লাহর ওয়াদা,

[فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ * وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ] (هود:١١٦-١١٧)

অর্থাৎ, যেসব উম্মত তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে, আমি যাদেরকে রক্ষা করেছিলাম তাদের মধ্য হতে অল্প কতক ব্যতীত এমন সজ্জন ছিল না, যারা পৃথিবীতে অশান্তি ঘটাতে বাধা প্রদান করত। যালেমরা যে আরাম-আয়েশে ছিল, তার পিছনেই পড়ে রইল। আর তারা ছিল অপরাধী। আর তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, জনপদসমূহকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস ক'রে দেন, অথচ ওর অধিবাসীরা সদাচারী থাকে। *(হূদঃ ১১৬-১১৭)*

পক্ষান্তরে সংস্কার ও সংশোধনের কাজ বন্ধ থাকলে অচিরে আল্লাহর আযাব এসে জাতিকে গ্রাস করে। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ ......]

(النمل:٤٨-٥٣)

অর্থাৎ, সে শহরে ছিল নয় জন এমন ব্যক্তি, যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করত না। ওরা বলল, 'তোমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর যে, আমরা রাত্রিকালে তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে অবশ্যই হত্যা করব; অতঃপর তার দাবিদারকে নিশ্চয় বলব, তার পরিবার-পরিজনকে হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি; আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।' ওরা চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও চক্রান্ত করলাম, কিন্তু ওরা বুঝতে পারেনি। অতএব দেখ ওদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে; আমি অবশ্যই ওদেরকে এবং ওদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি। এই তো তাদের বাড়ী-ঘর; তাদের সীমালংঘন হেতু তা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে এবং যারা বিশ্বাসী ও সাবধানী ছিল, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি। *(নাম্‌লঃ ৪৮-৫৩)*

কোন কোন সময় আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ থাকে তাঁর খাস বান্দাদের প্রতি, তাই তাঁরা বিপদের মাঝেও বেঁচে যান। নচেৎ আম আযাবে ভাল-মন্দ সবাই নিষ্পিষ্ট হয়।

বিশেষ ক'রে তখনকার ভাল লোকদের এই দোষ থাকে যে, তারা মন্দকাজে বাধা দেয় না। যেহেতু মন্দকাজের লোকেরা প্রভাবশালী ও প্রতাপশালী থাকে অথবা নিজেরা তাদের সাথে খোশামদি ও তোষামোদির সাথে কালাতিপাত করে, তাই তাদেরকে ছাড়া হয় না।

অনেকে আঘাত পেয়ে বলে, 'কী দরকার, ঘরের খেয়ে বনের মোষ চরানো?' অনেকে বলে, 'নিজের চরকায় তেল দাও।' কেউ বলে, 'চাচা আপনা জান বাঁচা।' কেউ বলে, 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম।' কেউ বলে, 'যে কাঠ খাবে, সে আঙ্গার হাগবে।' কেউ বলে, 'যে পাপ করবে, সে হিসাব দেবে, পরের তাতে নাক গলানোর দরকার কী?'

এইভাবে আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর মানুষেরা অপরাধীদের অপরাধকে দৃষ্টিচ্যুত করে। অপরের পাপ দেখেও চুপ থাকে। অথবা নিজের দুর্বলতম ঈমানের পরিচয় দিয়ে মুখে খিল এঁটে নেয়। যেহেতু সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধা দিতে গেলে তাকে তাদের কাছে 'খারাপ' হতে হবে তাই।

সুতরাং অপরাধীদের কাছে 'ভাল' থেকে মোসাহেবি করে। অপরাধ দেখেও চুপ থাকে, প্রতিবাদ করে না। বলে, 'যে বিষয়ে আমরা একমত, সেই বিষয়ে মিলে-মিশে কাজ করি।' অথচ যে বিষয়ে অমত, সে বিষয় যদি শির্ক হয় অথবা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়, তাহলে সে বিষয়ে চুপ থাকলে যে তার অপরাধ ছোট নয়, তা বলাই বাহুল্য।

অপরাধ দেখে চুপ থাকার যে অপরাধ ছিল মূসা ﷺ-এর জাতির, তার জন্য তাকে নর থেকে বানর জাতিতে পরিণত হয়ে ধ্বংস হতে হয়েছে। সে কথা মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٦٥) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ (١٦٦)

অর্থাৎ, যে উপদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হল, তখন যারা মন্দ কাজে বাধা দান করত, তাদেরকে আমি উদ্ধার করলাম এবং যারা অত্যাচারী ছিল তারা সত্যত্যাগ করত বলে আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তির সাথে পাকড়াও করলাম। অতঃপর তাদের জন্য যে কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, সে কাজেও তারা যখন সীমালংঘন করতে লাগল, তখন আমি তাদেরকে বললাম, 'তোমরা ঘৃণিত বানরে পরিণত হও!' *(আ'রাফঃ ১৬৫-১৬৬)*

প্রতিবাদ ও প্রতিকার করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে জাতি পাপ দেখে 'মানবাধিকার' বা 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা'র দোহাই দিয়ে চুপ থাকে, সে জাতি ইলাহী গযব থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।

আবেগপ্রবণ হওয়া

বাপ-বেটায় পথ চলছিল। রাস্তায় বাপের পুরনো শত্রু এক জাঁদরেলের সাথে দেখা। সাক্ষাতের শুরুতেই জাঁদরেল বাপকে গালাগালি শুরু ক'রে দিল। তার প্রতিশোধ ও মুখ নিতে বেটাও গালাগালি শুরু করল। বেটার জোশ খুব বেশি, কিন্তু জ্ঞানে হুঁশ কম, দেহে শক্তি অল্প। তবুও লাফিয়ে লাফিয়ে জাঁদরেলকে বলতে লাগল, 'হারামজাদা! তোর দাঁত ভেঙ্গে দেব।'

---তোর আর তোর বাপের মাথা গুঁড়িয়ে দেব।

---আমার বাপের গায়ে হাত দে দেখি, তোর মাথা উড়িয়ে দেব।

জাঁদরেল তার বাপের মুখে মারল এক ঘুসি। তা দেখে বেটা বলল, 'শালা! আর একবার মার দেখি, তোর নাক ভেঙ্গে দেব!'

আবারও জাঁদরেল তার বাপকে মারল। ছেলে আবারও একই কথা বলল। কিন্তু জাঁদরেলকে মারতে সে পারল না। পুনরায় জাঁদরেল নিরীহ বাপকে আর এক ঘুসি মারলে সে ছেলেকে বলল, 'চুপ কর! বাক্যেতে পর্বত, কিন্তু কার্যে তুলাকার। পারবি না তো মুখে ফুটানি কেন? ফুটানি না করলে তো বারবার আমাকে মারটা খেতে হয় না।'

জাতির মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যাদের লম্ফ-ঝম্পের কারণে জাতিকে মার খেতে হচ্ছে। তারা মুখে খুব তর্জন-গর্জন করে, কিন্তু কার্যতঃ তার ফলে জাতির জীবনে আরও জ্বালা আসে। তারা জাতির মায়ায় করতে চায় অনেক কিছু, কিন্তু বানাবার জায়গায় বিগড়ে দেয়। তারাই পানির ছিটা দিয়ে লগির গুঁতো খায়। মৌচাকে ঢিল মেরে মৌমাছির বিঁধুনি খায়। কাজের কাজ কিছুই হয় না। উল্টে জাতির জীবনে কলঙ্কের কালিমা প্রলিপ্ত হয়।

তারা বলে আল্লাহর উপর ভরসা রাখলে আল্লাহ বান্দাকে সাহায্য করেন। কিন্তু আল্লাহ তো কেবল তাঁর উপরে ভরসা করতেই বলেননি। তিনি বলেছেন,

[وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ] (٦٠) سورة الأنفال

অর্থাৎ, তোমরা তাদের (মুকাবিলার) জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সুসজ্জিত অশ্ব প্রস্তুত রাখ, এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু তথা তোমাদের শত্রুকে সন্ত্রস্ত করবে এবং এ ছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ জানেন। আর আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে, তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি অত্যাচার করা হবে না। *(আনফালঃ ৬০)*

তাঁর রসূল ﷺ বলেছেন, "উট বেঁধে আল্লাহর উপর ভরসা কর।" আর তিনি আল্লাহর উপর সবচেয়ে বেশি ভরসাকারী ও নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধে লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করতেন, হাতে অস্ত্র নিতেন। তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে কি শুধু ভরসাই যথেষ্ট হবে?

তারা আবেগে পরিপ্লুত হয়ে আরো বলে, আল্লাহর নবী ﷺ মাত্র ৩১৩ জন সাহাবী নিয়ে বদর যুদ্ধে ১০০০ যোদ্ধার বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। আমরা সংখ্যা ও শক্তিতে কম থাকলেও আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করবেন।

তা অবশ্যই করবেন; যদি তাঁদের মতো আমাদের ঈমানী শক্তি থাকে। তাছাড়া তিনি কেবল ৩১৩ জন সাহাবীর জোরে যুদ্ধে জয়লাভ করেননি। তাঁদের সাথে ফিরিশ্তাকেও যোদ্ধারূপে পাঠানো হয়েছিল। অথচ তারা জানে না যে, তাদের সাহায্যেও কোন ফিরিশ্তা যোদ্ধারূপে আসবে কি না। আবেগময় মনে তারা বাহ্যিক দিকটা দেখে, কিন্তু আভ্যন্তরিক আত্মিক দিকটার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না ক'রে আগুনে ঝাঁপ দেয়। ভাবে, তাদেরও আগুন বুঝি ইব্রাহীম নবীর মতো ফুলের বিছানা হয়ে যাবে!

পরিশেষে বলি, আবেগ থাকা অবশ্যই ভাল, তবে তার লাগামহীন বেগ থাকা ভাল নয়, নচেৎ অনেক বেগ পেতে হয় সে আবেগ নিয়ে। গাড়ির স্পিড অনেক বেশি থাকা ভাল, কিন্তু তাতে ব্রেক থাকতে হয়। নচেৎ সে গাড়ি নিয়ে অচিরে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে সব কিছু হারাতে হয়। নিজের জীবন যায়, গাড়িতে সকল আরোহীর জীবনও সর্বনাশগ্রস্ত হয়। জাতির জীবন আশঙ্কায় পড়ে কৌশলহীন আবেগ-মথিত কিছু মাথার জন্য। আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত দিন।

বিলাসিতা

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিভব ও বিলাসিতার আতিশয্যে বহু জাতি, বহু রাজা ধ্বংস হয়েছে। অতি শৌখিনতার ফলে নিজের গৌরব হারাতে হয়েছে। সুর, সুরা ও সুরমার নেশায় আমীর থেকে ফকীর হতে হয়েছে। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর মানুষেরাই মদোন্মত্ত হয় এবং মদ-বিহ্বল হয়ে সত্য প্রত্যাখ্যন করে। উপদেশকারীর উপদেশকে তুচ্ছজ্ঞান করে। ফলে তাদের অনিবার্য পরিণতি হয় অধঃপতন।

এমনই কিছু বিলাসী মানুষের কথা আল-কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে, যারা নবীর দাওয়াত পর্যন্ত উপেক্ষা করেছিল। চিত্ত-বিলাসী বিত্তশালীরা নবীকে অস্বীকার করেছিল। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ] (٣٤)

অর্থাৎ, যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই সেখানকার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে, 'তুমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।' *(সাবা' ঃ ৩৪)*

[وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ] (٢٣) سورة الزخرف

অর্থাৎ, এভাবে, তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই ওদের মধ্যে যারা বিত্তশালী ছিল তারা বলত, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।' *(যুখরুফ ঃ ২৩)*

[وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا] (١٦) سورة الإسراء

অর্থাৎ, যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন ওর সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদেরকে (সৎকর্ম করতে) আদেশ করি, অতঃপর তারা সেথায় অসৎকর্ম করে; ফলে ওর প্রতি দন্ডাজ্ঞা ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় এবং ওটাকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ১৬)*

অতিরিক্ত সুখ-বিলাস মানুষের মনে মরিচা ধরিয়ে দেয়। প্রবল শৌখিনতা ও বিষয়াসক্তি মানুষকে অন্ধ ও বধির ক'রে তোলে। যার ফলে তার হৃদয় কঠিন হয়ে যায়, মায়া-মমতা মন থেকে মুছে যায়। আর তখন কোন আর্তের আর্তনাদ তার কর্ণগোচর হয় না, কোন হিতাকাঙ্ক্ষীর হিতোপদেশ তাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে না। আনন্দের উন্মত্ততায় সে বুঝতে চেষ্টাও করে না যে, সে ধ্বংসের বিস্ফোরক পদার্থের স্তূপে বসে আনন্দ করছে।

এমন বিলাসী মানুষ বৈষয়িক কোন বিষয়ে তিক্ত-বিরক্ত হয় না। ঘন্টার পর ঘন্টা ধন-মাল ও বিলাস-বিভবের কথায় ক্ষান্ত-ক্লান্ত হয় না। কিন্তু পরকালের কথা বললে দু-পাঁচ মিনিটেই বিরক্তি আসে। আর মৃত্যুর কথা তো শুনতেই চায় না। ঘন্টার পর ঘন্টা গান শুনেও তার প্রাণ ভরে না, কিন্তু ক্ষণকাল কুরআন শুনতে তার গায়ে জ্বালা ধরে।

অন্তর শক্ত হয়ে যায়, ফলে সেই অবস্থায় কোন আযাব এলে তাতেও নাক সিঁটকায়! ধ্বংসকারিতাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে অবজ্ঞা করে। কিন্তু তাতে তার ধ্বংসের বিধিলিপি অবশ্যই খন্ডন হয় না। মহান আল্লাহ বলেন,

[فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٤) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ] (٢٥) سورة الأحقاف

অর্থাৎ, অতঃপর যখন তাদের উপত্যকার দিকে তারা মেঘ আসতে দেখল, তখন তারা বলতে লাগল, 'ওটা তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে।' (হূদ বলল,) 'বরং ওটাই তো তা, যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছ; এক ঝড়, যাতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। যা তার প্রতিপালকের নির্দেশে সবকিছুকে ধ্বংস ক'রে দেবে।' অতঃপর তাদের পরিণাম এই হল যে, তাদের বাসগৃহগুলো ছাড়া আর কিছুই দৃশ্যমান রইল না। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি। *(আহক্বাফ ঃ ২৪-২৫)*

এই হল বিলাস-ঘটিত হৃদয় কঠিন হওয়ার শাস্তি, যা বিলাসীদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হয়।

পক্ষান্তরে আযাব দেখে তাদের মনে ভয় হওয়ার কথা ছিল, ভ্রান্তির ঘোর কেটে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা না হয়ে তাদের ভ্রম বৃদ্ধিই পেল। নিজেদের অবলম্বিত পথকেই সঠিক পথ বলেই বিশ্বাস করল। আর তার পরিণাম অবশ্যই ধ্বংস ছিল। মহান আল্লাহ বলেন,

[فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ] (٤٣) سورة الأنعام

অর্থাৎ, সুতরাং আমার শাস্তি যখন তাদের উপর আপতিত হল, তখন তারা বিনীত হল না কেন? অধিকন্তু তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল এবং তারা যা করছিল, শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করল। *(আনআম ঃ ৪৩)*

মানুষের অর্থনৈতিক ধ্বংসকারিতার মূলে রয়েছে এই বিলাসিতার আতিশয্য। মানুষ মাদক দ্রব্যের পশ্চাতে ফি বছর কোটি কোটি টাকা অপচয় করছে। অপচয় করছে গান-বাজনার পিছনে এবং প্রসাধন ও খেলাধূলা সহ আরো অন্যান্য বিলাস-ব্যসনে। এর পরেও কি ধ্বংসকারিতার জন্য অন্য কিছুকে দায়ী করা চলে? যে মহিলাদের জন্য ওয়াজেব ছিল, কেবল নিজ নিজ স্বামীর জন্য প্রসাধন ও সৌন্দর্য অবলম্বন করবে, সেই মহিলারা বাড়ির বাইরে অন্যের জন্য প্রসাধনে কত শত টাকা নষ্ট করে।

এ স্থলে কারূনের কথা ভেবে দেখা যেতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন,

"কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের প্রতি যুলুম করেছিল। আমি তাকে ধনভান্ডার দান করেছিলাম, যার চাবিগুলি বহন করা একদল

বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, 'দম্ভ করো না, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তার মাধ্যমে পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। আর তুমি তোমার ইহলোকের অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি (পরের প্রতি) অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।' সে বলল, 'এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।' *(ক্বাস্বাস ঃ ৭৬-৭৮)*

হিতাকাঙ্ক্ষীদের উপদেশের জবাবে সে এ কথা বলেছিল। যার অর্থ হল, উপার্জন ও ব্যবসার যে দক্ষতা আমার রয়েছে এ সম্পদ তো তারই ফসল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দানের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী? এর দ্বিতীয় অর্থ হল, আল্লাহ আমাকে এই সম্পদ দিয়েছেন, যেহেতু তিনি জানেন যে, আমি এর উপযুক্ত। আর তিনি আমার জন্য এটি পছন্দ করেছেন। যেমন, অন্য এক জায়গায় মহান আল্লাহ মানুষের অন্য একটি কথা উল্লেখ করেছেন, "মানুষকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করলে সে আমাকে আহবান করে; অতঃপর যখন আমি তাকে অনুগ্রহ প্রদান করি তখন সে বলে, 'আমি তো এ আমার জ্ঞানের মাধ্যমে লাভ করেছি।' বস্তুতঃ এ এক পরীক্ষা, কিন্তু ওদের অধিকাংশই জানে না।" *(সূরা যুমার ৪৯ আয়াত)* অর্থাৎ, আমাকে এই অনুগ্রহ এই জন্যই দান করা হয়েছে যেহেতু আল্লাহর জ্ঞানে আমি এর উপযুক্ত ছিলাম। অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে, "দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর যখন আমি তাকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই, তখন সে বলেই থাকে, 'এ আমার প্রাপ্য।" *(সূরা হা-মী-ম সাজদাহ ৫০ আয়াত)* অর্থাৎ, আমি তো এর উপযুক্ত।

আল্লাহ বলেন, "সে (কারূন) কি জানত না যে, আল্লাহ তার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন, যারা তার থেকেও শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল প্রাচুর্যশালী? আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও করা হবে না। কারূন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে জাঁকজমক সহকারে বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, 'আহা! কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে, সেরূপ যদি আমাদেরও থাকত; প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান।' আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, 'ধিক্ তোমাদের! যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ। আর ধৈর্যশীল ব্যতীত তা অন্য কেউ পায় না।' অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে মাটিতে ধসিয়ে দিলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না, যে আল্লাহর শাস্তির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে

পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না। পূর্বদিন যারা তার (মত) মর্যাদা কামনা করেছিল তারা বলতে লাগল, 'দেখ, আল্লাহ তাঁর দাসদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রুযী বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তবে আমাদেরকেও তিনি মাটিতে ধসিয়ে দিতেন। দেখ, অকৃতজ্ঞরা সফলকাম হয় না।' *(ঐ ঃ ৭৮-৮২)*

কারূনের মত ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদার অভিলাষী ব্যক্তিরা যখন কারূনের শিক্ষণীয় করুণ পরিণতি দেখল, তখন তারা বুঝল যে, ধন-দৌলত এই কথার প্রমাণ নয় যে, ধনবান ব্যক্তির উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট। সুতরাং দেখা যায় যে, আল্লাহ কাউকে মাল বেশি দেন, আবার কাউকেও কম। এর সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ইচ্ছা ও হিকমতের সাথে, যা একমাত্র তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানেন না। মালের আধিক্য তাঁর সন্তুষ্টির ও মাল না থাকা তাঁর অসন্তুষ্টির প্রমাণ বহন করে না। যেমন এসব মান-ইজ্জতের মাপকাঠিও নয়। পক্ষান্তরে মাল নিয়ে বিলাস-ব্যসনে মত্ত হয়ে অহংকার প্রদর্শন করলে, আল্লাহর ধ্বংস নেমে আসে।

যে জাতি পার্থিব ভোগ-বিলাসের মোহে পরকাল ভুলে যায়, সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু কবি বলেন, আমরা সে জাতি নই। তবুও আমরা সেই জাতিতে পরিণত হয়ে ধ্বংস হয়েছি এবং হতে চলেছি।

'নাহি মোরা জীব ভোগ-বিলাসের,
শাহাদত ছিল কাম্য মোদের
ভিখারীর বেশে খলীফা যাদের
শাসন করিল আধা জাহান।
তারা আজ পড়ে ঘুমায়ে বেহুশ
বাহিরে বহিছে ঝড়-তুফান।।'

বিষয়াসক্তি

জাতির জীবনে পরাজয় আসার একটি কারণ হল দুনিয়ার মহব্বত। আমরা ভাবি, আমরা দুনিয়ায় চিরস্থায়ী বেঁচে থাকব। তাই দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের মায়ায় ভুলে সেই মাছির মতো হয়ে যাই, যে মাছি রসগোল্লার ঝোলের মাঝে বসে অনেক বেশি পরিমাণে রস শোষণ করতে চায়! পরিশেষে তার পরিণাম এই হয় যে, রস ছেড়ে সে আর উঠতে পারে না, বরং তাতে ডুবেই সে নিজের জীবন-লীলা সাঙ্গ করে।

কিছু সাহাবার সামান্য দুনিয়ার লোভ আল্লাহর রসূল ﷺ-কে কতই না বিভ্রাটে ফেলেছিল! মুসলিমদের বিজয় দেখে গনীমতের মাল সংগ্রহের জন্য নিজেদের ঘাঁটি ছেড়ে চলে গেলে পিছন থেকে মুসলমানদের উপর পাল্টা আক্রমণ হল। তাতে কত হতাহত হল। খোদ মহানবী ﷺ জখম হলেন! মহান আল্লাহ সেদিনকার পরীক্ষার কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন,

[وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ] (١٥٢)

অর্থাৎ, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন, যখন তোমরা তাদেরকে আল্লাহর নির্দেশক্রমে হত্যা করছিলে। অবশেষে যখন তোমরা সাহস হারিয়েছিলে এবং (রসূলের) নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছিলে এবং যা তোমরা পছন্দ কর তা (বিজয়) তোমাদেরকে দেখানোর পরে তোমরা অবাধ্য হয়েছিলে (তখন বিজয় রহিত হল)। তোমাদের কতক লোক ইহকাল কামনা করেছিল এবং কতক লোক পরকাল কামনা করেছিল। অতঃপর তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তিনি তোমাদেরকে তাদের মোকাবেলায় পশ্চাতে ফিরিয়ে দিলেন। তবুও (কিন্তু) তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল। *(আলে ইমরান ঃ ১৫২)*

আমরা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে ভালবাসি। দুনিয়ার ঘর-বাড়ি, মায়ার সংসার, স্ত্রী-পরিজন সব আসলে ছবির মতো। এ সবের কোন প্রকৃতত্ব নেই। প্রকৃত ঘর-বাড়ি ও স্ত্রী-সুখ আছে আখেরাতে। তবুও আমরা ইহকালকে পরকালের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি, আর তারই জন্য আমাদের পরাজয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অনতি দূরে সকল বিজাতি তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে, যেমন ভোজনকারীরা ভোজপাত্রের উপর একত্রিত হয়। (এবং চারিদিক থেকে ভোজন করে থাকে।)" একজন বলল, 'আমরা কি তখন সংখ্যায় কম থাকব, হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে। কিন্তু তোমরা হবে তরঙ্গতাড়িত আবর্জনার ন্যায় (শক্তিহীন, মূল্যহীন)। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের বক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি ভীতি তুলে নেবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে দুর্বলতা সঞ্চার করবেন।" এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! দুর্বলতা কী?' তিনি বললেন, "দুনিয়াকে ভালোবাসা এবং মরতে না চাওয়া।" *(আবূ দাঊদ ৪২৯৭, মুসনাদে আহমাদ ৫/২৭৮)*

তিনি আরো বলেন, “যখন তোমরা ‘ঈনাহ’ (সূদী) ব্যবসা করবে এবং গরুর লেজ ধরে কেবল চাষ-বাস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে, আর জিহাদ ত্যাগ ক’রে বসবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর এমন হীনতা চাপিয়ে দেবেন; যা তোমাদের হৃদয় থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত দূর করবেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের দ্বীনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছ।” *(মুসনাদে আহমদ ২/২৮, ৪২, ৮৪, আবু দাউদ ৩৪৬২, বাইহাকী ৫/৩১৬)*

আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

[قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ] (٢٤)

অর্থাৎ, বল, তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও আত্মীয়গণ, অর্জিত ধনরাশি এবং সেই ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার অচল হওয়ার ভয় কর এবং প্রিয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বস্তুতঃ আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। *(তাওবাহ ঃ ২৪)*

বেঁচে থাকার অধিকার তাদেরই আছে, যারা আসলেই মরতে জানে। এ জন্যই মহান আল্লাহ বাঁচার মতো বাঁচতে আহবান ক’রে বলেছেন,

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ] (٢٤) سورة الأنفال

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! রসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহবান করে, যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রসূলের আহবানে সাড়া দাও এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় হন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। *(আনফাল ঃ ২৪)*

চরিত্র হারানো

আমাদের মহানবী ﷺ সুমহান চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আর চরিত্র-গুণেই তিনি মানুষকে মুগ্ধ করেছিলেন।

চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ। সৎ-চরিত্র গুণেই আসলে মানুষ ‘মানুষ’ হয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “কিয়ামতের দিন মীযানে (আমল ওজন করার দাঁড়িপাল্লায়) সচ্চরিত্রতার চেয়ে অধিক ভারী আমল আর অন্য কিছু হবে না। আর আল্লাহ অবশ্যই অশ্লীলভাষী চোয়াড়কে ঘৃণা করেন।” *(তিরমিযী ২০০৩, ইবনে হিব্বান ৫৬৬৪, আবু দাউদ ৪৭৯৯ নং)*

তিনি আরো বলেন, “আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, সুন্দর চরিত্র অবলম্বন করা এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার রাখায় দেশ আবাদ থাকে এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়।” *(আহমাদ, সহীহুল জামে ৩৭৬৭নং)*

তিনি আরো বলেন, “আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম লোক হল সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী উপকারী। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম আমল হল, একজন মুসলিমের হৃদয়কে খুশীতে পরিপূর্ণ করা অথবা তার কোন কষ্ট দূর ক’রে দেওয়া অথবা তার তরফ থেকে তার ঋণ আদায় ক’রে দেওয়া অথবা (কাপড় দান করে তার ইজ্জত ঢেকে দেওয়া অথবা) তার নিকট থেকে তার ক্ষুধা দূর ক’রে দেওয়া। মসজিদে একমাস ধরে ই’তিকাফ করার চাইতে আমার মুসলিম ভায়ের কোন প্রয়োজন মিটাতে যাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। যে ব্যক্তি নিজ ক্রোধ সংবরণ ক’রে নেবে, আল্লাহ তার দোষ গোপন ক’রে নেবেন। যে ব্যক্তি নিজ রাগ সামলে নেবে; অথচ সে ইচ্ছা করলে তা প্রয়োগ করতে পারত, সে ব্যক্তির হৃদয়কে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সন্তুষ্ট করবেন। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভায়ের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যাবে এবং তা পূরণ ক’রে দেবে, আল্লাহ সেদিন তার পদযুগলকে সুদৃঢ় রাখবেন, যেদিন পদযুগল পিছল কাটবে। আর মন্দ চরিত্র আমলকে নষ্ট করে, যেমন সির্কা মধুকে নষ্ট করে ফেলে।” *(সহীহ তারগীব ২০৯০, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪৯৪নং, সহীহুল জামে’ ১৭৬নং)*

জাতির চরিত্র হারিয়ে গেলে তার কোমর ভেঙ্গে যায়, সে জাতি আর সফল হতে পারে না। যে রাষ্ট্রনেতার চরিত্র নষ্ট হয়, সে আর নেতা থাকতে পারে না। যে আলেমের চরিত্র হারিয়ে যায়, তার আর কোন কদর থাকে না। চরিত্র হারানো মানে সব কিছু হারানো।

অর্থক্ষয়ে তত ক্ষতি নেই, যত আছে স্বাস্থ্যক্ষয়ে। স্বাস্থ্যক্ষয়ে তত ক্ষতি নেই, যত আছে চরিত্রক্ষয়ে। চরিত্রক্ষয় মানে জীবনটাই ক্ষয়।

দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য লাভের জন্য পবিত্র চরিত্র চাই। যার চরিত্র অপবিত্র, সে আর কোন কাজে লাগে না। যেহেতু চরিত্রহীনরাও চায় না যে, তার মান্য বা ভালবাসার কেউ চরিত্রহীন হোক।

সাধারণ মানুষ মানুষের বাহ্যিক চরিত্রটাই দেখে। সুন্দর ব্যবহার দেখলে মুগ্ধ হয়। মানুষ দেখে তার মান্যবর বা প্রিয়পাত্র,

বেনামাযী ও দ্বীন-বিরোধী কি না?
সে কোন খারাপ নেশায় অভ্যাসী বা মাতাল কি না?
লম্পট বা ব্যভিচারী কি না?
আমানতে খেয়ানতকারী কি না? চোর-দাগাবাজ কি না?
তার পিতামাতার সাথে তার ব্যবহার কেমন আছে?
তার স্ত্রীর সাথে তার ব্যবহার কেমন আছে?
তার সন্তানদের সাথে তার ব্যবহার কেমন আছে?
তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে তার ব্যবহার কেমন আছে?
তার প্রতিবেশীদের সাথে তার ব্যবহার কেমন আছে?
তার ম্যানেজার ও নেতার সাথে তার ব্যবহার কেমন আছে?
তার দাস-দাসীর সাথে তার ব্যবহার কেমন আছে?
তার সমাজের সাথে তার ব্যবহার কেমন আছে?
শিশুদের সাথে তার ব্যবহার কেমন আছে?
কাফেরদের সাথে তার ব্যবহার কেমন আছে?

এ সকলের প্রতি তার ব্যবহার অমিয় কি না? দয়া-মায়াপূর্ণ কি না, ভদ্রতাপূর্ণ কি না?

তা না হলে সে বিফল মানুষ। সে পরাজিত ও বিপর্যস্ত। তার দ্বারা কোন বিজয়ের কাজ হবে না। যে জাতির চরিত্র নেই, যে জাতি চরিত্রহীন, সে জাতি কি ধ্বসোন্মুখ নয়? আরবী কবি বলেছেন,

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت　　　فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

অর্থাৎ, জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, যতক্ষণ তার চরিত্র থাকে। জাতির চরিত্র গেলে সবাই ধ্বংস হয়ে যায়।

দায়িত্ববোধহীনতা

জাতির বহু মানুষ আছে, যারা জাতির সাফল্যের জন্য নিজেদের ঘাড়ে কোন দায়িত্ব আছে বলে অনুভব করে না। আবার যারা অনুভব করে, তারা সে দায়িত্ব বহন করতে চায় না। তারা জানে না যে, জাতির পরাজয়ের জন্য তারাও বহুলাংশে দায়ী। সাফল্য ও বিজয়ের জন্য তাদের কর্তব্য আছে, সংস্কার ও সংশোধনের জন্য তাদেরও কিছু করণীয় আছে। বিন্দু-বিন্দু বহু পানি জমে সমুদ্র হয়, ছোট্ট ছোট্ট প্রচুর ধূলিকণা দিয়ে পাহাড় তৈরি হয়, এক-একটি অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তি দিয়ে সফল সমাজ তৈরি হয়।

মহিলা গৃহের কর্ত্রী, সে শিশুর সঠিক তরবিয়ত দিয়ে জাতির প্রতি নিজের দায়িত্বশীলতা প্রমাণ করবে।

চাষী সঠিকভাবে প্রচুর ফসল ফলিয়ে জাতির প্রতি নিজের দায়িত্বশীলতা প্রমাণ করবে।

শিক্ষক সঠিক শিক্ষা দিয়ে জাতির প্রতি নিজের দায়িত্বশীলতা প্রমাণ করবে।

লেখক জরুরী বিষয় সঠিকভাবে লিখে জাতির প্রতি নিজের দায়িত্বশীলতা প্রমাণ করবে।

বক্তা সঠিকভাবে বক্তৃতা পরিবেশন ক’রে জাতির প্রতি নিজের দায়িত্বশীলতা প্রমাণ করবে।

আলেম সঠিকভাবে দ্বীন প্রচার ক’রে জাতির প্রতি নিজের দায়িত্বশীলতা প্রমাণ করবে।

ডাক্তার সঠিক চিকিৎসা ক’রে জাতির প্রতি নিজের দায়িত্বশীলতা প্রমাণ করবে।

ইঞ্জিনিয়ার সঠিকভাবে কর্তব্য পালন ক’রে জাতির প্রতি নিজের দায়িত্বশীলতা প্রমাণ করবে।

ব্যবসায়ী হালাল উপায়ে ব্যবসা ক’রে জাতির প্রতি নিজের দায়িত্বশীলতা প্রমাণ করবে।

ধনী মালের হিসাব দিয়ে আল্লাহর হক আদায়ের মাধ্যমে জাতির প্রতি নিজের দায়িত্বশীলতা প্রমাণ করবে।

গরীব অপর মানুষকে সহযোগিতা ক’রে জাতির প্রতি নিজের দায়িত্বশীলতা প্রমাণ করবে।

নেতা সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিয়ে জাতির প্রতি নিজের দায়িত্বশীলতা প্রমাণ করবে।

শাসক ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা ক’রে জাতির প্রতি নিজের দায়িত্বশীলতা প্রমাণ করবে।

এইভাবে জাতির প্রত্যেকটি সদস্য নিজ সাধ্যায়ত্তে থাকা দায়িত্ব পালন করবে। তবেই জাতি হবে বিজয়ী ও সমৃদ্ধিশীল।

মহানবী ﷺ বলেন, “প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল। সুতরাং প্রত্যেকেই অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। অতএব সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামী ও সন্তানের দায়িত্বশীলা। কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "কল্যাণমূলক কোন কর্মকেই অবজ্ঞা করো না, যদিও তা তোমার ভায়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করেও হয়।" *(মুসলিম ২৬২৬ নং)*

তিনি আরো বলেন, "প্রত্যেক মুসলমানের উপর সাদকাহ করা জরুরী।" আবূ মূসা ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদি সে সাদকাহ করার মত কিছু না পায় তাহলে?' তিনি বললেন, "সে তার হাত দ্বারা কাজ করে (পয়সা উপার্জন করবে) অতঃপর তা থেকে সে নিজে উপকৃত হবে এবং সাদকাও করবে।" পুনরায় আবূ মূসা ﷺ বললেন, 'যদি সে তাও না পারে?' তিনি বললেন, "যে কোন অভাবী বিপন্ন মানুষের সাহায্য করবে।" আবূ মূসা ﷺ বললেন, 'যদি সে তাও না পারে?' তিনি বললেন, "সে মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ দেবে।" আবূ মূসা ﷺ বললেন, 'যদি সে এটাও না পারে?' তিনি বললেন, "সে (অপরের) ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ, সেটাও হল সাদকাহ স্বরূপ।" *(বুখারী-মুসলিম)*

মোটকথা, জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির উপর দায়িত্ব আছে, আর সে সাধ্যানুযায়ী সে দায়িত্ব বুঝে পালন করবে। যে যেভাবে পারবে, সে সেইভাবে দ্বীন ও জাতির সহযোগিতা করবে। তবেই জাতি উন্নতির মুখ দেখতে পাবে।

বড় পরাজয়ের কারণ এই যে, জাতির ব্যক্তিরা নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যাপৃত থাকে এবং নিজ নিজ ভবিষ্যৎ ও সুখ-সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করে। আর উম্মাহর কথা ভুলেই যায়। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য অট্টালিকার ন্যায়, যার এক অংশ অন্য অংশকে মজবূত ক'রে রাখে।" তারপর তিনি (বুঝাবার জন্য) তাঁর এক হাতের আঙ্গুলগুলি অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ঢুকালেন। *(বুখারী)*

বড় দুঃখের বিষয় যে, সাধারণ কোন শিক্ষিত অথবা আলেমকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, 'আপনার সর্বোচ্চ আশা কী?' উত্তরে তিনি বলেন,

'চাই না আমি রাজা হতে শুধু একটি আশা,
এই ধরণীর বুকে হবে আমার একটি বাসা।'

বাস্! দেশ ও দশের, দ্বীন ও উম্মাহর উন্নয়নের কোন আশাই তাঁর মনে জাগরিত থাকে না। এই জন্যই অধিকাংশ স্কুল-মাদ্রাসার ছাত্রদের একই উত্তর শোনা যায়, 'মোটা টাকার চাকরি।' অথচ এমন জবাব হল তাদের, যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে বলেছেন,

﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٢٩) ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ.... ﴾ (٣٠) سورة النجم

অর্থাৎ, অতএব তাকে উপেক্ষা ক'রে চল, যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং যে শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে। তাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত। *(নাজ্ম ঃ ২৯-৩০)*

চাকরি করলেও চাকরির মাধ্যমেও জাতির উন্নয়নের কথা ভাবা যায়, চাকরির অর্থ দিয়েও উম্মাহর সহযোগিতা করা যায়, নিজের পদ ও গদি দিয়েও উম্মাহর উত্থানের কথা চিন্তা করা যায়। কিন্তু মুশকিল হয় তখনই, যখনই কারো সকল ভাবনা-চিন্তা আত্মকেন্দ্রিক হয়।

আর যদি কেউ চাকরি না পায়, তাহলে সমাজে তাকে 'বেকার' বলা হয়। কিন্তু সত্যিকার অর্থে সে 'বিকল' হয়ে যায়। তখন সে না কোন দ্বীনের কাজে থাকে, আর না কোন দুনিয়ার কাজে।

অনেকে কিছু ক'রে খায়, আর তা তো খেতেই হবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, কেবল চাকরির মাধ্যমেই দ্বীন ও জাতির কাজ হতে পারে, অন্যভাবে নয়। তখন নিজের ইল্ম ও শিক্ষার কথা ভুলে যায়, এমনকি অনেকে আদর্শের কথাও বিস্মৃত হয়। এ ঠিক ঐ ইমাম সাহেবের মতো, যিনি মসজিদে চাকরি নিয়ে ইমামতি করতেন। কিন্তু চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পরে আর জামাআতে প্রায় শামিলই হন না। যখন তিনি ইমাম ছিলেন, তখন তাঁর উপর ইমামতি ওয়াজেব ছিল। আর এখন ইমামতি করেন না, সুতরাং তাঁর উপর যেন জামাআত ওয়াজেব নয়।

রিটায়ার্ড হওয়ার পর অনেকে একেবারেই 'টায়ার্ড' হয়ে যান, যেন তিনি সকল দায়িত্ব থেকে মুক্তিলাভ করেছেন। শিক্ষকতা না করলে যেন শিক্ষকের কোন কর্তব্যই নেই। মুদার্রিস না হলে যেন দর্সের কোন দায়িত্বই নেই। বিনিময় না পেলে যেন দ্বীনের কোন দায়িত্বই থাকে না। দায়ীর চাকরি অথবা পদ চলে গেলে যেন দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে হয় না। যিনি চাকরি অথবা পদে থাকা অবস্থায় 'শিখা' ছিলেন, তিনি চাকরি বা পদ হারানোর পর স্তিমিত 'ভস্ম' হয়ে যান!

অনেকে দায়িত্বমুক্ত হওয়ার জন্য উটপাখীর জবাব দেন, অনেকে নিজেকে বাদ দিয়ে দল গণনা করেন!

অনেকে বড় হয়ে ছোট কাজ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ নিয়ে 'আলিফ-বা' পড়াবার সরকারী চাকরী পেলে আবার কী? দুনিয়া গড়লেই তো হল!

অথচ আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর দুআয় বলতেন,

وَلاَ تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا....

অর্থাৎ, (হে আল্লাহ!) তুমি দুনিয়াকে আমাদের বৃহত্তম চিন্তার বিষয় এবং আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমা করো না। *(তিরমিযী ৩৪৯৭নং)*

মানসিক পরাজয়

মরার আগে যে রোগী মরে গেছে মনে করে, সে রোগী তাড়াতাড়ি মরে। মানসিক পরাজয়ের শিকার হয়ে বাঁচার আশাটুকুও সে হারিয়ে ফেলে। মুসলিমদের অনেকের মনের অবস্থা তদনুরূপ।

মুসলিম আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, আত্মশক্তি নষ্ট ক'রে ফেলেছে, আত্মচেতনাও বিলোপ ক'রে ফেলেছে। যেহেতু যে বলে সে বলিয়ান ছিল, তা ক্ষয় হয়ে গেছে। ঈমানের শক্তিতে সে শক্তিমান ছিল, সে শক্তির বিনাশ ঘটেছে। তাই ভুলে বসেছে মহান আল্লাহর অনুপ্রেরণা,

[وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ] (١٣٩) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, তোমরাই হবে সর্বোপরি (বিজয়ী); যদি তোমরা ঈমানদার হও। *(আলে ইমরান ঃ ১৩৯)*

পরাজয়ের সবচেয়ে বড় কারণ মানসিক পরাজয়। হেরে যাওয়ার সবচেয়ে বড় হেতু নিরাশাবাদিতা। অধোগতির সবচেয়ে বড় কারণ হিনম্মন্যতা। জাতির মনে এই ব্যাধি প্রবেশ হওয়ার ফলেই বিজয়ের আশা মন থেকে মুছে গেছে।

কীভাবে বিজয় লাভ সম্ভব? তারা তো আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ করছে।

কীভাবে আমরা জিতব? তাদের কাছে অত্যাধুনিক যন্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে।

কীভাবে আমরা বাঁচব? তারা ঘরে বসে উপগ্রহের মাধ্যমে আমাদের গতিবিধি প্রত্যক্ষ করছে।

কীভাবে আমরা সফল হব? যাবতীয় প্রচার মাধ্যম তাদেরই হাতে।

আর ভুলে বসেছে যে,

[إِن يَنصُرْكُمُ اللهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ] (١٦٠) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করলে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর তিনি তোমাদের সাহায্য না করলে তিনি ছাড়া আর কে আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? এবং মু'মিনদের উচিত, কেবল আল্লাহরই উপর নির্ভর করা। *(ঐ ঃ ১৬০)*

[وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ] (٥٦) المائدة

অর্থাৎ, যে কেউ আল্লাহ তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, (সে হবে আল্লাহর দলভুক্ত।) নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে। *(মাইদাহ ঃ ৫৬)*

[وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ] (١٧٣) سورة الصافات

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে। *(স্বাফফাত ঃ ১৭৩)*

[إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ] (٥١) غافر

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি আমার রসূলদেরকে ও বিশ্বাসীদেরকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষিগণের দন্ডায়মান (কিয়ামত) দিনে সাহায্য করব। *(মু'মিন ঃ ৫১)*

ভুলে বসেছে মহান আল্লাহর ওয়াদা ও কুদরত।

[هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللهِ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ] (٢) سورة الحشر

অর্থাৎ, তিনিই আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী, তাদেরকে প্রথম সমাবেশেই তাদের আবাসভূমি হতে বিতাড়িত করেছেন। তোমরা কল্পনাও করনি যে, তারা নির্বাসিত হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ (এর শাস্তি) হতে রক্ষা করবে; কিন্তু আল্লাহ (এর শাস্তি) এমন এক দিক হতে এল, যা ছিল তাদের ধারণার বাইরে এবং তাদের অন্তরে তা ত্রাসের সঞ্চার করল। তারা তাদের বাড়ী-ঘর ধ্বংস করছিল নিজেদের হাতে এবং মুমিনদের হাতেও। অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। *(হাশ্‌র ঃ ২)*

অবশ্য সে ওয়াদা ও কুদরতী শক্তি পাওয়ার শর্তাবলী পূরণ না হলে বিজয় আগমনের আশা করা ভুল।

বড় দুঃখের বিষয় যে, যে জাতির উত্থান ঘটেছিল চুম্বক স্বরূপ, যে জাতি অপরকে আকর্ষণ ক'রে সত্যের সন্ধান দিত, সেই জাতি পরিণত হয়েছে লোহাতে। সেই জাতি আজ বিজাতিকে চুম্বক ধারণা ক'রে আকৃষ্ট হচ্ছে বিজাতির সভ্যতায়। আর যে আকৃষ্ট হয়, সে অবশ্যই আকর্ষক অপেক্ষা দুর্বল হয়। পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শীকে বিশাল ভাবলেও নিজের কাছে যে বিশাল সম্পদ আছে, তা বিস্মৃত হয়। আর তার জন্যই সে পরাভবের শিকার।

যে জাতি বিজাতিকে নিয়ে গর্ব করে, বিজাতির উপর পূর্ণ ভরসা রাখে, অথচ স্বজাতির প্রতি ভরসা ও আস্থা রাখতে পারে না, সে অবশ্যই মানসিক পরাজয়ের শিকার।

মহান আল্লাহ বলেন,

[وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ] (٢٢١) سورة البقرة

অর্থাৎ, অংশীবাদী পুরুষ তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাসী ক্রীতদাস তার থেকেও উত্তম। কারণ, ওরা তোমাদের আগুনের দিকে আহবান করে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় ইচ্ছায় বেহেশ্ত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। *(বাক্বারাহঃ ২২১)*

বিজাতির লেবেল লাগিয়ে অনেকে বড় জাতে উঠতে চায়, বিজাতির সনদে অনেকে বড় চাকরিও পায়, চাকরি দেয় জাতির লোকেই। স্বজাতির লোক অপেক্ষা বিজাতির লোককে বেশি প্রাধান্য দেয়, তাদেরকে বেতনও দেয় বেশি, অথচ যোগ্যতায় কোন পার্থক্য থাকে না। এ আচরণও মানসিক পরাজয়েরই নিদর্শন।

জাতির যুবক-যুবতীরা হিরো-হিরোইনদের অনুকরণ করে। কারো আদর্শ মাইকেল জ্যাকশন, কারো আদর্শ মারাদোনা, কারো আরো কেউ, কারো আরো কেউ। তারা পার্থিব দৃষ্টিকোণে পরিবেশ দূষণে দুষ্ট হয়ে ধারণা করে, গান-বাজনা ও খেলাধূলার উন্নতিই জাতির বড় উন্নতি।

জাতির নবী অনেকের আদর্শ নয়। যদিও মহান আল্লাহ বলেছেন,

[لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا] (٢١) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। *(আহযাবঃ ২১)*

বিজাতির দেশে সফর করলে জাতি নিজের লেবাস পরে সফর করতে লজ্জানুভব করে! পর্দা-বিবিও এয়ারপোর্টে বোরকা ব্যাগে ভরে প্লেনে চড়ে! কত দাড়ি-ওয়ালাও দাড়ি চেঁছে ফেলে! নিজের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অপরের মাঝে প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করে। কারণ সে তার সভ্যতা ও

সংস্কৃতিতে সন্তুষ্ট নয় তাই। সে হয়তো ওদেরই মতো ধারণা করে যে, সে সব ইসলামী প্রতীক মানুষের প্রগতির প্রতিকুল!

বিজাতির মাঝে ফরয আদায় করতে সংকোচ করে।

বিজাতির মাঝে আল্লাহকে 'আল্লাহ' বলতে দ্বিধা করে।

বিজাতির সাথে কথোপকথনে পানিকে 'পানি', চাচাকে 'চাচা', বড় ভাইকে 'বড় ভাই' বলতে সংকোচ ক'রে 'জল, কাকা ও দাদা' বলে। এইভাবে নিজে বিজাতির ছাঁচে গলিত ধাতুর মতো গড়িয়ে যায়!

মানসিক পরাজয়ের এটিও একটি বড় নিদর্শন।

জাতির উচিত ছিল, সর্ববিষয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আদর্শ ও পথিকৃৎ মান্য করা। তাঁকে আদর্শ মানলে ইহ-পরকাল উভয়ের বিজয় সম্ভব। নচেৎ পৃথিবীর কোন দুনিয়াদারকে নিজের আদর্শ মানলে দুনিয়ার কোন বিষয়ে সফল হলেও বৃহত্তর ক্ষতি রয়েই যাবে।

আশা করলে বড় আশা করতে হয়। ছোট আশা করা ছোট মনের পরিচয়। অবশ্য সে আশা পূরণ যদি সম্ভব হয় তবে। ছোট আশা করলে অনেক সময়, সে আশার কিছুটাও পূরণ হয় না। আর বড় আশা করলে সবটুক না হলেও অন্ততঃ কিছুটা পূরণ হয়। বড়কে আদর্শ মানলে ছোট কারো মতোও হওয়া যায়।

একদা আলী বিন আবী তালেব ﷺ তাঁর এক ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কার মতো হতে চাও?' উত্তরে সে বলল, 'আমি আপনার মতো হতে চাই।' আলী ﷺ বললেন, 'না, বরং তুমি বল, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর মতো হতে চাই। কারণ, যদি তোমার লক্ষ্য থাকে, তুমি আলীর মতো হবে, তাহলে এমনও হতে পারে, তুমি তার মতো হবে না। পক্ষান্তরে যদি তুমি তোমার লক্ষ্য হয়, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মতো হবে, তাহলে সম্ভবতঃ তুমি আলীর থেকেও বড় হবে।'

কিন্তু যে জাতি মুহাম্মাদের জীবনী ও ইতিহাসই জানে না, সে জাতি তাঁর মতো হওয়ার চেষ্টা করবে কীভাবে? অন্ধভাবে কি কারো মতো হতে পারা যায়? কোন জিনিসের নমুনা না দেখেই কি কেবল তার নাম শুনে অনুরূপ কিছু গড়া যায়?

জাতির শক্তি আছে, সম্পদ আছে। কিন্তু 'আছে' কথাটায় বিশ্বাস নেই। সার্কাসের যে হাতি ছোটবেলা থেকে শিকলে বাঁধা থাকে। সে সামান্য টানেই আটকে যায়। সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে যে, তার মধ্যে এমন শক্তি আছে, যার দ্বারা সে শিকল ছিঁড়ে স্বাধীন হতে পারে।

জাতির জীবনে এটি একটি বড় ত্রুটি। আরবী কবি মুতানাব্বী বলেছেন,

ولم أر في عيوب الناس عيباً ... كنقص القادرين على التمام

অর্থাৎ, মানুষের সবচেয়ে বড় ত্রুটি এই যে, পূর্ণতা লাভের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে অপূর্ণ থেকে যায়।

আল্লাহ এ পরাজিত জাতিকে সুমতি দেন। আমীন।

ধ্বংসের নানা কারণ

১। অনর্থক প্রশ্ন করা

সমাজে ক্রিটিক্যাল কিছু লোক থাকে, যারা অযথা প্রশ্ন করে, কথায় কথায় ক্রিটিসাইজ করে। যদিও শরীয়তে এই শ্রেণীর প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন,

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ] (١٠١) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশিত হলে তোমাদেরকে খারাপ লাগবে। *(মাইদাহঃ ১০১)*

মহানবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্য (তিনটি কর্মকে) হারাম করেছেন; মায়ের অবাধ্যাচরণ করা, অধিকার প্রদানে বিরত থাকা ও অনধিকার কিছু প্রার্থনা করা এবং কন্যা জীবন্ত প্রোথিত করা। আর তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন (তিনটি কর্ম); ভিত্তিহীন বাজে কথা বলা (বা জনরবে থাকা), অধিক (অনাবশ্যক) প্রশ্ন করা (অথবা অপ্রয়োজনে যাচ্ঞা করা) এবং ধন-মাল বিনষ্ট (অপচয়) করা।" *(বুখারী ৫৯৭৫নং ও মুসলিম)*

দ্বীনী বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করার ধ্বংসের একটি কারণ। আবূ হুরাইরা ؓ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে ভাষণ দানকালে বললেন, "হে লোক সকল! আল্লাহ তোমাদের উপর (বায়তুল্লাহর) হজ্জ ফরয করেছেন, অতএব তোমরা হজ্জ পালন কর।" একটি লোক বলে উঠল, 'হে আল্লাহর রসূল! প্রতি বছর তা করতে হবে কি?' তিনি নিরুত্তর থাকলেন এবং লোকটি শেষ পর্যন্ত তিনবার জিজ্ঞাসা করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যদি আমি বলতাম, হ্যাঁ। তাহলে (প্রতি বছরে) হজ্জ ফরয হয়ে যেত। আর তোমরা তা পালন করতে অক্ষম হতে।" অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা আমাকে (আমার অবস্থায়) ছেড়ে দাও, যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে (তোমাদের স্ব স্ব অবস্থায়) ছেড়ে রাখব। কেননা, তোমাদের পূর্বেকার জাতিরা অতি মাত্রায় জিজ্ঞাসাবাদ ও তাদের পয়গম্বরদের বিরোধিতা করার দরুন ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং আমি যখন তোমাদেরকে কোন কিছু করার আদেশ দেব,

তখন তোমরা তা সাধ্যমত পালন করবে। আর যা করতে নিষেধ করব, তা থেকে বিরত থাকবে।" *(মুসলিম)*

২। কুরআন বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করা

কুরআন বিষয়ে মতভেদ হলে তা নিয়ে তর্ক-বিবাদ ও ঝগড়া করা ধ্বংসের একটি কারণ।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, কুরআন বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ করা কুফরী।" *(আবূ দাউদ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ১৩৮-নং)*

একদা কিছু সাহাবা নবী ﷺ-এর (হুজরার) দরজার নিকট বসে (কুরআনের বিভিন্ন আয়াত নিয়ে) আলাপ-আলোচনা করছিলেন; কুরআনের আয়াত নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলছিল। এমন সময় আল্লাহর রসূল ﷺ এমতাবস্থায় তাঁদের নিকট বের হয়ে এলেন, যেন তাঁর চেহারায় বেদানার দানা নিংড়ে দেওয়া হয়েছে। (অর্থাৎ রাগে তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেছে।) অতঃপর তিনি বললেন, "আরে! তোমরা কি এই করার জন্য প্রেরিত হয়েছ? তোমরা কি এই করতে আদিষ্ট হয়েছ?! তোমরা আমার পরে পুনরায় এমন কুফরী অবস্থায় ফিরে যেও না, যাতে একে অপরকে হত্যা করতে শুরু কর।" *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ১৩৫ নং)*

"নবীদের ব্যাপারে মতভেদ এবং কিতাবের একাংশকে অন্য অংশের সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি ক'রে তোমাদের পূর্বের বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে। কুরআন এভাবে অবতীর্ণ হয়নি যে, তার একাংশ অন্য অংশকে মিথ্যায়ন করবে। বরং তার একাংশ অন্য অংশকে সত্যায়ন করে। সুতরাং যা তোমরা বুঝতে পার, তার উপর আমল কর এবং যা বুঝতে পার না, তা তার জ্ঞানীর দিকে ফিরিয়ে দাও।" *(শারহুল আক্বীদাতিত ত্বাহাবিয়্যাহ ১/২১৮)*

৩। কৃপণতা

প্রয়োজন মোতাবেক যথাস্থানে ধন-সম্পদ ব্যয় না করা ধ্বংসের একটি কারণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অত্যাচার করা থেকে বাঁচ। কেননা, অত্যাচার কিয়ামতের দিনের অন্ধকার। আর কৃপণতা থেকে দূরে থাক। কেননা, কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস ক'রে দিয়েছে। (এই কৃপণতাই) তাদেরকে প্ররোচিত করেছিল, ফলে তারা নিজেদের রক্তপাত ঘটিয়েছিল এবং তাদের উপর হারামকৃত বস্তুসমূহকে হালাল ক'রে নিয়েছিল।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "---আর ধ্বংসকারী কর্মাবলী হল; এমন কৃপণতা যার অনুসরণ করা হয়, এমন প্রবৃত্তি যার আনুগত্য করা হয় এবং নিজের মনে গর্ব অনুভব করা।" *(বাযযার, বাইহাকী প্রমুখ, সহীহ তারগীব ৫০নং)*

তিনি আরো বলেন, "প্রতিদিন সকালে দু'জন ফিরিশ্তা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, 'হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের বিনিময় দিন।' আর অপরজন বলেন, 'হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস দিন।'" *(বুখারী ও মুসলিম)*

৪। ধন-দৌলত

পৃথিবীর ইতিহাসে ধন-দৌলত যে ধ্বংসকারী জিনিস, তার বহু প্রমাণ রয়েছে। অর্থ-সম্পদের মোহে মানুষ ধ্বংস হয়, তার উপার্জনের পথে মানুষ হালাক হয়ে যায়। তা রক্ষা করার পথে মানুষ জীবন বিসর্জন দেয়। যেহেতু 'অতি লোভে, তাঁতি ডোবে।'

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ লোকেদেরকে তাদের প্রাপ্য দান করতেন। একদা এক ব্যক্তি এলে তাকে তার দান দিয়ে বললেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিকে দীনার ও দিরহাম ধ্বংস করেছে। আর সেই দু'টি তোমাদেরকেও ধ্বংস করবে।" *(বায়যার, সঃ তারগীব ৩/ ১৪৬)*

উক্ববাহ ইবনে আমের ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) উহুদের শহীদদের (কবরস্থানের) দিকে বের হলেন এবং যেন জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদেরকে বিদায় জানাবার উদ্দেশ্যে আট বছর পর তাঁদের জন্য দুআ করলেন। তারপর (ফিরে এসে) মিম্বরে চড়ে বললেন, "আমি পূর্বে গমনকারী তোমাদের জন্য সুব্যবস্থাপক এবং সাক্ষীও। তোমাদের প্রতিশ্রুত স্থান হওযে (কাউষার)। আমি অবশ্যই ওটাকে আমার এই স্থান থেকে দেখতে পাচ্ছি। শোনো! তোমাদের ব্যাপারে আমার এ আশংকা নেই যে, তোমরা শির্ক করবে। তবে তোমাদের জন্য আমার আশংকা এই যে, তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে আপোসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, "কিন্তু তোমাদের জন্য আমার আশংকা এই যে, তোমরা পার্থিব ধন-সম্পদে আপোসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং সে জন্য পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হবে এবং (পরিণামে) তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে; যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে।" উক্ববা ﷺ বলেন, 'মিম্বরের উপরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এটাই ছিল আমার শেষ দর্শন।'

অপর এক বর্ণনায় আছে, "আমি তোমাদের অগ্রদূত এবং তোমাদের জন্য সাক্ষী। আল্লাহর শপথ! আমি এই মুহূর্তে আমার হওয (হওযে কাওসার) দেখছি। আমাকে পৃথিবীর ভান্ডারসমূহের চাবিগুচ্ছ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি তোমাদের ব্যাপারে এ জন্য শংকিত নই যে, তোমরা আমার (তিরোধানের) পর শির্ক করবে; বরং এ আশংকা বোধ করছি যে, তোমরা পার্থিব ধন-সম্পদের ব্যাপারে আপোসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।"

আম্র ইবনে আউফ আনসারী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আবূ উবাইদাহ ইবনে জার্রাহকে জিযিয়া (ট্যাক্স) আদায় করার জন্য বাহরাইন পাঠালেন। অতঃপর তিনি বাহরাইন থেকে (প্রচুর) মাল নিয়ে এলেন। আনসারগণ তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে ফজরের নামাযে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে শরীক হলেন। যখন তিনি নামায পড়ে (নিজ বাড়ি) ফিরে যেতে লাগলেন, তখন তারা তাঁর সামনে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দেখে হেসে বললেন, "আমার মনে হয়, তোমরা আবূ উবাইদাহ বাহরাইন থেকে কিছু (মাল) নিয়ে এসেছে, তা শুনেছ।" তারা বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং তোমরা সেই আশা রাখ, যা তোমাদেরকে আনন্দিত করবে। তবে আল্লাহর কসম! তোমাদের উপর দারিদ্র্য আসবে আমি এ আশংকা করছি না। বরং আশংকা করছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় তোমাদেরও পার্থিব জীবনে প্রশস্ততা আসবে। আর তাতে তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, যেমন তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। অতঃপর তা তোমাদেরকে ধ্বংস ক'রে দেবে, যেমন তাদেরকে ধ্বংস ক'রে দিয়েছিল।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "ধ্বংস হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম ও উত্তম পোশাকের গোলাম (দুনিয়াদার)! যদি তাকে দেওয়া হয়, তাহলে সে সন্তুষ্ট হয়। আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়।" *(বুখারী)*

৫। মহিলাদের অতিরিক্ত সাজ-সজ্জা

রূপচর্চা মহিলাদের একটি প্রকৃতিগত ধর্ম। অলংকার তাদের অহংকার। কিন্তু তারা প্রসাধনের ব্যাপারে যখন বেশি বাড়াবাড়ি করে, তখন ধ্বংস বলে, 'পেলাম কাছে।'

স্তন না থাকলে নকল স্তন, কেশ না থাকলে নকল কেশ (পরচুলা), সাইজে ছোট হলে হাই-হিল জুতা ইত্যাদি ব্যবহার ক'রে যুবককে ধোঁকা দেওয়া অনেক মহিলার স্বভাব। তা নিশ্চয়ই ভাল নয়।

হুমাইদ ইবনে আব্দুর রাহমান ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি হজ্জ করার বছরে মুআবিয়া ﷺ-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন---ঐ সময়ে তিনি জনৈক দেহরক্ষীর হাত থেকে এক গোছা চুল নিজ হাতে নিয়ে বললেন, 'হে মদীনাবাসীগণ! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ জিনিস (ব্যবহার) নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলতেন, "বানী ইস্রাঈল তখনই ধ্বংস হয়েছিল, যখন তাদের মহিলারা এই জিনিস ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিল।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

৬। আল্লাহর বিধানে চালবাজি করা

মহানবী ﷺ মক্কা বিজয়ের সময় মক্কায় ঘোষণা করেন যে, “অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রসূল মদ, মৃত প্রাণী, শূকর ও মূর্তির ব্যবসাকে হারাম ঘোষণা করেছেন।” বলা হল, ‘হে আল্লাহর রসূল! মৃত প্রাণীর চর্বি সম্বন্ধে আপনার অভিমত কী? যেহেতু তা দিয়ে পানি-জাহাজ ও চামড়া তেলানো হয় এবং লোকেরা বাতি জ্বালায়?’ উত্তরে তিনি বললেন, “না, তা হারাম।” আর এই সময় তিনি বললেন, “আল্লাহ ইয়াহুদ জাতিকে ধ্বংস করুন। আল্লাহ যখন তাদের উপর মৃত প্রাণীর চর্বি হারাম করলেন, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি ক’রে তার মূল্য ভক্ষণ করল!” *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৭৬৬নং)*

বর্তমানেও অনেকে মদ, বিড়ি-সিগারেট খায় না, কিন্তু তার মূল্য খায়। মদ খায় না, ড্রিঙ্ক্ করে! সূদ খায় না, ইন্টারেস্ট্ খায়! ব্যভিচার করে না, ভালবাসা করে!

আল্লাহ মুসলিম জাতিকে সুমতি দিন। আমীন।

সমাপ্ত